মাসায়েলে ফেসবুক, ইউটিউব

দারুল উলূম দেওবন্দ, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানুরী টাউন করাচি এর আদলে

মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক- মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর।

مركز النهضة الإسلامية جسر

Markajun Nahdah Al Islamia Jashore

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর

(একটি গবেষণামূলক উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

মোল্লাপাড়া মোড়, ঢাকা রোড, যশোর।

ই-মেইল- mailmnajbd@gmail.com, মোবাইল- ০১৯১৭০৭২৯৩৫, ০১৮১২৫১৯৫৮৯

মাসায়েলে ফেসবুক, ইউটিউব

মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরী

নাহদাহ সিরিজ- ৬

সর্বস্বত্ব : মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোর

প্রকাশক : আন-নাহদাহ প্রকাশনা বিভাগ

প্রকাশকাল : **১১** জুলাই ২০২৪

প্রথম সংস্করণ :

প্রচ্ছদ :

অঙ্গসজ্জা :

পরিবেশক : ঠ

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা।

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد قال الله تبارك وتعالى: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের থেকে জেনে নাও।[১] উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুলনীতি ঘোষণা করেছেন, 'যারা জানে না তাদের কর্তব্য হল, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমল করা।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নানাবিধ সমস্যার সমাধান সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনে নিতেন।

গতিশীল এই পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ধারা বেয়ে মানব জীবনে আসে নতুন নতুন অনেক সমস্যা আসে। তাই বিশ্বায়নের এ যুগে মানুষ প্রতিনিয়ত নব্য আবিস্কার ও উন্নয়নের দিকে

[১]. সুরা নাহল, আয়াতঃ ৪৩

ঝুকে আছে। ফলশ্রুতিতে নানামূখি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে; যার দীনি সমাধান একজন মুসলমানের একান্ত কাম্য। বিশেষ করে বর্তমানে ইন্টারনেটের ছড়াছড়িতে মানুষ সোশাল মিডিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আর নব্য আবিস্কৃত চাকচিক্যময় এ্যাপসের মাধ্যমে ইনকামের আলোকময় বিজ্ঞাপণের ধাধায় পড়ে নিজের অজান্তেই হারামে নিপতিত হচ্ছে; যা থেকে পরিত্রান অত্যন্ত জরুরী; এজন্য সুদের বিধান জানাও আবশ্যকীয়।

বাস্তবিকভাবে বক্ষমান কিতাবটিতে বহুল ব্যবহৃত ইউটিউব, ফেসবুক, ও ইনকামের সহজ মাধ্যম ফ্রিল্যান্সিং, ওয়াটআপ ইত্যাদির মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে নতুন বিষয়ভিত্তিক সুবিন্যস্ত তাহকীকি মাসআলা উল্লেখ করা রয়েছে; যা মানুষের দ্বীনি জীবন-যাপনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ।

মারকাযুন নাহদাহ আলইসলামিয়া যশোরের "তাখাসসুস ফিকহিল ইসলামী ওয়াল ইফতা"র ১৪৪৫-১৪৪৬ হিজরী, ২০২৪-২০২৫ ঈসায়ী, ব্যাচ- ৫ এর ধারাবাহিকতায় আমাদের এ আয়োজন।

বইটি প্রস্তুত করতে যারা পরিশ্রম করেছেন; সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে প্রুফ রিডার ও প্রকাশক। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলের খেদমত কবুল করুন এবং জাঝায়ে খাইর দান করুন।

কিতাবটি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সকল সহযোগীদের আখেরাতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন আমীন।

অকিল উদ্দিন

১১ জুলাই অক্টোবর ২০২৪ ঈ. ৪ মুহাররম ১৪৪৬ হি. দুপুরঃ ১২ঃ ৩৯ মিনিট।

সূচীপত্র

ফেসবুক ব্যবহার..৯

ফেসবুক ব্যবহার কি হালাল? ৯

ফেসবুকে নারীর পোস্ট.. ১১

ফেসবুকে নন-মাহরামের ছবি এলে করণীয়?............................ ১১

ফেসবুকে ইমোজী ব্যবহারের বিধান...১২

মোবাইলে ইমোজির ব্যবহারের শরয়ী বিধান ১৩

উলামায়ে কেরাম কেন ফেসবুক ব্যবহার করেন? ১৪

ফেসবুক বুস্টিংয়ের বিধান ১৫

ফেসবুক পোস্টে অটো লাইক দিয়ে অর্থ উপার্জন.......................১৬

ফেসবুক রিলে টাকা আয়ের বিধান...১৮

ইউটিউব চ্যানেলের আয়...১৯

ইউটিউব দ্বারা অর্থ উপার্জন ২২

ভিডিও লাইক করে আয়ের বিধান ২৩

ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট করে অর্থ উপার্জন ২৪

ইউটিউব থেকে আয় করার শর্তসমূহ..২৫

ফ্রিল্যান্সিং কি হালাল?...২৭

ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিধান ২৮

ফ্রিল্যান্স ওয়েবসাইটের উপার্জন ৩০

ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন..৩০

ফ্রিল্যান্সিংয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করা কেমন?...................৩১
ফ্রিল্যান্সিংয়ে অমুসলিমের কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ................৩২
ফাইভারে ফ্রিল্যান্সিং...৩৩
ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবে পারিশ্রমিক নিয়ে থিসিস লেখা ৩৪
ফ্রিল্যান্সিংয়ে মহিলার ভয়েস ওভারে কাজ................................৩৬
গুগলে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফি গ্রহণের বিধান.................................৩৭
ওয়াটসআপের মাধ্যমে অনলাইনে মহিলাদের কুরআন শিক্ষা ৩৯
ওয়াটসআপে মহিলাদের গ্রুপ বানিয়ে মাসআলা বর্ণনা ৪০
ওয়াটসআপ স্টাটাসে আয়াতে স্পর্শ করতে অযুর বিধান ৪১
ইন্টারনেটে ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে কথাবার্তা বলা........................৪২
কারো অনুমতি ছাড়া মোবাইলের ডেটা দেখা ৪৩
স্বামী স্ত্রী একে অপরের মোবাইল চেক করতে পারবে?...............৪৪
মোবাইল কল রেকর্ড করা ৪৫
কারো ফোন কল রেকর্ড করে তার প্রচার করা ৪৬
কল সেন্টারে কাজ করা ও মিথ্যা বলার বিধান ৪৮
মসজিদে মোবাইল নেটওয়ার্কের জ্যামার ব্যবহার.......................৫০
মোবাইলে কুরআনের এ্যাপ রাখা..৫২
মোবাইলে তেলাওয়াত, বয়ান শুনার সওয়াব ৫৩
কুরআন কপি ও মোবাইলে কুরআন পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি? ৫৪
মোবাইলে তেলাওয়াত ও অযু করা ৫৫
মোবাইলে কুরআন ডাউনলোড ও তেলাওয়াত ৫৬
মোবাইল ও ল্যাপটপে তেলাওয়াত ৫৭

মটরসাইকেল চালাতে কুরআন তেলাওয়াত ৫৮
ফিল্ম দেখা মোবাইলে কুরআন রাখা ও পড়া ৫৮
অশ্লীল জিনিস মোবাইলে রেখে কুরআন রাখা কি বেআদবী ৫৯
মোবাইলে অযু ছাড়া তেলাওয়াত ৬১
মোবাইলে অযুহীন কুরআন তেলাওয়াত ও দীনি বই পড়া ৬২
অযুহীন টাচ মোবাইলে তেলাওয়াতে স্ক্রীন স্পর্শ নাজায়েয ৬৩
অযু ছাড়া মোবাইল স্ক্রীনে কুরআন স্পর্শ করা ৬৪
মোবাইল স্ক্রীনে কুরআন খোলাবস্থায় অযুহীন স্পর্শ ৬৪
মোবাইল প্রটেক্টরের উপরে অযুহীন কুরআন স্পর্শ ৬৫
ডিজিটাল ডিভাইসে অযুহীন কুরআন স্পর্শে প্রাধান্য মতামত ৬৬
মোবাইল রিপিয়ারিং বা মেরামতের বিধান ৬৮
মানি ট্রান্সফার, পণ্য ক্রয়ে পয়েন্টস এর বিধান ৭০
সার্ভিস ট্যাক্স সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুদ থেকে প্রদান ৭১
অনলাইন গেম থেকে আয়ের বিধান ৭২
ইন্টারনেট ক্যাবলের উপার্জনের বিধান ৭৩
অনির্মিত ফ্লাট বিক্রি করার বিধান ৭৩
কোম্পানির নির্ধারিত মূল্য থেকে অধিক মূল্যে বিক্রি করা ৭৫
টেলিভিশন ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ৭৬
পণ্য ক্রয়ে কমিশন নেয়া ৭৭
ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কমিশন গ্রহণ ৭৮
গ্রাহক তৈরীতে চেইনভিত্তিক কমিশন গ্রহণ ও প্রদান ৮০
ক্রয়ের প্রতিনিধি হয়ে নিজের জন্য কমিশন রাখা ৮১

কোম্পানির কাজ করে কর্মচারী কমিশন নেয়ার বিধান................৮৩
টিকিট করে দিয়ে অতিরিক্ত টাকা রাখা ৮৪
টিকিট ক্যান্সেল হলে এজেন্সী কমিশন রাখতে পারবে? ৮৫
প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও পেনশন নেয়ার বিধান.......................৮৬
এ্যাডভান্সের টাকা অধিক দিয়ে ভাড়া কম করার বিধান ৮৭
ফার্মেসী লাইসেন্স ভাড়া দেয়ার বিধান....................................৮৮
খেলার মাঠের ভাড়া বৈধ কি?..৮৮
টুর্ণামেন্টে এন্ট্রি ফি নেয়ার বিধান..৮৯
ভর্তি ফি গ্রহণের বিধান..৯০
মাদরাসায় এ্যাডভ্যান্স ফি গ্রহণের বিধান ৯১
সিভিতে মিথ্যা লিখে চাকরী করা...৯২

ফেসবুক ব্যবহার

১. **প্রশ্ন :** সোশাল ওয়েবসাইট; ফেসবুক, ওয়াটসআপ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : সোশাল ওয়েবসাইটে ছবি ইত্যাদি থাকে; সময় অপচয় করে; এবং বৈধ ব্যবহারকারীও অনিচ্ছাকৃতভাবে অবৈধতার সাথে জড়িয়ে পড়লে এর ব্যবহার পরিহার করা উচিত।[২]

ফেসবুক ব্যবহার কি হালাল?

২. **প্রশ্ন :** ফেসবুক অথবা অন্যান্য ওয়েবসাইট যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাওয়া যাবে:

১. চ্যাটের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অনৈচ্ছিক যোগাযোগ।

২. সব ধরণের ছবি (মাহরাম, নন-মাহরাম)।

৩. সব ধরণের মিউজিক, ভিডিও।

৪. সকলের দ্বারা খোলাখুলিভাবে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কথা বলা; সে আলেম হোক বা না হোক (যা ফিতনা ছড়ায়)।

---

[২]. সহীহ মুসলিম হা. ৫৬৫৯, সুনানে তিরমিযি হা. ২৩১৭, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৩১০১২০০৩৮৮

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

صحيح مسلم ٢٠١/٢ رقم ٥٦٥٩ كتاب اللباس والزينة، باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.

وراجع أيضا "سنن الترمذي" ٥٨/٢ رقم ٢٣١٧ كتاب الزهد، باب ١١.

فیس بک کا استعمال کرنا

سوال- مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو سوشل ویب سائٹ ہے، جیسے فیس بک وغیرہ، اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ پچھلے سال جن وجوہات کی بنا پر اس کو بند کیا تھا پاکستان میں، کیا اس کے بعد اس کا استعمال ٹھیک ہے؟

جواب- مذکورہ ویب سائٹ پر چونکہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور جائز استعمال کرنے والا بھی غیر ارادی طور پر ناجائز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔

فتوی نمبر: 143101200388-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে একজন মুসলমানের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করা হালাল না কি হারাম?

উত্তর : ফেসবুকের সঠিক বা ভুল ব্যবহার ব্যবহারকারীর বিবেচনার উপর ন্যাস্ত। তবে এটি এতটাই স্পষ্ট যে, ফেসবুকের একজন সঠিক ব্যবহারকারীও নাজায়েয বিষয়গুলোর মুখোমুখি হওয়া এড়াতে পারেন না। এছাড়াও প্রশ্নে উল্লেখিত সমস্ত ক্ষেত্রে ফেসবুক ব্যবহার করা নাজায়েয। অতএব ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।[৩]

---

[৩]. সুরা নূর, আয়াত: ৩০, আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া ১৮/৯৫, মাসআলা ২৮১৪৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৩১০১২০০৩৮৯

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

سورة النور، الآية: ٣٠.

وراجع أيضا "الفتاوى التاتارخانية" ٩٥/١٨ رقم ٢٨١٤٦ كتاب الكراهية، ما يحل لرجل النظرز

فیس بک کا استعمال حلال یا حرام

سوال- فیس بک یا اس جیسی دوسری ویب سائٹ جہاں مندرجہ ذیل باتیں موجود ہوں:

١- چیٹ کے ذریعے مرد اور عورتوں کی غیر ضروری بات چیت۔

٢- ہر طرح کی تصویریں (محرم و نامحرم)۔

٣- ہر طرح کی میوزک اور ویڈیو۔

٤- ہر عام و خاص کا دین پر کھل کر بات کرنا خواہ وہ عالم ہو یا نہ ہو (جو کہ فتنہ پھیلاتا ہے)۔

مندرجہ بالا صورتوں کے ساتھ مزید یہ کہ 2010 میں فیس بک پر ایک پیج بنایا گیا تھا جس میں (اللہ معاف کرے) حضور پاک حضرت محمد ﷺ پر گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی گئی اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس ہی وجہ سے پاکستان اور کچھ دوسرے مسلمان ممالک میں فیس بک چند دنوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد فیس بک کی انتظامیہ نے وہ پیج ہٹا دیا تھا۔ مندرجہ بالا صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ایک مسلمان کا فیس بک استعمال کرنا حلال ہے یا حرام؟

جواب- فیس بک کا صحیح یا غلط استعمال، استعمال کنندہ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ البتہ اتنا واضح ہے کہ فیس بک کا صحیح استعمال کرنے والا بھی ناجائز چیزوں کا سامنا کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ نیز سوال میں ذکر کردہ تمام صورتوں میں فیس بک کا استعمال قطعاً ناجائز ہے، اس لیے فیس بک کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 143101200389-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

ফেসবুকে নারীর পোস্ট

৩. **প্রশ্ন :** ইন্টারনেটে বিশেষ করে ফেসবুকে নারীর পোস্ট করা কেমন? বিশেষ করে গ্রুপে পুরুষ থাকলে এবং নারীরা তথ্যমূলক বা ইসলামী পোস্ট করেন; সেটা কেমন?

উত্তর : নারী পুরুষের প্রত্যক্ষ মিলনে যেমন অনেক সমস্যা আছে; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াটসআপ, ফেসবুক ইত্যাদি সোশাল মিডিয়ার গ্রুপে পুরুষ, মহিলা একসাথে এ্যাড থাকা অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে। অতএব মহিলার জন্য নিজে এমন গ্রুপে যোগদান অথবা অন্য কেউ এ্যাড করার ব্যাপারে শরীয়তগত অনুমোদন নেই। যে পুরুষ বা মহিলা এ জাতীয় গ্রুপে অংশগ্রহণ করবে; সে তার কর্মের অনিষ্টতার জন্য দায়ী থাকবেন।[৪]

ফেসবুকে নন-মাহরামের ছবি এলে করণীয়?

৪. **প্রশ্ন :** বর্তমান সময়ে আমরা সোশাল মিডিয়ার এ্যাপস ব্যবহার করে থাকি। যেমন; ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি সেখানে নন-মাহরাম এর ছবি ও ভিডিও সামনে এসে গেলে সেগুলো দেখা গুনাহ কি-না? আর তা ছাড়া এই আ্যাপে ইসলাম বিষয়ক যোগাযোগের জন্য কোন নন-মাহরাম মহিলার সাথে ম্যাসেজ করে কথা বলা গুণাহ হবে?

---

[৪]. আলআশবাহ ১০২, আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া ১৮/১৮৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১০২০১৩৮৬

الأمور بمقاصدها.

الأشباه والنظائر: ١٠٢.

وراجع أيضا "الفتاوى التاتارخانية" ١٨/١٨٨ كتاب الكراهية، الغناء واللهو.

عورت کا فیس بک پر پوسٹ کرنا

سوال- انٹرنیٹ خاص کر فیس بک پر عورت کا پوسٹ کرنا کیسا ہے، خاص کر جب گروپ مردوں کا ہو اور عورت معلوماتی یا اسلامی پوسٹ کرے؟

جواب- جس طرح مرد وعورت کے براہِ راست اختلاط میں بہت مفاسد ہیں، اسی طرح، بلکہ بعض اعتبار سے اس سے بڑھ کر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا کے گروپوں میں مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ایڈ رہنا بھی دسیوں مفاسد کا سبب ہے، لہذا عورت کے لیے ایسے گروپس میں از خود ایڈ ہونا یا کسی کے ایڈ کرنے کی صورت میں گروپ میں رہنے کی شرعًا اجازت نہیں، ہر وہ شخص خواہ مرد ہو یا عورت جو ان گروپس میں حصہ دار ہوگا، وہ اپنے عمل کے بقدر مفاسد کا ذمہ دار ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144110201386 - دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে নন-মাহরামের ছবি ও ভিডিও দেখা গুনাহ। আর অনিচ্ছাকৃত এলে; সেদিকে আর তাকাবে না। আর নন-মাহরামের সাথে প্রয়োজনহীন কোন কথা বলা যাবে না। আর ধর্মীয় প্রয়োজন হলে সীমাবদ্ধতা ও শর্ত বিবেচনায় রাখলে সুযোগ আছে।[৫]

ফেসবুকে ইমোজী ব্যবহারের বিধান

৫. **প্রশ্ন :** আমরা চ্যাট করতে বা স্টোরীতে পোস্ট করতে অনেক সময় বিভিন্ন ধরণের ইমোজি ব্যবহার করে থাকি। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর : ইমোজীতে ব্যবহৃত এমন কিছু ছবি রয়েছে; যা কার্টুনের সাদৃশ্য। এটার ব্যবহার বৈধ নয়। কেননা ইমোজীতে ব্যবহৃত মাথা, চেহারার

---

[৫]. সুরা নুর, আয়াত ৩০, সুনানে আবু দাউদ ২/২৯২, হা. ২১৫১, আদ্দুররুল মুখতার ২১/৪৪১-৪৪৪, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৫/৩৭৯, কিতাবুন নাওয়ায়েল ১৫/৯২, দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ২৯৯-২১১/এম=০৩/১৪৪৩

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

سورة النور، الآية ٣٠.

وراجع أيضا "سنن أبي داود" ٢٩٢/٢ رقم ٢١٥١ كتاب النكاح، باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ. و"الدر المختار" ٦١٠/٩ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس. والفتاوى الهندية" ٣٧٩/٥ كتاب الكراهية، الباب الثامن: فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له، وما يحل له مسه، وما لا يحل. و"کتاب النوازل" ٣٩٢/١٥ کتاب الحظر والإباحة، پردے کے احکام.

موبائل ایپس یا انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت اچانک آجانے والی تصویروں کا کیا حکم ہے؟

سوال: میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتے ہیں، وہاں غیر محرم کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آجاتی ہیں، تو ان کو دیکھنا گناہ ہے یا نہیں؟ اور مزید یہ کہ کسی غیر محرم عورت سے ان ایپس پر گفتگو کرنا ٹیکسٹ کی صورت میں گفتگو بھی اسلامی بات چیت کے لیے اگر ہو تو گناہ ہوگا؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa : 299-211/M=03/1443

(۱) غیر محرم کی تصاویر اور ویڈیوز، قصداً دیکھنا گناہ ہے۔ اگر بلا قصد وارادہ سامنے آجائے تو نگاہ نہ جمائے۔

(۲) غیر محرم سے بلا ضرورت، کسی طرح گفتگو نہ کی جائے، دینی ضرورت سے حدود وشرائط کا خیال رکھتے ہوئے گنجائش ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دار الافتاء، دار العلوم دیوبند

আকৃতিতে কপাল, চোখ, মুখ ইত্যাদি অঙ্গের ব্যবহার হওয়ার শরীয়তকর্তৃক তার ব্যবহার নাজায়েয ও হারাম।[৬]

মোবাইলে ইমোজির ব্যবহারের শরয়ী বিধান

৬. মোবাইলে যে ইমোজি ব্যবহার করা হয়; তার শরয়ী বিধান কি? আর এটা কি ছবির বিধানের আওতাভুক্ত হবে?

উত্তর : মোবাইল ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ইমোজি (এমন ছবি যা অবস্থা প্রকাশের জন্য হয়) থেকে কিছু ছবি এমন যা জীব-জন্তু; বা জীব-জন্তুর সাদৃশ্য নয়। যেমন ফুল, ফল, ব্যাট, বল ইত্যাদি; এগুলোর ব্যবহার বৈধ। তেমনিভাবে যে ছবি জীব-জন্তুর চেহারা ব্যতিত অন্যান্য অঙ্গ (যেমন: হাত, পা) দ্বারা আকৃত; তার ব্যবহারও বৈধ। তবে যা জীব-জন্তুর চেহারা অন্তর্ভুক্ত অথবা জীব-জন্তুর চেহারার সাদৃশ্য; তার ব্যবহার নাজায়েয।[৭]

---

৬. রদ্দুল মুহতার ৯/৫৯৬, কিতাবুন নাওয়াযেল ১৭/১০৭, দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ। ফাতাওয়া নং: ৫৩২-৫৩২/এস এন- ৬/১৪৩৯।

(قَوْلُهُ لَا تِمْثَالَ إنْسَانٍ) التِّمْثَالُ بِالْفَتْحِ التَّمْثِيلُ وَبِالْكَسْرِ الصُّورَةُ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ أَوْ طَيْرٍ) لِحُرْمَةِ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ.

رد المحتار ٥٩٦/٩ كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس (بيروت)

وراجع أيضا "کتاب النوازل" ١٠٧/١٧ کتاب الحظر والإباحة، تصویر والے ایس ایم ایس بھیجنا.

ایموجی یا بیٹموجی (emoji, bitmoji) استعمال کرنا جائز ہے؟

سوال: ایموجی یا بیٹموجی (emoji, bitmoji) استعمال کرنا جائز ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa: 532-532/SN=6/1439

بیٹموجی کے تحت جو شکلیں ہوتی ہیں وہ تو سر سمیت پورے بدن کی تصویریں ہوتی ہیں گو کسی قدر کارٹون کے مشابہ، ان کا استعمال بلاشبہ جائز نہیں ہے؛ کیونکہ یہ بھی شرعاً تصاویر ہیں اور تصویر بنانے اور استعمال کرنے پر احادیث میں وعیدیں آئی ہیں، اور ایموجی کے تحت جو سر اور چہرے کی شکلیں ہوتی ہیں ان میں بھی اکثر بہ حکم تصویر ہی ہیں؛ کیونکہ ان میں سر، پیشانی، آنکھ اور منھ وغیرہ جیسے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں؛ لہذا ان کا استعمال بھی ممنوع ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

৭. সহীহ মুসলিম ২/২০১ হা. ৫৬৫৯, রদ্দুল মুহতার ২/৫০২, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৩৯০৯২০০৯৫৩

وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانِ، وَقَالَ : وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ وَإِنَاءٍ

উলামায়ে কেরাম কেন ফেসবুক ব্যবহার করেন?

৭. **প্রশ্ন :** আপনারা ফেসবুকে লগইন করা থেকে বিরত থাকার ফাতওয়া প্রকাশ করেন; অথচ ফেসবুকে আপনাদের ফেসবুক পেইজ রয়েছে কেন?

উত্তর : মৌলিকভাবে ফেসবুক ব্যবহার অবৈধ ও নিষিদ্ধ নয়। বরং কিছু সমস্যার কারণে নন-মাহরামের ছবি, অশ্লিলতা ইত্যাদির জন্য তা নাজায়েয। তারপরও এ সেবার মাধ্যমে নিজেকে যথেষ্ট হেফাযত রেখে; বদদীন, গোমরাহ, অমুসলিমের প্রপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের জবাব দেয়া হলে বা তাদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য হলে এটা ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে এটা নিষিদ্ধ হবে না।[৮]

وَحَائِطٍ وَغَيْرِهَا اهـ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَا مَكْرُوهًا إِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ أَوْ قَطْعِيَّةُ الدَّلِيلِ بِتَوَاتُرِهِ ا هـ كَلَامُ الْبَحْرِ مُلَخَّصًا.

رد المحتار ٥٠٢/٢ كتاب الصلاة، مطلب إذا تردد الحكم بين سنن وبدعة كان ترك السنة أولى، [فَرْعٌ] لَا بَأْسَ بِتَكْلِيمِ الْمُصَلِّي وَإِجَابَتِهِ بِرَأْسِهِ.

وراجع أيضا "صحيح مسلم" ٢٠١/٢ رقم ٥٦٥٩ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان.

موبائل میں جوایموجیز استعمال ہوتی ہیں ان کا شرعی حکم

سوال-موبائل میں جوایموجیز استعمال کی جاتی ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ تصویر کے حکم میں ہیں؟

جواب- موبائل وغیرہ میں استعمال ہونے والی ایموجیز (ایسی تصاویر جو کیفیت کے اظہار کے لیے ہوتی ہیں، ان) میں سے بعض تصاویر ایسی ہیں جو نہ جاندار کی ہیں اور نہ جاندار کے مشابہ ہیں، جیسے: پھول، فروٹ، بیٹ بال وغیرہ، ان تصاویر کا استعمال درست ہے۔اسی طرح جو تصاویر جان دار کے چہرے کے علاوہ دیگر اعضاء (مثلاً: ہاتھ پاؤں) پر مشتمل ہوں ان کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔البتہ جو تصاویر جاندار کے چہرے پر مشتمل ہوں یا جاندار کے چہرے کے مشابہ ہوں ان کا استعمال ناجائز ہے۔فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 143909200953-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

৮. রদ্দুল মুহতার ৯/৫৭৯, দারুল ইফতা ওয়াল কাযা, আলজামিআতুল বানুরিয়া আলআলমিয়া করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া নং- ১৪৩০৫

(قَوْلُهُ فَبَعْدَ الْعَصْرِ إلَخْ) ..... أَقُولُ: وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا، بَلْ لِقَصْدِ اللَّهْوِ مِنْهَا إمَّا مِنْ سَامِعِهَا أَوْ مِنْ الْمُشْتَغِلِ بِهَا وَبِهِ تُشْعِرُ الْإِضَافَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الْآلَةِ بِعَيْنِهَا حَلَّ تَارَةً وَحَرُمَ أُخْرَى بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ بِسَمَاعِهَا وَالْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

رد المحتار ٥٧٩/٩ كتاب الحظر والإباحة

سوال-میں نے کچھ دیر پہلے فیس بک کے بارے میں سوال کیا تھا۔میں نے آپ کے کئی فتاویٰ کا مطالعہ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ فیس بک میں لوگن کرنے سے احتراز کیا جائے لیکن اگر ہمیں احتراز کا کہا جا رہا ہے تو فیس بک پر آپ کا پیج کیوں ہے؟ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں صرف جاننا چاہتا ہوں؟

ফেসবুক বুস্টিংয়ের বিধান

৮. **প্রশ্ন :** ফেসবুকে একটি ফিচার রয়েছে; যাকে ফেসবুক বুস্টিং (Facebook Boosting) বলে। কোন কোম্পানি বা অনলাইন শপ পণ্য বিক্রি ও বাজারজাত করার জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেইড (paid) মার্কেটিং করে; যাতে ফেসবুক প্রোফাইলে লোকেশনের ভিত্তিতে এ পণ্যগুলি নির্দিষ্ট লোককে দেখানো হয়। এ ফেসবুক বুস্টিং কি বৈধ?

উত্তর : ফেসবুকে নিজ পণ্য অথবা কোন ঘোষণা প্রচার করতে ফেসবুক বুস্টিং ব্যবহার করা এবং এ সার্ভিস বা পরিসেবার জন্য ফেসবুককে অর্থ প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ নয়। তবে বিজ্ঞাপনে অবৈধ কিছু অন্তর্ভুক্ত করা (যেমন: জীব-জন্তুর ছবি দেয়া বা গান যোগ করা) শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।[৯]

الجواب حامدا و مصلياً

واضح ہو کہ فیس بک کا فی نفسہ استعمال ناجائز اور ممنوع نہیں بلکہ کسی عارض کی وجہ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون کی اشاعت بناء پر تھی تاہم اس سروس کے ذریعہ اگر غیر مسلم اور لادین لوگوں کے پروپگنڈے کا جواب دیا جائے یا ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے تو اسکی گنجائش ہوگی یہ منع نہیں۔

دار الإفتاء والقضاء، الجامعة البنورية العالمية كراچي، پاكستان، فتوى نمبر: ١٤٣٠٥

৯. সহীহ মুসলিম ২/২০১ হা. ৫৬৫৯, রদ্দুল মুহতার ২/৫০২, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪২০১২০১৪৩৮

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

صحيح مسلم ٢٠١/٢ رقم ٥٦٥٩ كتاب اللباس والزينة، باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٥٠٢/٢ كتاب الصلاة، مطلب إذا تردد بين الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى، [فَرْعٌ] لَا بَأْسَ بِتَكْلِيمِ الْمُصَلِّي وَإِجَابَتِهِ بِرَأْسِهِ.

فیسبک بوسٹنگ کا حکم

سوال- فیس بک میں ایک فیچر ہے، جِس کو Facebook Boosting کہا جاتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کمپنی یا آن لائن شاپ کا پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے اور مارکیٹنگ کے لیے فیس بک اتھارٹی کے ذریعے paid مارکیٹنگ کرنا، تاکہ یہ پروڈکٹس لوکیشن کی بناپر بعض لوگوں کے فیس بک پروفائل میں شو کرے، کیا یہ فیس بک boosting جائز ہے؟

جواب- فیس بک پر اپنی پروڈکٹ یا کسی اعلان کی تشہیر کے لیے فیس بک بوسٹنگ سے استفادہ کرنا، اور اس سروس پر فیس بک کو معاوضہ ادا کرنے میں شرعًا قباحت نہیں، البتہ اشتہار میں کسی غیر شرعی چیز کو شامل کرنا (مثلًا جان دار کی تصویر لگانا، یا موسیقی کو شامل کرنا) شرعًا جائز نہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

ফেসবুক পোস্টে অটো লাইক দিয়ে অর্থ উপার্জন

৯. **প্রশ্ন :** কিছু এ্যাপ এমন রয়েছে; যেখানে কিছু টাকা নিয়ে নিবন্ধন করে; তারপর প্রতিদিনের কাজ ফেসবুকে কয়েকটি পোস্টে লাইক দিতে হয়; যেটিতে বিজ্ঞাপনদাতার লক্ষ্য কেবল লাইক পাওয়া। আর এ এ্যাপ মালিকরাও নতুন ব্যবহারকারীদের সংযোগ করার জন্য কমিশন দিয়ে থাকেন। এ পদ্ধতিটি হালাল নাকি হারাম?

উত্তর : আমাদের জানা মতে সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্লাটফর্ম ফেসবুক ইত্যাদির পোস্ট এবং বিজ্ঞাপনে ভুয়া লাইক এবং ক্লিকের মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ উপার্জনের বর্তমান প্রথা নিম্নোক্ত কারণে অবৈধ:

১. এতে এমন লোক বিজ্ঞাপন এবং পোস্টগুলি দেখেন; যাদের এ জিনিস কেনার কোন ইচ্ছা নেই। বিক্রেতা ক্রেতাকে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দেখানে; অথচ তারা কোনভাবেই কিনতে চান না। তারপরও তাদের দেখিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে মানুষের আস্থা অর্জন করা এক ধরণের প্রতারণা।

২. এতে জীব-জন্তুর ছবি থাকে। অথচ কোন জীব-জন্তুর ছবি দেখা নাজায়েয। অতএব এর উপর যা পারিশ্রমিক ধার্য করা হবে তাও নাজায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

৩. স্বাভাবিকভাবে এ বিজ্ঞাপন, পোস্টগুলিতে মহিলাদের ছবি থাকে; যা দেখাও কুদৃষ্টির কারণে সেটা গুণাহ।

৪. এতে যেভাবে সাইট সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়; সেক্ষেত্রে প্রথম একাউন্ট নির্মাতা প্রতিটি নতুন একাউন্ট নির্মাতা থেকে কমিশন পেতে থাকেন। অথচ তিনি নতুন একাউন্ট তৈরী করতে কোন পরিশ্রমই করেননি। এভাবে বিনাশ্রমে কমিশন গ্রহণের চুক্তি এবং তার পারিশ্রমিক গ্রহণও জায়েয নেই। শরীয়ত পরিশ্রম ব্যতিত উপার্জনকে নিরুৎসাহিত করেছেন। আর নিজের শ্রমের উপার্জনকে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজের হাতের উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে গণ্য করেছেন।

فتویٰ نمبر: 144201201438-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

তাই হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম জড়িত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কেননা যে উপার্জনে নিজের শ্রম জড়িত; তা আরো বরকতময় হয়।[১০]

---

[১০]. সহীহ মুসলিম ২/২০১, হা. ৫৬৫৯, শুআবুল ঈমান হা. ১১৭১, ফয়যুল কাদীর মুনাবী হা. ১২৯০, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা ১/২৯০, নং- ১০৮, রদ্দুল মুহতার ২/৫০২, ৯/১০৭, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া-১৪৪৪০২১০১৬৬৮

(أفضل الكسب بيع مبرور) أي لا غش فيه ولا خيانة أو معناه مقبول في الشرع بأن لا يكون فاسدا أو مقبول عند الله بأن يكون مثابا عليه (عمل الرجل بيده) من نحو صناعة أو زراعة وقيد العمل باليد لكون أكثر مزاولته بها وخص الرجل لأنه المحترف غالبا لا لإخراج غيره.

فيض القدير للمناوي رقم ١٢٩٠.

وراجع أيضا "صحيح مسلم" ٢٠١/٢ رقم ٥٦٥٩ كتاب اللباس والزينة، باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. و"شعب الإيمان للبيهقي" رقم ١١٧١ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَهُوَ بَابُ التَّوَكُّلِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ تَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءٍ. و"الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٩٠/١، رقم ١٠٨، الإجارة على المعاصي والطاعات. و"رد المحتار" ٥٠٢/٢ كتاب الصلاة، مطلب إذا تردد بين الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى، [فَرْعٌ] لَا بَأْسَ بِتَكْلِيمِ الْمُصَلِّي وَإِجَابَتِهِ بِرَأْسِهِ. ١٠٧/٩ كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: في أجرة الدلال.

فیس بک (facebook) کی مختلف پوسٹس (posts) پر فرضی لائیک (like) کر کے پیسے کمانے کا حکم

سوال- کے جی ایپ انٹرنیٹ پر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ پیسے لے کر رجسٹرڈ کرتے ہیں، پھر روزانہ کام دیتے ہیں کہ چند پوسٹیں فیس بک کی لائیک کرنی ہوتی ہیں، جن میں ایڈورٹائیزر کا مقصد صرف لائیک کروانا ہی ہوتا ہے اور یہ ایپ والے نئے یوزرز کو ملانے پر بھی کمیشن دیتے ہیں، مہربانی فرما کر راہ نمائی فرمادیں کہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام؟

جواب- ہماری معلومات کے مطابق سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم مثلاً فیس بک وغیرہ کے پوسٹوں اور ایڈز (اشتہارات) پر فرضی لائیک اور کلک کر کے آن لائن پیسے کمانے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے وہ درج ذیل وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے:

١. اس میں ایسے لوگ اشتہارات اور پوسٹوں کو دیکھتے ہیں جن کا یہ چیزیں لینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، بائع کو ایسے دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ دکھانا جو کہ کسی طرح بھی خریداری نہیں چاہتے ہیں، یہ بیچنے والے کے ساتھ ایک قسم کا دھوکا ہے۔

٢. اس میں جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے جبکہ جاندار کی تصویر کسی بھی طرح کی ہو اس کا دیکھنا جائز نہیں، لہذا اس پر جو اجرت لی جائے گی وہ بھی جائز نہ ہو گی۔

٣. عام طور پر ان اشتہارات پوسٹوں میں خواتین کی تصاویر بھی ہوتی ہیں جن کا دیکھنا بد نظری کی وجہ سے مستقل گناہ ہے۔

٤. اس معاملے میں جس طریق پر متعلقہ سائٹ کی پبلسٹی کی جاتی ہے جس میں پہلے اکاؤنٹ بنانے والے کو ہر نئے اکاؤنٹ بنانے والے پر کمیشن ملتا رہتا ہے جب کہ اس نے نئے اکاؤنٹ بنوانے میں کوئی عمل نہیں کیا، اس بلا عمل کمیشن لینے کا معاہدہ کرنا اور اس پر اجرت لینا بھی جائز نہیں۔ شریعت میں بلا محنت کی کمائی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اپنی محنت کی کمائی حاصل کرنے کی ترغیب ہے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو افضل کمائی قرار دیا ہے۔.......... لہٰذا حلال کمائی کے لیے کسی بھی ایسے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں اپنی محنت شامل ہو ایسی کمائی زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔

ফেসবুক রিলে টাকা আয়ের বিধান

১০. প্রশ্ন : ফেসবুক রিল একাউন্টে যে টাকা আসে; সে টাকা কি বৈধ না কি অবৈধ?

উত্তর : ফেসবুক রিলে টাকা আয়ের শরয়ী বিধান হল; চ্যানেলে জীব-জন্তুর ভিডিও আপলোড করলে অথবা ভিডিওতে মিউজিক বা গান হলে; কিংবা তাতে শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন বিষয়ের এ্যাড প্রচার করা হলে অথবা তার জন্য শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হলে এমন চ্যানেল দ্বারা টাকা আয় করা না জায়েয।

ব্যাপকভাবে ভিডিওতে উল্লেখিত বিষয় না থাকলেও চ্যানেলে প্রচারিত এ্যাডে এ সকল বিষয়গুলি পাওয়া যায় এবং আমাদের জানা মতে ইউটিউব অথবা ফেসবুকে এ্যাড প্রচারের অনুমতি দিলে তারা দেশ, জায়গা, অবস্থান ভেদে বিভিন্ন এ্যাড যুক্ত করে দেয়। যেমন বাংলাদেশে এক ধরণের এ্যাড দেয়; পশ্চিমা বিশ্বে আরেক ধরণের এ্যাড যুক্ত করে। তেমনিভাবে ইউজারদের নিকটতম স্থানের এ্যাড যুক্ত করে। যেমন কাছাকাছি লোকেশনের শপিং মল ইত্যাদি বা অন্য কোন জিনিসের এ্যাড যুক্ত করে থাকে। যার মধ্যে অধিক সময় হারাম এবং নাজায়েয জিনিসের প্রচার করে। আর হারাম জিনিস না হলেও ছবি, গান বিশিষ্ট এ্যাড থাকে। এসকল বিষয় সামনে রেখে এজাতীয় চ্যানেল থেকে টাকা আয় করা শরীয়ত অনুমোদিত নয় এবং তা হালালও নয়।[১১]

فتوی نمبر: 144402101668-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[১১]. সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৮, আলজামে লিআহকামিল কুরআন- সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৮, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৮, রদ্দুল মুহতার ২/৫০২, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪২১০২০০৪৫০

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

سورة البقرة، الآية ١٨٨.

وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ تحريميه وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِجْمَاعُ على تَحْرِيمِ تَصْوِيرِهِ صُورَةَ الْحَيَوَانِ فإنه قال قال أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ من الْعُلَمَاءِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وهو من الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عليه بهذا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ في الْأَحَادِيثِ يَعْنِي مِثْلَ ما في الصَّحِيحَيْنِ عنه أَشَدُّ الناس عَذَابًا يوم الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لهم أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ ثُمَّ قال وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أو لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ على كل حَالٍ لِأَنَّ فيه مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ كان في ثَوْبٍ أو بِسَاطٍ أو دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَفَلْسٍ وَإِنَاءٍ وَحَائِطٍ وَغَيْرِهَا اه. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَا مَكْرُوهًا إنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ أو قَطْعِيَّةُ الدَّلِيلِ لِتَوَاتُرِهِ.

البحر الرائق ٤٨/٢ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها (زكريا)

ইউটিউব চ্যানেলের আয়

১১. প্রশ্ন : আমরা তিনজনে মিলে একটি ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেছি এবং তাতে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছি, এটি কি ঠিক না কি ভুল? আর তার আয় হালাল না হারাম?

উত্তর : ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করে ভিডিও আপলোড করার ক্ষেত্রে চ্যানেলটির ফলোয়ার বেশি থাকলে, ইউটিউব চ্যানেলের হোল্ডারের অনুমতি নিয়ে এতে বিভিন্ন গ্রাহকদের বিজ্ঞাপন চালায়। এবং বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের জন্য ভিডিও আপলোডকারীকে অর্থ প্রদান করে। এর শরয়ী হুকুম হল, যদি চ্যানেলে ভিডিও আপলোডকারী:

১. জীব-জন্তুর ছবি সহ ভিডিও আপলোড করে; অথবা তার ভিডিওতে জীব-জন্তুর ছবি থাকে।

২. অথবা এই ভিডিওতে মিউজিক এবং গান থাকে।

৩. অথবা বিজ্ঞাপনটি শরীয়ত কর্তৃক অবৈধ।

৪. অথবা শরীয়তে অবৈধ কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা হয়।

وراجع أيضا "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" سورة البقرة، الآية ١٨٨.و"رد المحتار" ٢/٢ ٥٠ كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلوة ومايكره، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى. (بيروت)

یوٹیوب/فیس بک چینلز پر رقم کمانے کا حکم

سوال-یوٹیوب چینل یا فیس بک چینل کے ذریعے جو رقم اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ رقم جائز ہے یا ناجائز؟

جواب-یوٹیوب چینل یا فیس بک چینل کے ذریعے رقم کمانے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مذکورہ چینلز پر ویڈیو اَپ لوڈ کرنے والا جاندار کی تصویر والی ویڈیو اَپ لوڈ کرے، یا اس ویڈیو میں میوزک اور موسیقی ہو، یا اس میں کسی بھی چیز کا غیر شرعی اشتہار ہو، یا اس کے لیے کوئی غیر شرعی معاہدہ کرنا پڑتا ہو تو ایسے چینل کے ذریعے پیسے کمانا جائز نہیں ہے۔

عام طور پر اگر ویڈیو میں مذکورہ خرابیاں نہ بھی ہوں تب بھی ایسے چینلز کی طرف سے لگائے جانے والے اشتہار میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق یوٹیوب یا فیس بک کو اگر ایڈ چلانے کی اجازت دی جائے تو اس کے بعد وہ ملکوں کے حساب سے، لوکیشن کے حساب سے، سرچنگ کی بنیاد پر مختلف ایڈ چلاتے ہیں، مثلاً اگر پاکستان میں اسی ویڈیو پر وہ کوئی اشتہار چلاتے ہیں تو مغربی ممالک میں اس پر وہ کسی اور قسم کا اشتہار چلاتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں ہی کسی ایک یوزر کے لیے کوئی اشتہار چلاتے ہیں تو دوسرے یوزر کے لیے اس کی سرچنگ بیس پر یا اس کی لوکیشن کے اعتبار سے قریب ترین کسی شاپنگ مال وغیرہ یا کسی بھی چیز کی بنیاد پر دوسرا اشتہار چلادیتے ہیں، جس میں بسااوقات حرام اور ناجائز چیزوں کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اور حرام چیزیں نہ بھی ہوں تو تصاویر یا موسیقی پر مشتمل اشتہارات تو عموماً ہوتے ہی ہیں، ان تمام مفاسد کے پیشِ نظر ایسے چینلز کے ذریعے پیسے کمانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

فتوی نمبر: 144210200450 -دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

৫. অথবা তার জন্য শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন চুক্তি করতে হয়।

তবে এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা জায়েয নয়।

সাধারণত, চ্যানেল নির্মাতা কর্তৃক আপলোডকৃত ভিডিওতে উল্লিখিত ত্রুটিগুলি না থাকলেও ইউটিউব কর্তৃক দেয়া বিজ্ঞাপনে এ ত্রুটিগুলো পাওয়া যায়। আর আমাদের জানা মতে, ইউটিউবে চ্যানেল তৈরি করার সময় একটি চুক্তি করা হয় যে, চ্যানেলটি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাহক এবং দর্শকের কাছে পৌঁছায়, তবে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ চ্যানেলটিতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য অনুমোদিত হবে। আর চ্যানেল নির্মাতা এই চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদি না তিনি বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্য নিয়মিত ফি প্রদান করেন এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চ্যানেল ব্যবহার না করেন। আর এ বিজ্ঞাপনগুলির নির্বাচন ব্যবহারকারী, অঞ্চল, ব্যক্তির উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হতে পারে। যেহেতু চ্যানেল তৈরির সময় এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট পাওয়া যায়; এ কারণে ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করা উচিত নয়। আর চ্যানেল তৈরি করার সময় ইউটিউব কর্তৃপক্ষকে যখন বিজ্ঞাপন চালানোর অনুমতি দেয়া হয়; তখন বিভিন্ন ডিভাইসের অবস্থান, অঞ্চল, দেশ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপন দেয়। যেমন বাংলাদেশে একই ভিডিওতে যে বিজ্ঞাপন চালায়; পশ্চিমা বিশ্বে সেই ভিডিওতেই ভিন্ন ধরণের বিজ্ঞাপন দেয়। আর বাংলাদেশেই একজনের ডিভাইসে এক ধরণের বিজ্ঞাপন চালায়; আবার আরেকজনের ডিভাইসে অন্য ধরণের বিজ্ঞাপন চালায়। যেটিতে তারা কখনও কখনও হারাম ও অবৈধ জিনিসের বিজ্ঞাপন দেয়। এ সমস্ত খারাপ কাজের পরিপেক্ষিতে ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে অর্থ উপার্জন শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

তারপরও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আয়ের উদ্দেশ্য থাকলে, এ বিষয়ে ইউটিউব কর্তৃপক্ষের সাথে ইজারা চুক্তিও শরীয়তের চাহিদা পূরণ না করার (যেমন: পারিশ্রমিকের অজ্ঞতা) কারণে জায়েয নয়।[১২]

---

[১২]. আদ্দুররুল মুখতার ৯/৯, ৫৭৬-৫৭৭, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৪/৪৪১, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১১২০১৫১৪

وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ؛ لِأَنَّ جَهَالَتَهُمَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ.

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَوْتُ اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ النَّبَاتَ. قُلْت : وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ اسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي كَضَرْبِ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "{ اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ }" أَيْ بِالنِّعْمَةِ.

الدر المختار ٩/٩ كتاب الإجارة، ٥٧٦/٩-٥٧٧ كتاب الحظر والإباحة.

وراجع أيضا "الفتاوى الهندية" ٤٤١/٤ كتاب الإجارة، الباب الأول: في تفسير الإجارة، أما شرائط الصحة.

یوٹیوب چینل کی کمائی

سوال۔ہم تین لوگ یوٹیوب کا چینل بنا کر اس پر قرآن کی تعلیم چلا رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ؟اور اس کی انکم حلال ہے یا حرام؟

جواب۔یوٹیوب پر چینل بنا کر ویڈیو اَپ لوڈ کرنے کی صورت میں اگر اس چینل کے فالوورز زیادہ ہوں تو یوٹیوب چینل ہولڈر کی اجازت سے اس میں اپنے مختلف کسٹمر کے اشتہار چلاتا ہے،اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ کرنے پر ویڈواَپ لوڈ کرنے والے کو بھی پیسے دیتا ہے۔اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر چینل پر ویڈیو اَپ لوڈ کرنے والا :

1۔جان دار کی تصویر والی ویڈیو اپ لوڈ کرے، یا اس ویڈیو میں جان دار کی تصویر ہو۔

2۔یا اس ویڈیو میں میوزک اور موسیقی ہو۔

3۔یا اشتہار غیر شرعی ہو۔

4۔یا کسی بھی غیر شرعی شے کا اشتہار ہو۔

5۔یا اس کے لیے کوئی غیر شرعی معاہدہ کرنا پڑتا ہو۔

تو اس کے ذریعے پیسے کمانا جائز نہیں ہے۔

عام طور پر اگر چینل بنانے والے کی اَپ لوڈ کردہ ویڈیو میں مذکورہ خرابیاں نہ بھی ہوں تب بھی یوٹیوب کی طرف سے لگائے جانے والے اشتہار میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں،اور ہماری معلومات کے مطابق یوٹیوب پر چینل بناتے وقت ہی معاہدہ کیا جاتا ہے کہ مخصوص مدت میں چینل کے سبسکرائبرز اور ویورز مخصوص تعداد تک پہنچیں گے تو یوٹیوب انتظامیہ اس چینل پر مختلف لوگوں کے اشتہارات چلانے کی مجاز ہوگی،اور چینل بنانے والا اس معاہدے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، الا یہ کہ اشتہارات بند کرنے کے لیے وہ باقاعدہ فیس ادا کرے اور چینل کو کمرشل بنیاد پر استعمال نہ کرے،اور ان اشتہارات کا انتخاب کسی بھی یوزر کی سرچنگ بیس یا لوکیشن یا مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لہٰذا چینل بناتے وقت چوں کہ اس معاہدے پر رضامندی پائی جاتی ہے، لہٰذا یوٹیوب پر چینل بنانا ہی درست نہیں ہے،اور چینل بناتے وقت یوٹیوب انتظامیہ کو جب ایڈ چلانے کی اجازت دی جائے تو اس کے بعد وہ مختلف ڈیوائسز کی سرچنگ بیس یا لوکیشن یا ملکوں کے حساب سے مختلف ایڈ چلاتے ہیں، مثلاً اگر پاکستان میں اسی ویڈیو پر وہ کوئی اشتہار چلاتے ہیں، مغربی ممالک میں اس پر وہ کسی اور قسم کا اشتہار چلاتے ہیں،اور پاکستان میں ہی ایک شخص کی ڈیوائس پر الگ اشتہار چلتا ہے تو دوسرے شخص کی ڈیوائس پر دوسری نوعیت کا اشتہار چل سکتا ہے، جس میں بسا اوقات حرام اور ناجائز چیزوں کی تشہیر بھی کرتے ہیں،ان تمام مفاسد کے پیشِ نظر یوٹیوب پر ویڈیو اپ لوڈ کر کے پیسے کمانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

علاوہ ازیں یوٹیوب چینل کے ذریعے اگر آمدن مقصود ہو تو اس سلسلے میں انتظامیہ سے اجارے کا جو معاہدہ کیا جاتا ہے وہ بھی شرعی تقاضے پورے نہ ہونے (مثلاً: اجرت کی جہالت) کی وجہ سے جائز نہیں ہوتا۔

فتوی نمبر: 144111201514 -دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

ইউটিউব দ্বারা অর্থ উপার্জন

১২. **প্রশ্ন :** ইউটিউবে কিছু উপকারী ভিডিও শেয়ার করা; এবং তা দ্বারা অর্থ উপার্জন করা কেমন? এতে নারীদের ছবি পরিহার করা হলে এর উপার্জন কি বৈধ হবে? ভিডিও ও ছবির বিধানে কোন পার্থক্য আছে? নাকি দু'টোরই একই বিধান? আর প্রিন্টিং প্রেসের কাজ করার বিধান কি?

উত্তর : ছবি পুরুষ বা মহিলার হোক না কেন, উভয়ই শরীয়তে অবৈধ। এছাড়াও শুধু ছবি অথবা রুহ সম্বলিত ছবি, ভিডিও উভয়ের বিধান একই। আর রুহ সম্বলিত পুরুষ বা মহিলার ছবি না দিয়ে বৈধ জিনিসের ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করলে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ আপনার ভিডিওতে রুহ সম্বলিত ছবি না দিয়ে বৈধ বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিলে এর উপর প্রাপ্ত অর্থ বৈধ হবে। নতুবা নয়। আর প্রিন্টিং প্রেসেও জীব-জন্তুর ছবি সম্বলিত কাগজ ছাপা শরীয়তের দৃষ্টিতে না জায়েয।[১৩]

---

[১৩]. সুরা মায়েদা আয়াত ২, বুখারী ২/৮৮০ হা. ৫৭১৭, সহীহ মুসলিম ২/২০১ হা. ১৯৯৯, শরহুন নববী ২/১৯৯, ২১০৪, আদ্দুররুল মুখতার ৯/৯, ৫৭৬-৫৭৭, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৪/৪৪১, দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ৫৫৫-১৭৮/এসএন=৭/১৪৪২

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: ٢]

وراجع أيضا "صحيح البخارى" ٨٨٠/٢ رقم ٥٧١٧ كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة. و"صحيح مسلم": ٢٠١/٢ رقم ١٩٩٩ كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان. و"شرح النووي على مسلم" ١٩٩/٢ رقم: ٢١٠٤) و"الدر المختار" ٩/٩ كتاب الإجارة. ٥٧٦/٩-٥٧٧ كتاب الحظر والإباحة. و"الفتاوى الهندية" ٤٤١/٤ كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة أما شرائط الصحة.

یوٹیوب کے ذریعے کمانا

سوال: میرا سوال پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر کام سے متعلق ہے. ازراہ کرم درج ذیل مسائل پر راہنمائی فرمائیں. شکریہ یوٹیوب پر کچھ مفید ویڈیوز شئیر کرنا اور اس پر پیسے کمانا کیسا ہے جب کہ آپ غیر شرعی اشتہارات بلاک کر چکے ہوں پرنٹنگ پریس کے کام کا کیا حکم ہے؟

واضح رہے کہ اس میں تصاویر اور ویڈیوز ہوتی ہیں اگر ان اشتہارات میں خواتین کی تصاویر سے اجتناب کیا جائے تو کیا اس کی کمائی جائز ہوگی؟ ویڈیوز اور تصاویر کے حکم میں فرق ہے یا دونوں کا ایک ہی حکم ازراہ کرم دونوں کا حکم بھی واضح کیجیے۔

جواب نمبر: 602923

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa:555-178/sn=7/1442

ভিডিও লাইক করে আয়ের বিধান

১৩. **প্রশ্ন :** বিভিন্ন কোম্পানি রয়েছে; সেখানে আপনি রেজিষ্ট্রেশন করলে তাদের বিভিন্ন প্যাকেজ পাবেন। যেমন; আপনি ১৫ হাজারের প্যাকেজ ইন্সটল করলে প্রতিদিন আপনি ১০ টি ইউটিউব ভিডিও লিংক পাবেন। সেগুলো ওপেন করে লাইক দিবেন। পূর্ণ ভিডিও দেখা আবশ্যক নয়; এবং ভিডিও অনৈতিকও নয়। বরং রান্না, ব্যায়াম ইত্যাদির ভিডিও। এভাবে আমরা প্রতিদিন ৬০০ টাকা আয় করতে পারব। আর ৬ মাস পর উক্ত ১৫ হাজার টাকাও ফেরত দিয়ে দিবে। প্রশ্ন হল; এটাকা আয় করা কি আমাদের জন্য বৈধ?

উত্তর : এ জাতীয় কোম্পানি থেকে টাকা আয় করা নাজায়েয। কেননা কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতিদিন লাইক করার জন্য যে লিংক দেয়া হয়; তার উপর ক্লিক করা বাবদ টাকা দেয়া হয়। এটা দেখতে ইজারা বা ভাড়া চুক্তির ন্যায়। কিন্তু সমস্যা হল; ইজারা তথা ভাড়া চুক্তিতে আজির তথা শ্রমিক থেকে কোন বিনিময় নেয়া হয় না। বরং শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময় দেয়া হয়। অথচ এ জাতীয় কোম্পানি আজির তথা শ্রমিককে এ্যাডভান্স দিতে হয়; তারপর সে লিংক পায়। টাকার প্যাকেজ যত হবে সে হিসেবে প্রতিদিন তার আয়ও বাড়বে। তারপরও লিংকের উপর ক্লিক করা তেমন কোন কাজই নয়; যার উপর ইজারা তথা ভাড়া বৈধ বলা যায়। আরেকটি সমস্যা হল; কোম্পানির প্রেরিত লিংকগুলো অনৈতিক না হলেও জীব-জন্তু অথবা নন-মাহরামের ছবি থাকে; যেগুলো দেখার পর লাইক দেয়া হয়। আর জীব-জন্তু এবং নন-মাহরামের ছবি

(الف) آپ نے لکھاہے کہ ''غیر شرعی اشتہارات بلاک کرچکے ہوں''، اب معلوم نہیں ''غیر شرعی'' کی تحدید کس طرح کی گئی ہے؟ (ب) تصویر خواہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی، دونوں شرعا ناجائز ہیں نیز ذی روح کی محض تصویر اور ذی روح کی تصویر پر مشتمل ویڈیو دونوں کا حکم یکساں ہے، بہرحال اگر ذی روح (خواہ مرد ہو یا عورت) کی تصویر سے خالی مباح امور پر مشتمل ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کریں نیز ویٹیوب والے آپ کے ویڈیوز پر ذی روح کی تصاویر سے خالی نیز جائز امور کے اشتہارات دیں تو اس پر ملنے والا معاوضہ آپ کے لئے پاکیزہ ہوگا ورنہ نہیں۔ (ج) پرنٹنگ پریس میں بھی جاندار کی تصاویر پر مشتمل کاغذات چھاپنا شرعا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو اس کی وضاحت کرکے دوبارہ سوال کرلیا جائے۔...واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

দেখা এবং তা লাইক করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। অতএব এই প্রক্রিয়াকে আয়ের উৎস বানানো যাবে না।[১৪]

ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট করে অর্থ উপার্জন

১৪. **প্রশ্ন :** ইন্টারনেটে ভিডিও দেখা এবং লাইক কমেন্ট করে তার স্ক্রীনশট নিয়ে ওয়েবসাইটে দিলে তারা প্রতিটি ভিডিও দেখা, লাইক, কমেন্ট করা অনুপাতে আমাদের টাকা দিয়ে থাকেন; যে যত কাজ করে দেখাবে; তাকে তত টাকা দিবে। এভাবে টাকা উপার্জন করা কি বৈধ?

---

[১৪]. রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৫, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৮, আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১১/২৩, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা ১/২৯০, নং- ১০৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০২১০১১০৭

والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل."

رد المحتار ٣٠٥/٤ كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدة الغير.

وراجع أيضا "البحر الرائق" ٤٨/٢ كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها. و"الفتاوى البزازية" ٢٣/١١ كتاب الإجارات، نوع: في المتفرقات، وفيه الإجارة على المعاصي. و"الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٩٠/١، رقم ١٠٨، الإجارة على المعاصي والطاعات.

ویڈیوز لائک کر کے پیسہ کمانے کا حکم

سوال-ایک کمپنی ہے، اگر آپ اس میں رجسٹر ہوتے ہیں تو ان کے مختلف پیکج ہیں، جیسے مثال کے طور پر 15ہزار والا پیکج لگواتے ہیں تو اس پر آپ کو ہر روز یوٹیوب کی 10ویڈیوز کے لنک آتے ہیں، ان کو کھول کر بس لائک کرنا ہے، مکمل ویڈیو دیکھنا ضروری نہیں اور ویڈیو بھی غیر اخلاقی نہیں بلکہ کھانا پکانے یا ورزش وغیرہ کی ہوں گی اس پر ہمیں ہر روز 600روپے ملیں گے، کیا رقم جائز ہے؟ 15ہزار بھی 6ماہ بعد واپس مل جائیں گے؟

جواب-صورتِ مسئولہ میں مذکورہ کمپنی سے رقم حاصل کرنا درج ذیل مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہے:

مذکورہ کمپنی کی جانب سے روزانہ لائک کرنے کے لیے جو ٹاسک ملتا ہے اور اس پر کلک کرنے پر بطور معاوضہ پیسہ دیا جاتا ہے یہ بظاہر اجارہ کا معاملہ ہے؛ لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ اجارہ میں اجیر سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا بلکہ اجیر کو اس کے عمل پر محنتانہ دیا جاتا ہے جبکہ مذکورہ کمپنی میں اجیر کو پہلے رقم پیش کرنی ہوتی ہے اور اس پر اس کو ٹاسک ملتا ہے جتنی رقم زیادہ ہوگی اسی حساب سے روزانہ کی کمائی بھی بڑھے گی، مزید یہ کہ ٹاسک پر کلک کرنا فی نفسہ کوئی مفید عمل نہیں جس پر اجارہ کو درست کہا جاسکے۔

اور دوسری خرابی یہ ہے کہ مذکورہ کمپنی کے بھیجے جانے والے لنک گو غیر اخلاقی نہ بھی ہوں پھر بھی جاندار کی یا نامحرم کی تصویر پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اس کو لائک کیا جاتا ہے۔ اور جان دار اشیاء اور غیر محرم کی تصاویر دیکھنا اور اس کو لائک کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے چہ جائیکہ اس عمل کو آمدن کا ذریعہ بنایا جائے۔

فتوی نمبر: 144502101107-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

উত্তর : ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে যে লিংকে ক্লিক করে তার বিনিময়ে টাকা দেয়া হয়। আর লাইক, কমেন্ট এমন কোন উপকারী জিনিস নয়; যা দ্বারা ভাড়া চুক্তি বৈধ বলা যায়। এরপর ভিডিওতে জীব-জন্তু অথবা নন-মাহরামের ছবি থাকে, তাকে দেখে লাইক করা হয়। আর জীব-জন্তু; নন-মাহরাম এর ছবিতে লাইক করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। অতএব এ কাজকে উপার্জনের মাধ্যম বানানো নাজায়েয হবে। এর উপার্জন হালাল হবে না।[১৫]

ইউটিউব থেকে আয় করার শর্তসমূহ

১৫. প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে ইউটিউব থেকে কী জাতীয় কাজ করে আয় করতে পারব?

উত্তর : ইউটিউবে যে টাকা আয় করা হয়; ব্যবহারকারীগণ আসলে তাদের বিষয়বস্তু ভিডিও আকারে ইউটিউবে দেয় এবং ইউটিউব ব্যবহারকারীরা এ বিষয়টিকে বেশি দেখলে বা পছন্দ করলে ইউটিউব

---

[১৫]. রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৫, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৮, আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১১/২৩, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা ১/২৯০, নং- ১০৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০২১০২১২৪

ولا تجوز الإجارة على الغناء والنوح، ولو عمل لا أجر له.

الفتاوى البزازية ٢٣/١١ كتاب الإجارات، نوع: في المتفرقات، وفيه الإجارة على المعاصي.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٣٠٥/٤ كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدة الغير. و"البحر الرائق" ٤٨/٢ كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها. و"الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٩٠/١، رقم ١٠٨، الإجارة على المعاصي والطاعات.

ویڈیوز لائک کرنا اور کمنٹ کر کے پیسہ کمانے کا حکم

سوال-انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھنے اور لائک اور کمنٹ کر کے ایک ویب سائٹ کو اس کا سکرین شوٹ بھیجنا کہ ہم نے یہ ویڈیو پر کام کر لیا ہے، اس کے عوض میں وہ ویب سائٹ ہر ویڈیو پر ہمیں پیسے دیتی ہے، جتنی ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کریں گے اتنے پیسے زیادہ ملیں گے تو ایسا کمانا جائز ہے؟

جواب-صورتِ مسئولہ میں مذکورہ طریقہ سے رقم حاصل کرنا درج ذیل مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہے:

صورت مسئولہ میں روزانہ لائک اور کمنٹ کرنے کے لیے جو ٹاسک ملتا ہے اور اس پر کلک کرنے پر بطور معاوضہ پیسہ دیا جاتا ہے اور لائک اور کمنٹ کرنا فی نفسہ کوئی مفید عمل نہیں جس پر اجارہ کو درست کہا جا سکے۔

اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ویڈیوز جاندار کی یا نا محرم کی تصویر پر مشتمل ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر اس کو لائک کیا جاتا ہے۔ اور جاندار اشیاء اور غیر محرم کی تصاویر دیکھنا اور اس کو لائک کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے چہ جائیکہ اس عمل کو آمدن کا ذریعہ بنایا جائے۔

فتوی نمبر: 144502102124-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن.

ব্যবহারকারীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়। আর এ টাকা প্রদানের জন্য “গুগল এডসেন্স” এর একাউন্ট ব্যবহার করে। এ কারণে নিজের ভিডিও দ্বারা টাকা আয় করার জন্য এসকল শর্তগুলি বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক।

১. ভিডিওতে কোন জীব-জন্তুর ছবি থাকতে পারবে না।

২. ভিডিওতে কোন অবৈধ ও নাজায়েয জিনিস প্রচার করতে পারবে না।

৩. ভিডিওতে কোন মিউজিক থাকতে পারবে না।

৪. টাকা গ্রহণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা সুদি চুক্তি করা যাবে না।

৫. চ্যানেলে কোন ভাবেই জীব-জন্তু বা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন চালানো যাবে না।

এ শর্তগুলো লক্ষ রেখে চ্যানেল চালিয়ে আয় করলে তা বৈধ হবে।

আমাদের জানা মতে বর্তমানে উপরোক্ত শর্ত ঠিক রেখে আয় করা প্রায় অসম্ভব। কেননা এ শর্তগুলো বিবেচনায় নেয়া হলেও ইউটিউব প্রাশাসন ইচ্ছামত চ্যানেলে বিজ্ঞাপন চালায়; যা বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল অনুসারেও পরিবর্তিত হয়; যার মধ্যে অনেকগুলি শরীয়ত বহির্ভূত বিষয়েও রয়েছে। একারণে ইউটিউবে চ্যানেল তৈরী করে তা থেকে আয় করা থেকে বিরত থাকুন।[১৬]

---

[১৬]. রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৫, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৮, আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া ১১/২৩, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা ১/২৯০, নং- ১০৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১০২০০৪৬৯

الإِجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَى وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ وَالْمَلاَهِي مُحَرَّمَةٌ وَعَقْدُهَا بَاطِلٌ لاَ يُسْتَحَقُّ بِهِ أُجْرَةٌ. وَلاَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَاتِبٍ لِيَكْتُبَ لَهُ غِنَاءً وَنَوْحًا ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمُحَرَّمٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلاَ عَلَى حَمْل الْخِنْزِيرِ.

الموسوعة الفقهية الكويتية ١/٢٩٠، رقم ١٠٨، الإجارة على المعاصي والطاعات.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٣٠٥/٤ كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدة الغير. و"البحر الرائق" ٤٨/٢ كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها. و"الفتاوى البزازية" ٢٣/١١ كتاب الإجارات، نوع: في المتفرقات، وفيه الإجارة على المعاصي.

یوٹیوب کی کمائی کی شرائط

سوال-میں یوٹیوب پر کس طرح کا کام کرکے پیسے کما سکتا ہوں جو شریعت نے اجازت دی ہو؟

ফ্রিল্যান্সিং কি হালাল?

১৬. প্রশ্ন : ইসলামে ফ্রিল্যান্সিং কি হালাল? আমি কি আমার পরিষেবা অনলাইনে বিক্রি করতে পারি?

উত্তর : ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং অথবা ওয়েবসাইট বানিয়ে বিক্রি করা এবং তা থেকে অর্থ উপার্জন করা বৈধ। তবে শর্ত হল, তাতে জীব-জন্তুর ছবি, গান ইত্যাদি অবৈধ জিনিস থাকতে পারবে না।[১৭]

جواب- یوٹیوب پر جو پیسہ کمایا جاتا ہے، اس میں در حقیقت صارف اپنا مواد ویڈیو کی شکل میں بنا کر یوٹیوب کو دیتا ہے اور یوٹیوب کے صارفین اس مواد کو زیادہ دیکھتے ہیں، یا پسند کرتے ہیں تو اس پر یوٹیوب صارف کو طے شدہ رقم ادا کرتا ہے۔ اس ادائیگی کے لیے وہ گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے۔ لہذا اپنی ویڈیوز کے ذریعے پیسے کمانے کے لیے ان شرائط کا لحاظ ضروری ہے:

1- ویڈیوز میں کسی جان دار کی تصویر نہ ہو۔

2- ویڈیو میں کسی غیر شرعی اور ناجائز امر کی ترویج نہ کی گئی ہو۔

3- ویڈیو میں موسیقی نہ ہو۔

4- پیسوں کی وصولی یا ادائیگی کرنے میں کوئی سودی معاملہ یا فاسد عقد نہ کرنا پڑتا ہو۔

5- جان دار کی تصاویر والے یا کسی طور پر بھی غیر شرعی اشتہارات اس چینل پر نہ چلتے ہوں۔

اگر ان شرائط کا لحاظ رکھ کر چینل چلایا جا سکتا ہے تو اس کی کمائی جائز ہو گی۔

ہماری معلومات کے مطابق یوٹیوب پر ایسا چینل چلانا موجودہ دور میں تقریباً نا ممکن ہے، کیوں کہ اپنے تئیں اگر ان شرائط کا لحاظ رکھ بھی لیا جائے تو یوٹیوب انتظامیہ کی طرف سے چینل پر اپنی مرضی سے اشتہارات چلائے جاتے ہیں، جو مختلف ممالک اور علاقوں کے اعتبار سے تبدیل بھی ہوتے ہیں، جن میں بہت سے غیر شرعی امور پر مشتمل اشتہارات ہوتے ہیں، لہٰذا یوٹیوب پر چینل بنا کر اس کے ذریعے کمانے سے اجتناب کیا جائے۔ فقط واللہ أعلم.

فتوی نمبر: 144110200469- دار الافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن.

[১৭]. আদ্দুররুল মুখতার ৭/২৩৪, ৯/৬৪৫, রদ্দুল মুহতার ৭/৮, আলমু'জামুল ওয়াসিত ২২৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪২১০২০১১০৮

وَالْمَالُ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيَجْرِي فِيهِ الْبَذْلُ وَالْمَنْعُ.

قُلْت : وَقَدَّمْنَا ثَمَّةَ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَتَنْزِيهًا.

الدر المختار ٢٣٤/٧ كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال، ٦٤٥/٩ كتاب الحظر والإباحة، باب في البيع.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٨/٧ كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم. و"المعجم الوسيط": ٩٢٨.

فری لانسنگ کا حکم

سوال- کیا اسلام میں فری لانسنگ حلال ہے؟ اپنی سروس آن لائن فروخت کر سکتا ہوں؟

ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিধান

১৭. **প্রশ্ন :** বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটে অন্যান্য দেশ থেকে কাজ পাওয়ার জন্য কিছু ওয়েবসাইট ইত্যাদি রয়েছে; যেগুলোর মাধ্যমে কাজ পাওয়া যায়। যেমন, একজন ব্যক্তি গ্রাফিক্স ডিজাইনার; সে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজে নিজেকে রেজিস্ট্রি করে; নিজের প্রোফাইল তৈরি করবেন। তারপর যখন কেউ কোন গ্রাফিক্স ডিজাইনার খুঁজবে; তখন সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পোস্ট করবেন; যার উপর গ্রাফিক্স ডিজাইনার বিড করবেন; যে পক্ষের বিড গ্রহণযোগ্য হবে; সে কাজ পাবেন। কাজ পাওয়ার পর সে ওয়েবসাইটটি গ্রাফিক্স ডিজাইনার থেকে কিছু শতাংশ পাবেন।

১. এধরণে কাজ করা কি বৈধ?
২. ওয়েবসাইটটি কর্মীদের থেকে যে শতাংশ পাচ্ছে; তা কি বৈধ?
৩. এধরণের ওয়েবসাইটটি অমুসলিম দেশেরও আছে; এসব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজের জন্য কাজ করা বৈধ?
৪. একটি বিখ্যাত ওয়েবসাইট আছে; যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক ছেলে মেয়ে কাজ পাচ্ছে; সেটা ইসরাইলের ওয়েবসাইট। এমন ওয়েবসাইটে কাজ করা যাবে কি?

উত্তর :

১. উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং করে অর্থ উপার্জন করা শরীয়ত কর্তৃক বৈধ। তবে শর্ত হল, এতে জীব-জন্তুর ছবি, গান, অন্যান্য অবৈধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।
২. ওয়েবসাইটগুলি নিজেদের প্ল্যাটফর্মে ফ্রিল্যান্সারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করলে; এবং ফ্রিল্যান্সার কাজ পেয়ে তার থেকে কমিশন হিসেবে শতাংশ গ্রহণ করলে তার অনুমতি রয়েছে।
৩. অমুসলিম দেশগুলির ওয়েবসাইটে বৈধভাবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে কোন সমস্যা নেই।

جواب-فری لانسنگ کے ذریعہ گرافک ڈیزائننگ یا ویب سائٹس بنا کر بیچنا اور اس سے رقم کمانا شرعاً جائز ہے، بشرطیکہ اس میں جاندار کی تصاویر اور موسیقی وغیرہ ناجائز امور شامل نہ ہوں۔فقط واللہ اعلم-

فتوی نمبر: 144210201108-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن-

৪. ইসরাইলী কোম্পানির মাধ্যমে কাজ করা অধিক প্রয়োজনহীন নাজায়েয।[১৮]

---

[১৮]. আদ্দুররুল মুখতার ৬/২১৩, বাদায়েউস সানায়ে ৬/৬৫, আলমুহিতুল বুরহানী ১১/৩৪৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৪০৩১০১০৭১

وفي «العيون» : لو استأجر رجلًا ينحت له أصنامًا أو يزخرف له بيتًا بتماثيل و الأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحةً أو مغنيةً فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية".

المحيط البرهاني ٣٤٦/١١ كتاب الإجارة، الفصل الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارات وما لا يجوز.

وراجع أيضا "الدر المختار" ٢١٣/٦ كتاب الجهاد مطلب في بيان نسخ المثلة. و"بدائع الصنائع" ٦٥/٦ كتاب السير فصل في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب وما لا يكره.

فری لانسنگ کا حکم

سوال-آج کل دوسرے ممالک سے کام حاصل کرنے کے لیے کچھ ویب سائٹس وغیرہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جس کے ذریعے سے کام حاصل کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ گرافک ڈیزائنر ہے وہ ان ویب سائٹس پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا کر، اپنی پروفائل بنائے گا، پھر جب کسی کو گرافک ڈیزائنر کی تلاش ہوگی تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پوسٹ شیئر کرے گا، جس پر گرافک ڈیزائنر بولی لگائیں گے، جس کی بولی پارٹی کو سمجھ آتی ہے کام اس کو مل جاتا ہے، کام ملنے کے بعد وہ ویب سائٹ گرافک ڈیزائنر سے کچھ فی صد حاصل کرتا ہے۔

سوال(1): کیا اس طرح کا کام حاصل کرنا جائز ہے؟

سوال(2): ویب سائٹ کام کرنے والے سے جو فی صد حاصل کر رہی ہے وہ جائز ہے؟

سوال (3): اس طرح کی ویب سائٹس غیر مسلم ممالک کی بھی ہیں، کیا ان ویب سائٹ کے ذریعے اپنے لیے کام حاصل کرنا درست ہے؟

سوال(4) : ایک بہت ہی مشہور ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے پاکستان سے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں کام حاصل کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کی ویب سائٹ ہے، کیا اس طرح کی ویب سائٹ سے کام حاصل کیا جا سکتا ہے؟

1. www.fiverr.com (Israil)
2. www.freelancer.com (America)

جواب- ۱- واضح رہے کہ فری لانسنگ کے ذریعہ گرافک ڈیزائننگ کر کے مذکورہ طریقے پر پیسے کمانا شرعاً جائز ہے، بشرطیکہ اس میں جان دار کی تصاویر، موسیقی اور دیگر ناجائز امور شامل نہ ہوں۔

۲- اگر مذکورہ ویب سائٹس اپنا پلیٹ فارم مہیا کر کے فری لانسرز کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہیں اور فری لانسر کو کام ملنے پر اس سے فیصد کے اعتبار سے بروکری وصول کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔

۳- غیر مسلم ممالک کی ویب سائٹس پر جائز طریقے پر فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۴- مذکورہ اسرائیلی کمپنی کے ذریعہ کام کرنا بلاضرورتِ شدیدہ ناجائز ہے۔

جواہر الفقہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس سے متعلق مختلف دلائل ذکر کرنے کے بعد خلاصہ حکم یہ لکھا ہے کہ:

ফ্রিল্যান্স ওয়েবসাইটের উপার্জন

১৮. প্রশ্ন : ফাইভার এবং তার মতো অন্যান্য উপার্জনকারী ওয়েবসাইট থেকে উপার্জনের বিধান কি?

উত্তর : ফ্রিল্যান্স ওয়েবসাইটে বৈধ কাজ (হালাল ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের জীব-জন্তুর ছবিহীন লোগো ইত্যাদি বানানো) করে অর্থ উপার্জন বৈধ। আর অবৈধ কাজ করে অর্থ উপার্জনও অবৈধ।[১৯]

ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন

১৯. প্রশ্ন : ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে টাকা আয় করা কেমন? কারো জন্য লোগো ডিজাইন করা অথবা বিজনেস কার্ড তৈরি করা অথবা ওয়েবসাইট তৈরি করা।

উত্তর : ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং বা ওয়েবসাইট তৈরি করে বিক্রি করা এবং অর্থ উপার্জন করা শরীয়ত কর্তৃক বৈধ। শর্ত হল, জীব-জন্তুর ছবি, গান ইত্যাদির মতো অবৈধ জিনিস অন্তর্ভুক্ত হবে না।[২০]

روایات حدیث وفقہ کے دیکھنے اور حالات موجودہ پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوا کہ اس وقت باوجود اباحت فی نفسہا کے مسلمانوں کے لیے اپنی دکانیں چھوڑ کر غیر مسلموں سے سامان خرید نا ہر گز جائز نہیں، باقی ضرورت شدیدہ مستثنیٰ ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

(غیر مسلموں کے ساتھ معاملات، ج: ۵، ص: ۳۶۲، ط: مکتبہ دار العلوم کراچی طبع جدید)

فتوی نمبر: 144403101071-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[১৯]. আদ্দুররুল মুখতার ৭/২৩৪, ৯/৬৪৫, রদ্দুল মুহতার ৭/৮, আলমু'জামুল ওয়াসিত ৯২৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৮২০০৭৬৬

(المال) كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان.

المعجم الوسيط: ٩٢٨.

وراجع أيضا "الدر المختار" ٢٣٤/٧ كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال، ٦٤٥/٩ كتاب الحظر والإباحة، باب في البيع. و"رد المحتار" ٨/٧ كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم.

فری لانس (freelance) ویب سائٹ کی کمائی

سوال- Fiverr اور اس جیسے دوسرے ارننگ ویب سائیٹس سے کمائی کے حکم کے بارے میں راہ نمائی فرمائیں!

جواب- فری لانس (freelance) کی ویب سائٹ پر جائز کام (مثلاً حلال کاروبار کرنے والی کمپنی کا جان دار کی تصویر سے خالی لوگو بنانا وغیرہ) کر کے پیسے کمانا جائز ہے، اگر ناجائز کام کیا جائے تو آمدن بھی ناجائز ہو گی۔

فتوی نمبر: 144108200766-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[২০]. আদ্দুররুল মুখতার ৭/২৩৪, ৯/৬৪৫, রদ্দুল মুহতার ৭/৮, আলমু'জামুল ওয়াসিত ৯২৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৬২০০২০৫

ফ্রিল্যান্সিংয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করা কেমন?

২০. **প্রশ্ন :** গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করা কি বৈধ?

উত্তর : গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে প্রাণবিশিষ্ট কোন ছবি বানানো না হলে; এবং ভিডিও ইত্যাদি শেখাতে ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক এবং প্রাণবিশিষ্ট ছবি ব্যবহার না করা হলে গ্রাফিক্স ডিজাইনের পেশা গ্রহণ করা, শেখা, শেখানো এবং এ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হলে অন্যকে শেখাতে পারেন। তবে এ কাজে প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের ছবি বানাতে হলে এবং ভিডিও ইত্যাদিতে ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক বা প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের ছবি ব্যবহার করা হলে গ্রাফিক্স ডিজাইনের পেশা গ্রহণ করা জায়েয নয়। এবং তা থেকে উপার্জিত সম্পদও হালাল নয়।[২১]

وراجع "الدر المختار" ٢٣٤/٧ كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال، ٦٤٥/٩ كتاب الحظر والإباحة، باب في البيع. و"رد المحتار" ٨/٧ كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم. و"المعجم الوسيط": ٩٢٨.

فری لانسنگ کے ذریعہ رقم کمانا

سوال-فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کمانا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کے لیے کوئی لوگو ڈیزائن کرنا یا بزنس کارڈ بنانا یا ویب سائٹس بنانا-

جواب- فری لانسنگ کے ذریعہ گرافک ڈیزائننگ یا ویب سائٹس بنا کر بیچنا اور اس سے رقم کمانا شرعاً جائز ہے، بشرطیکہ اس میں جاندار کی تصاویر اور موسیقی وغیرہ ناجائز امور شامل نہ ہوں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144106200205-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[২১]. বুখারী ২/৮৮০, হা. ৫৭১৭, সহীহ মুসলিম ২/২০১, হা. ১৯৯৯, ৫৬৬২ আলবিনায়া ৯/৯৮, তাবয়ীনুয়্যুল হাকায়েক ৬/১১৮-১১৯, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৪০৭১০০৭৭২

(ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي) لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر من غير أن يستحق هو على الأجير شيئا إذ المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر، ولو استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافا إلى الشارع من حيث إنه شرع عقدا موجبا للمعصية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولأن الأجير والمستأجر مشتركان في منفعة ذلك في الدنيا فتكون الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة، وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه".

تبينن الحقائق ١١٨/٦-١١٩ كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة.

وراجع أيضا "صحيح البخاري" ٨٨٠/٢ رقم ٥٧١٧ كتاب اللباس، باب المصورين يوم القيامة. و"صحيح مسلم" ٢٠١/٢ رقم ١٩٩٩كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. وصحيح مسلم ٢٠١/٢ رقم ٥٦٦٢ كتاب اللباس والزينة، باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. و"البناية" ٩٨/٩ (كتاب الاجارات، باب الاجارة الفاسدة.

ফ্রিল্যান্সিংয়ে অমুসলিমের কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ

২১. **প্রশ্ন :** অমুসলিম রাষ্ট্রের ওয়েবসাইটে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মানুষ কাজ করে। যেমন ওয়েব এন্ট্রি, ওয়েব ডিজাইন, ডাটা এন্ট্রি, ইত্যাদি। তারা আমাদেরকে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু আমরা জানিনা, তারা আমাদের কাজের মূল্য যা পরিশোধ করছে; তা কি জায়েয? কেননা তাদের অধিকাংশ মানুষ অমুসলিম।

উত্তর : ফ্রিল্যান্সার (আজীরে মুশতারিক) এর ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইটের ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বৈধ কাজ নেয়া এবং তার জন্য নির্দিষ্ট ফি নেওয়া জায়েয। আর ক্লায়েন্ট (গ্রাহক) অমুসলিম হলে অগ্রাধিক প্রাধান্য মতানুযায়ী কাফেররা শরীয়তের আইনে বাধ্য না হওয়ায়, তাদের নিকট চুরি, আত্মসাৎ, প্রতারণা ব্যতিত সুদ ইত্যাদির যে অর্থ আছে তা হারাম নয়। অতএব মুসলিমদের জন্য কোন অমুসলিম থেকে বৈধ কাজের পারিশ্রমিক বা হাদিয়া হিসেবে নেয়া টাকা অবৈধ নয়। আর ক্লায়েন্ট মুসলিম হলে; বর্তমান সময়ে গ্রহণযোগ্য ফাতওয়া অনুসারে তার টাকা যাচাইয়ের তেমন প্রয়োজন নেই। বরং তা পারিশ্রমিক হিসেবে যে টাকা দিবে; তা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।[২২]

گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا کیسا ہے؟

سوال-کیا گرافک ڈیزائنر کا کام کرنا جائز ہے؟

جواب- صورتِ مسئولہ میں گرافک ڈیزائننگ کے کام میں اگر جان دار کی تصویر نہ بنائی جائے، اور ویڈیو وغیرہ کے ذریعے سکھانے میں بیک گراؤنڈ میوزک اور جاندار کی تصویر کا استعمال نہ کیا جائے تو گرافک ڈیزائننگ کا پیشہ اختیار کرنا، سیکھنا اور سکھانا اور اس پر ان لوگوں سے طے شدہ اجرت لینا جائز ہے۔ اس لیے اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں اور یہ ہنر دوسروں کو سکھاتے ہیں تو اس میں ان دو چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کے لیے یہ ہنر سکھانا اور طے شدہ اجرت لینا جائز ہو گا۔ اور اگر گرافک ڈیزائننگ کے کام میں اگر جان دار کی تصویر بنانی پڑے اور ویڈیو وغیرہ کے ذریعے سکھانے کی صورت میں بیک گراؤنڈ میوزک یا جاندار کی تصویر کا استعمال کیا جائے تو گرافک ڈیزائننگ کا پیشہ اختیار کرنا جائز نہ ہو گا اور نہ ہی اس کی آمدنی حلال ہو گی۔

فتوی نمبر: 144407100772-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[২২]. সুরা হুজরাত, আয়াত ১২, দারুল ইফতা, দেওবন্দ, ফাতওয়া: ৬১-৪৯/এন=২/১৪৪২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

سورة الحجرات، الآية ١٢

سوال نمبر: 600214

عنوان: فری لانسنگ ویب سائٹ پر غیر مسلموں کا کام کر کے اُن سے اجرت لینے کا حکم

ফাইভারে ফ্রিল্যান্সিং

২২. **প্রশ্ন :** ফাইভার দ্বারা অর্থ উপার্জন হালাল না কি হারাম?

উত্তর : ফাইভার প্লাটফর্মে ফ্রিল্যান্সিং এ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না করলে; যেমন জীব-জন্তুর ছবি তৈরি করা, গান অথবা শরীয়তে নাজায়েয কোন কাজ, অথবা মিথ্যা বা ধোঁকা দিয়ে কোন কাজ না করলে; ফাইভার ফ্রিল্যান্সিং করাতে শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। আর সে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজে হারাম বিষয় থাকলে; যেমনভাবে সাধারণ মার্কেটে, বাজারে এমন কাজ করা নাজায়েয। এমনিভাবে ফাইভারেও কাজ করা নাজায়েয।

কিন্তু কিছু সূত্রে জানা গেছে যে, এ ওয়েবসাইট থেকে উপার্জিত বিশ শতাংশ অর্থ ইসরায়েলি কোম্পানির কাছে পৌঁছে যায়। অতএব এ ওয়েবসাইটে কাজ করা ইসরাইলকে উপকার করা। এজন্য এ ওয়েবসাইটে কাজ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।[২৩]

سوال: میں نے مفتی صاحب سے یہ پتا کرنا تھا کہ ایک ویب سائٹ { website } ہے جس کا نام فری لانسر { freelancer } ہے جو کہ اسٹرالیا کی ہے، اس ویب سائٹ میں دنیا بھر سے لوگ کام کر رہے ہیں جیسا کہ ویب انٹری، ویب ڈایٔزائنگ { data entry, web designing } وغیرہ۔ وہ ہم سے قیمت مقرر کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انکا روزگار جس میں سے وہ ھمیں ہمارے کام کی قیمت دے رہے ہیں جائز ہے یہ نہیں، کیونکہ ان میں بہت سے لوگ غیر مسلم ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔

جواب نمبر: 600214

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa:61-49/N=2/1442

فری لانسر (اجیر مشترک) کا کسی فری لانسنگ ویب سائٹ پر کلائنٹ (گاہک) سے کوئی جائز کام لینا اور اس پر باقاعدہ طے کر کے متعینہ محنتانہ لینا جائز ہے۔ اور کلائنٹ (کام کرانے والا گاہک) اگر غیر مسلم ہو تو چوں کہ راجح قول کے مطابق کفار فروعات کے مکلف نہیں ہوتے؛ اس لیے اُس کے پاس چوری، غصب اور دھوکہ دھڑی کے علاوہ سود وغیرہ کا جو کچھ پیسہ ہوتا ہے، وہ حرام نہیں؛ لہٰذا کسی مسلمان کا کسی جائز کام کی اجرت میں یا ہدیہ میں غیر مسلم سے وہ پیسہ لینا بھی ناجائز نہ ہوگا -

اور اگر کلائنٹ مسلمان ہو تو دور حاضر میں اس صورت میں بھی معاملات کے باب میں مفتی بہ قول کے مطابق اُس کے پیسوں کے متعلق تحقیق اور کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے وہ اجرت میں جو پیسہ دے، رکھ لینے کی گنجائش ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دار الافتاء، دار العلوم دیوبند

[২৩]. সুরা লুকমান, আয়াত ৬, সহীহ বুখারী ২/৮৩৭, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৭৭, মাজমাউল আনহুর ৪/২২২, আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া ১৫/১৩০, ১৩১, মা. ২২৪৩২, ২২৪৩২, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১০২০১৩৬৩

ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবে পারিশ্রমিক নিয়ে থিসিস লেখা

২৩. **প্রশ্ন :** ফ্রিল্যান্সিং হল ইন্টারনেটের একটি ওয়েব। তেমনিভাবে এটি একটি বড় বৈশ্বিক শিল্প; যেখানে লোকেরা তাদের কাজ অন্য কারো দ্বারা করিয়ে নেয়; এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের অর্থ প্রদান করে। কখনও কখনও এতে এমন কাজ পাওয়া যায়; যেমন একজন পাইলট হিসেবে তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি থিসিস প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন তার কাছে তথ্য নেই; বা তার কাছে সময় নেই; তাই সে তার কাজ এই ওয়েবসাইটে রাখলে; লোকেরা তার সাথে যোগাযোগ করে, কাজের পারিশ্রমিক এবং সময় নির্ধারণ করা হয়। সে সময়ের ভিতর কাজ করে এটি তাকে ফেরত দিতে হয়। এখন এই পাইলটের কাজ শেষ হয়েছে; কিন্তু সে রিসার্চটা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.

سورة اللقمان الآية: ٦

لو استأجر رجلا لينحت له أصناما أو يزخرف له بيتا وبتماثيل والإصباغ من رب البيت فلا أجر له لأن فعلها معصية.

أما المعصية نحو أن يستأجر نائحة أو معنية أو لتعليم الغناء أو استأجر بريطا أو نحوه أو استأجر الذمي رجلا ليخصي عبدا لا يجوز.

الفتاوى التاتارخانية ١٣٠/١٥، ١٣١ رقم ٢٢٤٣٢، ٢٢٤٣٦ كتاب الإجارة، الفصل الاستيجار على المعاصي.

وراجع أيضا "صحيح البخاري" ٨٣٧/٢ رقم ٥٢٦٨ كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. و"رد المحتار" ٥٧٧/٩ كتاب الحظر والإباحة. و"مجمع الأنهر" ٢٢٢/٤ كتاب الكراهية، فصل: في المتفرقات.

فائیور پر فری لانسنگ کرنا

سوال-فائیور کے ذریعے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام؟ فری لانسر کے بارے میں بھی بتائیں۔

جواب-فائیور کے پلیٹ فارم پر فری لانسنگ میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جیسے جان دار کی تصویر سازی، موسیقی یا اس جیسے دوسرے وہ کام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اور نہ ہی جھوٹ اور دھوکا دے کر کوئی کام حاصل کیا جائے تو فائیور پر فری لانسنگ کرنے میں شرعاً قباحت نہیں ہے۔

اور اگر وہ فری لانسنگ کا کام حرام امور پر مشتمل ہو تو جیسے عام مارکیٹ اور بازار میں ایسے کام کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی فائیور پر بھی اس طرح کے کام جائز نہیں ہوں گے۔

لیکن بعض ذرائع کے مطابق مذکورہ ویب سائٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 20 فیصد اسرائیلی کمپنی کو جاتا ہے، گویا اس ویب سائٹ پر کام کرنا اسرائیل کو فائدہ پہنچانا ہے، اس لیے اس ویب سائٹ پر کام کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔

فتویٰ نمبر: 144110201363-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

নিজে করেনি; অন্য কারো দ্বারা করিয়ে ইউনিভার্সিটিতে জমা দিয়েছে। অথচ তার এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান নেই। আবার কখনও এর দ্বারা ক্ষতি হয়। কেননা বিমানের পাইলটের উপর কত জীবন নির্ভর করে। তেমনিভাবে ডাক্তাররাও করেন। প্রশ্ন হল যে, এই ব্যক্তি ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে এ ধরণের কাজ পেয়ে তা পূরণ করে অর্থ উপার্জন করেন; তার সেই উপার্জন বৈধ হিসেবে গণ্য হবে কি?

উত্তর : পারিশ্রমিক নিয়ে থিসিস লেখা অথবা পারিশ্রমিক দিয়ে থিসিস লেখানো; যার ভিত্তিতে থিসিস লেখা ব্যক্তি তার অযোগ্যতা সত্ত্বেও ডিগ্রি অর্জন করতে পারে; এবং এ ডিগ্রির ভিত্তিতে সে ডিগ্রিধারীদের যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে; তা নিম্নলিখিত কারণে অবৈধ:

১. সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনত নিষিদ্ধ। আর জনস্বার্থে সরকারের এ ধরণের বৈধ বিধিনিষেধ হেফাযত করা শরীয়া আইনেও আবশ্যক।
২. অন্য কারো কাছ থেকে থিসিস লিখে ডিগ্রি অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারার কারণে মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
৩. এর মধ্যে মিথ্যাচার ও প্রতারণা বিদ্যমান; যা অবৈধ ও হারাম।
৪. অধিকারীদের অধিকার নষ্ট করা হয়।
৫. এমন ব্যক্তিকে থিসিস লিখে দেয়া ঐ সমস্ত গুণাহের কাজে সহযোগিতা এবং অবৈধ কাজে সহযোগিতা করা। আর তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়েয।

তবে আংশিক সহযোগিতা করা, রেফারেন্স প্রদান করা, অথবা কম্পোজ ও ভিজিটিংয়ে সহায়তা করা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।[২৪]

---

[২৪]. সুরা হজ, আয়াত: ৩০, সুরা মায়েদা, আয়াত: ২, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৮, সহীহ মুসলিম ১/৭০ হা. ২৯৪, বাদায়েউস সানায়ে ৬/১২৭, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১১২০০৮২৪

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

سورة الحج، الآية: ٣٠.

وَيَجِبُ على كل من دَعَاهُ الْإِمَامُ إِلَى قِتَالِهِمْ أَنْ يُجِيبَهُ إِلَى ذلك وَلَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ إذَا كان عِنْدَهُ غنا وَقُدْرَةٌ لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا ليس بِمَعْصِيَةٍ فَرْضٌ فَكَيْفَ فِيمَا هو طَاعَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ.

بدائع الصنائع ١٢٧/٦ كتاب السير، فصل وأما بيان أحكام البغاة.

ফ্রিল্যান্সিংয়ে মহিলার ভয়েস ওভারে কাজ

২৪. প্রশ্ন : মহিলার জন্য ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে ভয়েস ওভারে কাজ করা কি জায়েয?

উত্তর : মহিলার জন্য পরপুরুষের সামনে এমন আওয়াযে কথা বলা নাজায়েয; যার দ্বারা পুরুষের হৃদয় মহিলার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর

وراجع أيضا "سورة المائدة"، الآية: ٢. و"سورة البقرة"، الآية: ١٨٨. و"صحيح مسلم" ٧٠/١ رقم ٢٩٤ كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا.

فری لانسنگ ویب پر کسی کو اجرت پر مقالہ لکھ کر دینا

سوال-فری لانسنگ انٹرنیٹ کی ایک ویب ہے، ویسے یہ ایک بڑی دنیا کی انڈسٹری ہے، اس میں لوگ اپنا کام کسی اور سے کروا کر اسے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پیسے دیتے ہیں، بعض اوقات اس میں ایسا کام بھی کسی کو ملتا ہے کہ جیسے ایک پائلیٹ کو اپنی یونیورسٹی سے ایک مقالہ تیار کرنے کا کام ملا ہے، اب اس کے پاس اس کی معلومات نہیں یا اس کے پاس ٹائم نہیں تو وہ اس ویب سائٹ پر اپنا کام ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں، کام کی اجرت اور وقت طے ہوا، اس مدت میں کر کے واپس کرنا ہے، اب اس پائلیٹ کا کام تو پورا ہو گیا، پر اس کو جو تحقیقات خود کرنی تھیں، اس نے نہیں کیں، کسی اور سے کروا کر یونیورسٹی میں جمع کروادیں، اس کو خود اس بارے میں معلومات پوری نہیں ہوتیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہوں؛ کیوں کہ جہاز کے پائلیٹ کے ساتھ کتنے افراد کی جانیں وابستہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ یہ شخص جو فری لانسنگ کے ذریعے اس طرح کا کام حاصل کر کے اس کو پورا کر کے دیتا ہے اور پیسے کماتا ہے تو کیا وہ آمدنی جائز ہو گی؟ یا نہیں؟

جواب-صورتِ مسئولہ میں اجرت لے کر مقالہ لکھنا یا اجرت دے کر مقالہ لکھوانا کہ جس کی بنیاد پر مقالہ لکھوانے والا نااہلی کے باوجود ڈگری حاصل کرے اور اس ڈگری کی بنیاد پر ان سہولیات کو حاصل کرے جو اصل ڈگری والوں کا حق ہے، مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے:

1۔ حکومت اور تعلیمی اداروں کی طرف سے قانوناً اس کی پابندی ہے، اور حکومت کی ایسی جائز پابندیاں جو مفادِ عامہ کی مصلحت میں ہوں ان کی پاس داری شرعاً بھی لازم ہوتی ہے۔

2۔ کسی اور سے مقالہ لکھا کر نااھل شخص کے ڈگری حاصل کر کے متعلقہ ذمہ داری کو صحیح طرح انجام نہ دے سکنے کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

3۔ اس میں دھوکا دہی اور جھوٹ پایا جاتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔

4۔ حق داروں کی حق تلفی ہے۔

5۔ ایسے شخص کو مقالہ لکھ کر دینا ان سب گناہ کے کاموں میں تعاون ہے، اور ناجائز کاموں پر تعاون کرنا اور اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔

البتہ جزوی معاونت، حوالہ جات کی فراہمی یا کمپوزنگ وسیٹنگ میں تعاون اس میں داخل نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144111200824-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

বর্তমান সময়ে মহিলার কণ্ঠকে মার্কেটিংয়ে হিসেবে যেভাবে ব্যবহার করা হয়; এটাতেও স্বাভাবিকভাবে পুরুষের অন্তর ঝুঁকে পড়ে। এ কারণে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটসহ কোথাও মহিলাদের জন্য এ ধরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়।[২৫]

গুগলে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফি গ্রহণের বিধান

২৫. **প্রশ্ন** : আদনান গুগলে কিভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে হয়; তা শিখেছে; সাফওয়ান গুগলে তার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে চেয়ে আদনানকে প্রস্তাব করলে; আদনান বলল; এটার জন্য আমাকে ফি প্রদান করতে হবে। এভাবে সাফওয়ান থেকে আদনানের গুগল বিজ্ঞাপনের জন্য ফি গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

---

[২৫]. সুরা আহযাব, আয়াত: ৩২, সুরা হজ, আয়াত ৩০, সুরা মায়েদা, আয়াত: ২, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৮, সহীহ মুসলিম ১/৭০ হা. ২৯৪, রদ্দুল মুহতার ২/৯৭, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৯৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৮২০১৮৭০

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.

سورة الأحزاب الآية: ٣٢

"ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة".

رد المحتار ٩٧/٢ كتاب الصلاة، مطلب: في ستر العورة.

وراجع أيضا "سورة الحج" الآية: ٣٠ و"سورة المائدة" الآية ٢. و"سورة البقرة" الآية: ١٨٨. و"صحيح مسلم" ٧٠/١ رقم ٢٩٤ كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا. و"کتاب الفتاوی" ٦/٩٨-٩٩ کتاب الحظر والاباحة، پردے کے احکام، عورت کی آواز.

فری لانسنگ میں عورت کا وائس اوور پر کام کرنا

سوال- کیا فری لانسنگ مارکیٹ پلیس پے عورت کا وائس اوور کا کام کرنا جائز ہے؟

جواب- عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے ایسی آواز نکالنا جس سے مرد کا قلبی میلان عورت کی طرف ہو، ناجائز ہے اور آج کل عورت کی آواز کو مارکیٹنگ کے طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی عام طور پر یہی پہلو غالب ہوتا ہے؛ لہذا اس طرح کا کوئی کام کرنا عورت کے لیے فری لانسینگ مارکیٹ سمیت کہیں بھی جائز نہیں ہے۔

فتوی نمبر: 144108201870-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

উত্তর : গুগলের পক্ষ থেকে দেয়া বিজ্ঞাপনে জীব-জন্তুর ছবি, গান সহ অনেক সমস্যা রয়েছে। ওয়েবসাইট তৈরীর সময় গুগল প্রশাসনকে বিজ্ঞাপন চালানোর অনুমতি দেয়া হলে; তারা বিভিন্ন ডিভাইসের অবস্থান বা দেশের অনুসন্ধান নির্ভর করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেয়। তারা একই ভিডিওতে বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনে এক রকম; আর পশ্চিমা দেশে ভিন্ন রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। বাংলাদেশেও এক ব্যক্তির ডিভাইসে একটি পৃথক বিজ্ঞাপন চলে, তবে অন্য ব্যক্তির ডিভাইসে অন্য ধরণের বিজ্ঞাপন চলতে পারে; যাতে অধিকাংশই হারাম ও অবৈধ জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকে। এসব সমস্যার পরিপেক্ষিতে ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে অর্থ উপার্জন করা এবং ফি নেওয়া শরয়ী আইনে অবৈধ।[২৬]

---

[২৬]. আদ্দুররুল মুখতার ৯/৯২, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৭৬-৫৭৭, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ৪/৪৪১, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৪০৫১০১৬৪২

"(لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي)."

"قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: و في البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب و نحوه حرام ؛لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية، و الجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر؛ أي بالنعمة."

الدر المختار ٩٢/٩ كتاب الإجارة، مطلب في الاستيجار على المعاصي، ٥٧٦/٩-٥٧٧ كتاب الحظر والإباحة.

وراجع أيضا "الفتاوى الهندية" ٤٤١/٤ كتاب الإجارة، الباب الأول: في تفسير الإجارة، وركنها، وألفاظها، وشرائطها، وبيان أنواعها، وحكمها، وكيفية انعقادها، وصفتها.

گوگل پر اشتہار کی فیس کا حکم

سوال- زید نے گوگل ایڈ سیکھا ہوا ہے، یعنی وہ گوگل پر پیسے ادا کر کے اپنے پروڈکٹ کی تشہیر کرنا جانتا ہے، لیکن بکر یہ نہیں جانتا، اب بکر کو اپنے پروڈکٹ کی گوگل پر تشہیر کرانی ہے، تو زید اسے آفر کرتا ہے، کہ میں تمہارا یہ کام بخوبی کر سکتا ہوں لیکن میں فیس وصول کروں گا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ گوگل پر اشتہارات چلانے کے عوض زید کا فیس وصول کرنا جائز ہے یا نہیں۔

جواب- گوگل کی طرف سے لگائے جانے والے اشتہارات میں جاندار کی تصاویر، میوزک سمیت بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، نیز ویب سائٹ بناتے وقت گوگل انتظامیہ کو جب ایڈ چلانے کی اجازت دی جائے تو اس کے بعد وہ مختلف ڈیوائسز کی سرچنگ بیس یا لوکیشن یا ملکوں کے حساب سے مختلف ایڈ چلاتے ہیں، مثلاً اگر پاکستان میں اسی ویڈیو پر وہ کوئی اشتہار چلاتے ہیں، مغربی ممالک میں اس پر وہ کسی اور قسم کا اشتہار چلاتے ہیں، اور پاکستان میں ہی ایک شخص کی ڈیوائس پر الگ اشتہار چلتا ہے تو دوسرے شخص کی ڈیوائس پر دوسری نوعیت کا اشتہار چل سکتا ہے، جس میں اکثر حرام اور ناجائز چیزوں کی تشہیر پر مشتمل اشتہارات ہوتے ہیں، ان مفاسد کے پیشِ نظر ویب سائٹ پر اشتہار نشر کر کے پیسے کمانا اور فیس لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔

فتویٰ نمبر: 144405101642 -دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

ওয়াটসআপের মাধ্যমে অনলাইনে মহিলাদের কুরআন শিক্ষা

২৬. **প্রশ্ন :** কুরআনের আয়াত মোবাইলের মাধ্যমে সেন্ড করে শেখা; এবং অনলাইনে মাধ্যমে ওয়াটসআপে মহিলাদের কুরআনের তাফসীর শেখা এবং শেখানো কেমন?

উত্তর : কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বুঝা এবং অন্যদের শেখানোর জন্য এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি এটির সহযোগী অন্যান্য ইলমও শেখা জরুরী। একারণে মাদরাসাতে যেখানে পবিত্র কুরআন ও তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ানো হয়; সেখানে সরফ, নাহু, বালাগাত, উসূলে তাফসীর ইত্যাদি ইলম পড়ানো হয়; যাতে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে যায়। অতএব কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে শেখা উচিত। আর নারীদেরও একজন গ্রহণযোগ্য আলেমা থেকে কুরআন, তাফসীর শেখা উচিত। তেমনিভাবে মাসায়েলও গ্রহণযোগ্য আলেম থেকে শেখা উচিত। সবার কাছ থেকে দীন শেখা বিপদমুক্ত নয়। তাই অধিক সতর্কতার প্রয়োজন।

তবে নারীরা অনলাইনে কোন গ্রহণযোগ্য আলেমা থেকে কুরআনের অনুবাদ, তাফসীর শিখতে চাইলে; তিনিও কোন গ্রহণযোগ্য অনুবাদ, তাফসীর থেকে শেখালে কয়েকটি বিষয়ের খেয়াল রাখা জরুরী।

১. এটা যাচাই করে নেয়া উচিত; অনুবাদ ও তাফসীর নির্ভরযোগ্য কি-না? কেননা এখন তো মানুষ দীনের নামে ভুল জিনিসও প্রচার করে থাকে।

২. কুরআনের আয়াতগুলো উসমানী লিপিতে লিখতে হবে। যেহেতু কুরআন লেখার ক্ষেত্রে উসমানী লিপি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। অতএব অন্য কোন লিপিতে কুরআনের আয়াত লিখে পাঠালে তা জায়েয হবে না। তবে অনুবাদ লিখে পাঠাতে পারে।

৩. ভিডিও কল ব্যবহার করা যাবে না। কেননা জীব-জন্তুর ছবি সম্বলিত ভিডিও নাজায়েয ও হারাম।[২৭]

---

[২৭]. মিরকাতুল মাফাতিহ ২/১৪৮-১৪৯, আলইতকান ফী উলূমিল কুরআন ২/৪৪৩, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০০৪২০০২২

وعلم التفسير يؤخذ من أفواه الرجال كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومن أقوال الأئمة وتأويلاتهم بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز والمجمل والمفصل والعام والخاص ثم يتكلم على حسب ما يقتضيه

ওয়াটসআপে মহিলাদের গ্রুপ বানিয়ে মাসআলা বর্ণনা

২৭. **প্রশ্ন :** কিছু মহিলা ওয়াটসআপে একটি গ্রুপ তৈরী করেছেন। আর এ মহিলারা তাদের মাসআলা একজন মুফতি সাহেব থেকে জিজ্ঞেস করেন; আর তিনি যে সমাধান দেন; তা গ্রুপের সকল নারী শুনতে পারেন। প্রশ্ন হল, নন-মাহরাম মুফতি সাহেব থেকে মাসআলা

أصول الدين فيؤول القسم المحتاج إلى التأويل على وجه يشهد بصحته ظاهر التنزيل فمن لم يستجمع هذه الشرائط كان قوله مهجورا وحسبه من الزاجر أنه مخطىء عند الإصابة.

مرقاة المفاتيح ١٤٨/٢-١٤٩ كتاب العلم، الفصل الثاني.

وراجع أيضا "الإتقان في علوم القرآن" ٤٤٣/٢.

آن لائن بذریعہ واٹس ایپ خواتین کے لیے تفسیر قرآن سیکھنا اور سکھانا

سوال-آیاتِ قرآنیہ کو موبائل کے ذریعہ سینڈ کر کے سیکھنا، اور آن لائن بذریعہ واٹس ایپ خواتین کے لیے تفسیر قرآن سیکھنا اور سکھانا کیسا ہے؟

جواب-قرآنِ کریم کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے اور اس کو دوسروں کو پڑھانے کے لیے خود ان علوم پر دست رہ کے ساتھ ساتھ دیگر وہ علوم جو اس کے لیے معاون ہیں بقدرِ ضرورت ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں جہاں قرآنِ کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے وہیں صرف، نحو، بلاغت اور اصولِ تفسیر وغیرہ علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ قرآن کریم کے سمجھنے میں آسانی ہو، لہذا قرآن کا ترجمہ وتفسیر کسی معتبر ومستند عالم دین سے ہی پڑھا جائے، اور خواتین بھی یا کسی مستند فاضلہ اور عالمہ سے قرآن اور اس کی تفسیر سیکھیں، اسی طرح دینی احکامات ومسائل بھی معتبر ومستند عالم دین سے سیکھے جائیں، ہر ایک سے دین سیکھنا خطرہ سے خالی نہیں ہے؛ اس لیے نہایت احتیاط ضروری ہے۔

باقی اگر خواتین آن لائن قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کسی مستند عالمہ سے سیکھیں اور وہ قرآنِ مجید کا ترجمہ وتفسیر کسی معتبر ومستند ترجمہ وتفسیر سے پڑھ کر درس دے مثلاً اردو زبان میں بیان القرآن، معارف القرآن، تفسیر عثمانی وغیرہ، تو اس میں چند باتوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے:

(۱) یہ تحقیق کرلی جائے مذکورہ ترجمہ وتفسیر اور اس کو بھیجنے والا معتبر اور مستند ہو، کیوں کہ آج کل دین کے نام پر لاشعوری میں لوگ غلط باتیں بھی پھیلاتے رہتے ہیں۔

(۲) قرآنِ مجید کی آیات کو اس کے عربی رسم الخط (رسم عثمانی) میں لکھا جائے؛ اس لیے کہ قرآنِ کریم کی کتابت میں رسمِ عثمانی (جو کہ عام قرآن کا رسم الخط ہے) کی اتباع واجب ہے، لہذا کسی اور رسم الخط میں قرآنی آیت لکھ کر پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے، البتہ ترجمہ لکھ کر بھیجا جا سکتا ہے۔

(۳) ویڈیو کالنگ کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے جان دار کی تصاویر پر مشتمل ویڈیو ناجائز اور حرام ہیں۔

فتوی نمبر: 144004200022-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

জিজ্ঞাসা করা কেমন? এবং ওয়াটসআপে এ জাতীয় গ্রুপ তৈরি করার বিধান কি?

উত্তর : মহিলাদের ভয়েস ম্যাসেজ, তা হেফাযত করা এবং তা দ্বারা যোগাযোগ করার মধ্যে বেশ অসুবিধার আশঙ্কা থাকে। এ কারণে ভয়েস ম্যাসেজ দ্বারা মাসআলা বর্ণনা করা অথবা ওয়াটসআপে মহিলাদের এ জাতীয় গ্রুপ থেকে বিরত থাকা উচিত। মহিলারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের স্বামী বা মাহরামের মাধ্যমে কোন আলেম থেকে জেনে নিবেন। আর সেটা অসম্ভব হলে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া বিভাগে যোগাযোগ করা উচিত হবে।[২৮]

ওয়াটসআপ স্টাটাসে আয়াতে স্পর্শ করতে অযুর বিধান

২৮. **প্রশ্ন :** আমি প্রতিদিন আমার ওয়াটসআপে স্টাটাসে কুরআনের এক রুকু পরিমাণ আয়াত ও অনুবাদ দিয়ে থাকি। যারা স্টাটাস দেখেন এবং যারা প্রতিদিন স্টাটাস পড়েন ও স্পর্শ করেন, তাদের জন্য কি অযু করা আবশ্যক?

উত্তর : ওয়াটসআপ স্টাটাসে কুরআনের আয়াত থাকলে স্ক্রীনের যে অংশে কুরআনের আয়াত থাকবে; সেখানে অযু ছাড়া স্পর্শ করা

---

[২৮]. রদ্দুল মুহতার ৯/৬০৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৮/১৩৯, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০১২২০১৫৩০

وَيَجُوزُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ.

رد المحتار ٦٠٩/٩ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس.

وراجع أيضا "فتاوى محمودية" ١٣٩/٢٨ كتاب الحظر والإباحة.

واٹساپ پر خواتین کا گروپ بنا کر مسائل بتانا

سوال-چند خواتین نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا ہے اور یہ خواتین اپنے مسائل ایک مفتی صاحب سے پوچھتی ہیں اور وہ جو جواب دیتے ہیں وہ اس گروپ کی تمام خواتین سن سکتی ہیں، سوال یہ ہے کہ نامحرم مفتی صاحب سے خواتین کا مسئلہ پوچھنا کیسا ہے؟ اور واٹس ایپ پر اس قسم کے گروپ بنانے کا کیا حکم ہے؟

جواب- خواتین کے صوتی پیغام، اس کو محفوظ کرنے اور اس ذریعے سے رابطہ کرنے میں کئی مفاسد کا اندیشہ ہے، اس لیے صوتی پیغامات کے ذریعے مسائل کے بیان سے یا واٹس ایپ پر خواتین کے اس طرح گروپ بنانے سے احتراز کیا جائے، خواتین کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ شوہر یا محرم کے ذریعے کسی عالم سے دریافت کروالیں، اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو اپنے پیش آمدہ مسئلہ کا کسی معتبر دارالافتاء سے رابطہ کرکے حل دریافت کرلیا جائے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144012201530-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

নাজায়েয। হাত স্পর্শ না করে দেখা এবং পড়া জায়েয। তবে মোবাইলের অন্যান্য অংশে অযু ছাড়া স্পর্শ করতে পারে।[২৯]

ইন্টারনেটে ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে কথাবার্তা বলা

২৯. প্রশ্ন : ইন্টারনেটে ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে মাহরামের সাথে কথা বলা কি বৈধ হবে?

উত্তর : ছবি তোলা না হলে এবং মাহরামের সাথে বৈধ কথা হলে বলা যাবে।[৩০]

---

[২৯]. আদ্দুররুল মুখতার ১/১০৬, রদ্দুল মুহতার ১/৫৩৫-৫৩৬, কিতাবুল ফাতাওয়া ৭/১৭৭, কিতাবুন নাওয়াযেল ৩/১০৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১২২০০০৪৫

(قَوْلُهُ: أَيْ نِيَّةِ عِبَادَةٍ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالطَّاعَةِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ.... (قَوْلُهُ : لَا تَصِحُّ) الْأَوْلَى لَا تَحِلُّ، كَمَا فِي الْفَتْحِ ؛ لِيَشْمَلَ مِثْلَ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافِ.

الدر المختار ١٠٦/١ كتاب الطهارة، مطلب مَطْلَبٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْقُرْبَةِ وَالْعِبَادَةِ.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٥٣٥/١-٥٣٦ كتاب الطهارة، باب الحيض، و"کتاب الفتاوی" ١٧٧/٧ قرآن مجید کے متعلق سوال. و"کتاب النوازل" ١٠٦/٣ کتاب الطهارۃ،وضو کے مسائل.

واٹس ایپ اسٹیٹس پر لکھی آیت کو دیکھنے یا پڑھنے کے لیے وضو کا حکم

سوال- میں روزانہ اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر تقریباً ایک رکوع قرآنِ مجید باترجمہ لگاتا ہوں، کیا اسٹیٹس دیکھنے والوں اور اسٹیٹس سے روزانہ پڑھنے والوں کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟

جواب- واٹس ایپ اسٹیٹس پر قرآنِ مجید کی آیت ہو تو اسکرین کے اس حصے پر جہاں آیت لکھی ہو، بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، ہاتھ لگائے بغیر دیکھنا اور پڑھنا جائز ہے، البتہ موبائل کے دیگر حصوں کو بلا وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر : 144112200045 -دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৩০]. দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ৬১৬=৬১৬/মিম

کیا انٹرنیٹ پر ویب کیمرہ سے بات کرنا جائز ہے؟(۲) اگر دوسرا شخص ہم پر حسد، بغض رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟(۳) کیا انٹرنیٹ پر ویب کیمرہ سے اپنے محرم سے بات کر سکتے ہیں؟

سوال: کیا انٹرنیٹ پر ویب کیمرہ سے بات کرنا جائز ہے؟(۲) اگر دوسرا شخص ہم پر حسد، بغض رکھے تو کیا کرنا چاہیے؟(۳) کیا انٹرنیٹ پر ویب کیمرہ سے اپنے محرم سے بات کر سکتے ہیں؟

جواب نمبر: 12147

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فتوی: 616=616/م

(۱) (۳) تصویر کشی نہ ہو، اور جائز بات اپنے محرم سے کی جائے تو گنجائش ہے۔

কারো অনুমতি ছাড়া মোবাইলের ডেটা দেখা

৩০. **প্রশ্ন :** কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে কারোর মোবাইল ফোনের কল লিস্ট এবং তার গ্যালারী চেক করতে পারবে? এটা কি সীমালঙ্ঘনের গুণাহের মধ্যে পড়ে না?

উত্তর : সাধারণ মানুষের জন্য তার প্রকাশ্য বা ইঙ্গিতপূর্ণ অনুমতি ছাড়া কারো মোবাইল ফোন ব্যবহার করা বা তাদের ডাটা, কল লিস্ট, গ্যালারী চেক করা বৈধ নয়। তেমনিভাবে কারো অনুমতি ব্যতিত তার বাড়িতে উঁকি মারাও কুরআন, হাদীসে নিষিদ্ধ।

তবে পিতা, উস্তায ইত্যাদি মুরব্বীর পরামর্শের প্রশিক্ষণে তার নিকট অসদাচরণ সম্পর্কে সন্দেহ হলে; প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তার অধস্তন ব্যক্তির মোবাইল ফোন চেক করার সুযোগ রয়েছে। তবে অভিভাবকদের উচিত; সময়ে সময়ে শিশু ও তাদের জিনিসপত্রের প্রতি লক্ষ রাখা; যাতে তারা কোন ভুল পথের পথিক না হয়।[৩১]

---

(۲) دوسرا شخص آپ سے بغض وحسد رکھے تو آپ اس کے ساتھ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیجیے حسن سلوک کیجیے اور خندہ پیشانی سے ملیے، اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی کیجیے اور گاہے کچھ ہدیہ، تحفہ بھی بھیج دیا کیجیے، وہ آپ کے اس کردار سے متاثر ہو کر آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

[৩১]. মুসনাদে আহমাদ হা. ২০৬৯৫, কাওয়াঈদুল ফিকহ ১১০, কায়েদা নং ২৭০, মাজাল্লাতুল আহকাম ২৭, কায়েদা নং- ৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৯৮, আলবাহরুর রায়েক ৫/৬৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০০৮২০০৩০৩

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

مسند أحمد بن حنبل رقم ٢٠٦٩٥-

وراجع أيضا "قواعد الفقه" ١١٠ رقم القاعدة: ٢٧٠. و"مجلة الأحكام" ٢٧ رقم ٩٦. و"رد المحتار" ٩٨/٦ كتاب الحدود، فصل في التعزير، مطلب: في التعزير بأخذ المال. و"البحر الرائق" ٦٨/٥ كتاب الحدود، باب حد القذف.

کسی کے موبائل فون کا ڈیٹا بغیر اجازت کے دیکھنا

سوال- کیا کوئی کسی کا موبائل فون اور اس کا ڈیٹا اجازت کے بغیر دیکھ سکتا ہے، کیا یہ پردہ دری کے گناہ میں نہیں آتا؟

جواب- عام افراد کے لیے کسی کا موبائل فون اس کی صراحتاً یا دلالۃً اجازت کے بغیر استعمال کرنا یا اس کا ڈیٹا چیک کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اجازت کے بغیر ڈیٹا چیک کرنا "تجسس" میں داخل ہے، جس سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ نیز یہ عمل کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانکنے کے مثل ہے، جس کی ممانعت قرآن واحادیث میں آئی ہے۔

স্বামী স্ত্রী একে অপরের মোবাইল চেক করতে পারবে?

৩১. **প্রশ্ন :** স্বামী তার স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত মোবাইল চেক করতে পারবে? স্ত্রী বলল, প্রথমে তুমি তোমার মোবাইল চেক করাও; তারপর আমি আমার মোবাইল তোমাকে চেক করাব। এভাবে স্ত্রী স্বামীকে বলতে পারবে?

উত্তর : স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক একটি নেয়ামত। অতএব একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা রাখা ঠিক নয়। কেননা তা বৈবাহিক জীবনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে।

তারপরও শরীয়ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি ব্যবহারে স্বাধীন করেছেন। এবং অন্যদের কর্তৃক ব্যবহার থেকে বিরত রাখার অধিকারও দিয়েছে। আর অন্যদেরকে মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে তার কোন কিছু ব্যবহার না করতে বাধ্য করেছে। তিনি অন্য লোকদের থেকে সর্বপ্রকার ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার অধিকারও দিয়েছেন। আর অন্যরা মালিকের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতিরেকে কারো মালিকানাধীন কিছু ব্যবহার না করতে বাধ্য করা হয়েছে। অতএব স্বামী তার মোবাইলের মালিক; স্ত্রী তার মোবাইলের মালিক। সুতরাং একে অন্যের অনুমতি ব্যতিত তার মোবাইল ব্যবহার করা নাজায়েয। আর প্রত্যেকেই তা বাঁধা দেয়ার অধিকার রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নারীর জন্য যেমন অবৈধ সম্পর্ক করা নাজায়েয; তেমনিভাবে পুরুষের জন্যও নাজায়েয। অতএব নিজেরাই নিজেদেরকে সন্দেহ ও সংশয় থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। আর স্ত্রী ভুল পথে থাকলে এবং জোরালো দলিল দ্বারা প্রমাণিত হলে তাকে সতর্ক করার অনুমতি রয়েছে। তারপরও জোর করে এমন কাজ করা উচিত নয়।[৩২]

البتہ اگر مربی (والد، استاذ وغیرہ) کو زیرِ تربیت فرد کی بے راہ روی کا کسی ٹھوس بنیاد پر شک ہو تو اس کے لیے تربیت کی غرض سے اپنے ماتحت کا موبائل فون چیک کرنے کی گنجائش ہوگی، بلکہ سرپرستوں کو وقتاً فوقتاً بچوں اور ان سے متعلقہ چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144008200303-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

৩২. সুরা হুজরাত, আয়াত- ১২, মুসনাদে আহমাদ হা. ২০৬৯৫, ফাতহুল বারি শরহু সহীহিল বুখারী ৩/৪২, ৯/৩৩৯-৩৪১, শরহু সুনানি আবি দাউদ ২৮/১৩৯, ১৪০, ১৪২, কাওয়াঈদুল ফিকহ ১১০, কায়েদা নং ২৭০, মাজাল্লাতুল আহকাম ২৭, নং ৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৯৮,

মোবাইল কল রেকর্ড করা

৩২. প্রশ্ন : ইনকামিং এবং আউটগোয়িং কল রেকর্ড করা কেমন?

আলবাহরুর রায়েক ৫/৬৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৫২০০৯২৪

إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

رد المحتار ٦/٩٨ كتاب الحدود، فصل في التعزير، مطلب: في التعزير بأخذ المال.

وراجع أيضا "مسند أحمد بن حنبل" رقم ٢٠٦٩٥- و"فتح الباري" ٣/٤٢ مقاصد الشريعة، أساس لحقوق الإنسان. و"فتح الباري" ٩/٣٣٩-٣٤١ باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. و"شرح سنن أبي داود" ٢٨/١٣٩. ٢٨/١٤٠. ٢٨/١٤٢. و"قواعد الفقه" ١١٠ رقم القاعدة: ٢٧٠. و"مجلة الأحكام" ٢٧ رقم ٩٦. و"البحر الرائق" ٥/٦٨ كتاب الحدود، باب حد القذف.

کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے موبائل چیک کر سکتے ہیں؟

سوال- کیا شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کا موبائل چیک کر سکے اس کی اجازت کے بغیر، اگر بیوی یہ بولے آگے سے کہ پہلے آپ اپنا موبائل چیک کروائیں، پھر میں اپنا موبائل چیک کرواؤں گی؟ دین کی روشنی میں شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی پر کیا حقوق فرض ہیں؟

جواب- واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کی برکت سے میاں بیوی کی شکل میں جو رشتہ بطور نعمت عطا فرمایا ہے، اس کا مدار اعتماد اور بھروسے پر رکھا ہے، زوجین کا رشتہ اور تعلقات خوش گوار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچیں، ایک دوسرے پر شک اور بدگمانی سے ازدواجی زندگی میں بہت بڑا بگاڑ آجاتا ہے، ایک دوسرے کے ظاہری احوال معلوم ہونے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ کر ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے جو شک وشبہ کو جنم دے سکتے ہوں اور باہمی بد اعتمادی کا باعث ہوں، چناں چہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بغیر بتائے رات کے وقت سفر سے گھر لوٹنے سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے، من جملہ دیگر حکمتوں کے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی ایسی بات یا حالت پر مطلع نہ ہو جو اسے ناپسند ہو یا جس سے اعتماد کو ٹھیس پہنچے، نیز اللہ رب العزت نے ٹوہ لگانے اور تجسس سے منع فرمایا ہے،... نیز شریعتِ مطہرہ نے ہر شخص کو اپنی مملوکہ اشیاء کے استعمال میں آزاد رکھا ہے، اور اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ دوسرے افراد کو اس سے کسی بھی قسم کے تصرفات سے روکے، اور دوسروں کو پابند کیا ہے کہ کسی کی کوئی بھی چیز مالک کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر استعمال نہ کرے، پس صورتِ مسئولہ میں شوہر اپنے موبائل کا مالک ہے، جب کہ بیوی اپنے موبائل کی مالکہ ہے، لہذا ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر دوسرے کا موبائل استعمال کرنا جائز نہیں، اور ہر ایک کو روکنے کا حق حاصل ہے، نیز ملحوظ رہے کہ جس طرح سے ناجائز تعلقات استوار کرنا عورت کے لیے جائز نہیں، بالکل اسی طرح مرد کے لیے بھی جائز نہیں، لہذا شک وشبہ اور بدگمانی میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، البتہ اگر بیوی غلط روش پر ہو، اور دلائل سے ثبوت بھی ہو یا قرائنِ قویہ موجود ہوں، تو اسے متنبہ کرنے کی اجازت ہوگی، تاہم زبردستی ایسی چیز تلاش کرنا غلط عمل ہے۔

فتویٰ نمبر : 144105200924 -دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

উত্তর : নিজেদের মধ্যে যে কথা হয়; তা আমানত। এ জন্য অনুমতি ব্যতিত ইনকামিং এবং আউটগোয়িং কল রেকর্ড করা ঠিক নয়। কেননা মজলিস হল আমানত। আর কল রেকর্ড করে তা প্রচার করা স্পষ্ট খেয়ানত। বিশেষভাবে যখন কথাটি এমন হবে; যা গোপন রাখতে হয় এবং বক্তা তাকে আমানতদার বলে বিশ্বাস করে তার মনের কথা বলে থাকেন।[৩৩]

কারো ফোন কল রেকর্ড করে তার প্রচার করা

৩৩.প্রশ্ন : কেউ আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার সাথে মোবাইলে কথা বলার সময় কলটি রেকর্ড করে অন্যকে শুনালে তা কি বৈধ হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মজলিস আমানত। তা যেভাবেই হোক না কেন? বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোনে যে কথাবার্তা হয়; তাও মজলিসে

---

৩৩. সুরা হুজরাত, আয়াত: ১২, সুরা নিসা, আয়াত ৫৮, সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ১২, সুনানে তিরমিযি ২/১৭, হা. ১৯৫৯, কিতাবুন নাওয়াযেল ১৭/৮৫, দারুল ইফতা, দেওবন্দ, ফাতওয়া: ৫৮৭-৬২১/এল=৫/১৪৩৮

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

سنن الترمذي ١٧/٢ رقم ١٩٥٩ أبواب البر والصلة، باب ما جاء أن المجالس بالأمانة.

وراجع أيضا "سورة الحجرات"، الآية ١٢. و"سورة النساء"، الآية ٥٨. و"سورة الممتحنة"، الآية ١٢. و"كتاب النوازل" ٨٥/١٧ كتاب الحظر والاباحة، مسائل موبائيل.

موبائل کال ریکارڈ کرنا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مسائل ذیل کے بارے میں؛ ۱۔ موبائل میں آنے اور جانے والی کالز کو ریکارڈ کرنا کیسا ہے؟ ۲۔ جس تقریب میں بفے کا انتظام ہو اسمیں شرکت کرنا کیسا ہے؟ ۳۔ اور شادی میں شرکت کے لئے دوسرے شہر سفر کر کے جانا کیسا ہے؟۔ برائے کرم جلد از جلد مدلل جواب تحریر فرمائیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa ID: 587-621/L=5/1438

(1) آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ امانت ہے؛ اس لیے بلا اجازت آنے اور جانے والی کال کو ریکارڈ کرنا درست نہیں لأن المجالس بالأمانۃ اور کال کو ریکارڈ کر کے اس کو عام کرنا صریح خیانت ہے خاص طور پر جب کہ بات ایسی ہو جو پوشیدہ رکھنے کی ہو اور بات کرنے والا مخاطب کو امین سمجھ کر اس سے اپنی دل کی بات کہہ رہا ہو۔

(2) بفے سسٹم" (جس میں لوگ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں) یہ یہود ونصاری فساق وفجار کا طریقہ ہے اس طور پر کھانا اسلامی طریقہ نہیں ہے جس تقریب میں اس طور پر کھانے کا انتظام ہو اس میں شرکت سے احتراز کرنا چاہئے۔

(3) اگر شادی میں محظورات شرعیہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو تو فی نفسہ ایسی شادیوں میں سفر کر کے شرکت کرنا مباح ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دار الافتاء، دار العلوم دیوبند

অংশগ্রহণকারীদের জন্য আমানত। অতএব তাদের অনুমোদন ছাড়া প্রকাশ করা; বা কাউকে বলা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। তাছাড়াও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অন্যের কথা গোপনে শোনা, গোয়েন্দাগিরি করা এবং রেকর্ড করা শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং নৈতিকভাবে অনুমোদিত নয়।

তবে কোন ব্যক্তি মোবাইলে কথা বলার সময় অন্য ব্যক্তির আর্থিক বা জীবন কিংবা সুনামের ক্ষয়ক্ষতি করতে চাইলে এবং তার প্রবল আশঙ্কা থাকলে তবে তাকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে; যে আপনি অমুক ব্যক্তি থেকে নিরাপদে থাকুন; আপনি ঝুঁকিতে রয়েছেন। তারপরও সে বিশ্বাস না করলে এবং সত্যিকারের আশঙ্কা থাকলে প্রয়োজনে রেকর্ডিংটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানো যেতে পারে। একইভাবে যদি কারো অপরাধ জাতীয় বা সামষ্টিক স্তরের হলে এবং তার কথাবার্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে; ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে রেকর্ডিং চালিয়ে শুনানোর অনুমতি দেয়া হবে। তারপরও দু'টি জিনিসের খেয়াল রাখা উচিত: ১. শুধুমাত্র তাদেরকে শুনাবে; যাদেরকে শুনানো আবশ্যক। ব্যাপকভাবে প্রচার করবেন না। ২. যে কথা রেকর্ড করা হয়েছে; তা অপবাদ বা অপমানজনক উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

মোটকথা সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের কথা রেকর্ড করা শরয়ীভাবে এবং নৈতিকতার দিক থেকে অনুমোদিত নয়। আর অবৈধ উদ্দেশ্যে রেকর্ড করা হলে তা রেকর্ড করা এবং প্রকাশ করা অবৈধ ও নাজায়েয এবং মহাপাপ।[৩৪]

---

[৩৪]. সুরা হুজরাত, আয়াত: ১২, সুরা নিসা, আয়াত ৫৮, সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ১২, সুনানে তিরমিযি ২/১৭, কিতাবুন নাওয়াযেল ১৭/৮৫, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৪২০১০৫৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

سورة الحجرات، الآية ١٢.

وراجع أيضا "سورة النساء"، الآية ٥٨. و"سورة الممتحنة"، الآية ١٢. و"سنن الترمذي" ١٧/٢ أبواب البر والصلة، باب ما جاء أن المجالس بالأمانة. و"كتاب النوازل" ٨٥/١٧ كتاب الحظر والاباحة، مسائل موبائيل.

کسی کی فون کال ریکارڈ کرکے اس کی تشہیر کرنا

কল সেন্টারে কাজ করা ও মিথ্যা বলার বিধান

৩৪. **প্রশ্ন :** কল সেন্টারে কাজ করা কেমন? কেননা এখানে কাজ করার জন্য নিজের নাম, ঠিকানা ভুল বলতে হয়। এমন কাজ করে উপার্জন করার বিধান কি?

উত্তর : কল সেন্টার হল কোন প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক তাদের অভিযোগের সমাধানের জন্য বা তথ্য পাওয়ার জন্য কল করে এবং একজন প্রতিনিধি তাকে সহায়তা করে। অতএব অভিযোগ শোনা বা তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য যে কল সেন্টার কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে হয়; তাতে চাকরি করা জায়েয হবে।

বর্তমানে যে কল সেন্টারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তারা সাধারণত কমিশন এজেন্ট। তারা বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয় এবং সেগুলি বিক্রি করে। আর সে জিনিসগুলি কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ কাজটি বৈধ জিনিসের জন্য হলে এবং এ

سوال-اگر کوئی موبائل پر آپ سے بات کرتے وقت آپ کی اجازت کے بغیر کال ریکارڈ کرے اور دوسروں کو سنائے، کیا یہ شرعی لحاظ سے درست ہے کہ نہیں؟

جواب-واضح رہے کہ کسی مجلس میں (خواہ مجلس مشافہۃً ہو، یا کتابۃً ہو، یا موجودہ دور میں ٹیلی فون، یا موبائل پر ہو) جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ شرکائے مجلس کے پاس امانت ہوتی ہے، جس کی باقی شرکاءِ مجلس کی اجازت کے بغیر تشہیر کرنا، یا شرکائے مجلس کے علاوہ دیگر افراد سے بیان کرنا خیانت کے زمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے شرعاً ممنوع ہے۔ نیز عام شخص کے لیے دوسرے کی بات خفیہ طور پر سننے، جاسوسی کرنے اور اسے ریکارڈ کرنے کی شرعاً اور اخلاقاً اجازت نہیں ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص کسی سے موبائل پر دورانِ گفتگو کسی شخص کے مالی یا جانی نقصان یا آبروریزی کے حوالے سے گفتگو کرے اور قوی اندیشہ ہو کہ وہ متعلقہ شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو نقصان سے بچانے متعلقہ شخص کو بتایا جاسکتا ہے کہ آپ کو فلاں سے خطرات لاحق ہیں، اور اگر وہ یقین نہ کرے اور واقعتاً نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بوقتِ ضرورت متعلقہ افراد کو وہ ریکارڈنگ سنائی جاسکتی ہے، اسی طرح اگر کسی کا جرم قومی یا اجتماعی سطح کا ہو اور اس کی گفتگو کے اِخفا کی صورت میں اجتماعی نقصان کا اندیشہ ہو تو جن افراد کو خطرات لاحق ہوں، انہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریکارڈنگ سنانے کی اجازت ہوگی۔ تاہم ان دونوں مواقع میں بھی دو باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے: (1) صرف ان ہی لوگوں کو سنائے جنہیں سنانا ضروری ہو، عام تشہیر نہ کرے۔ (2) جس کی بات ریکارڈ ہو، اس کی پردہ دری یا تذلیل مقصود نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی عام شخص کے لیے شرعاً و اخلاقاً دوسرے کی آواز اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر ناجائز مقصد کے لیے گفتگو ریکارڈ کرتا ہے تو ریکارڈ کرنا اور اس کی تشہیر کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ فقط واللہ اعلم، فتوی نمبر : 144104201059-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

কাজে অন্য কোন শরয়ী ত্রুটি পাওয়া না গেলে; তবে এভাবে কমিশনে কাজ করা জায়েয। তবে এ কাজে মিথ্যা বলতে হলে কল সেন্টারের অপারেটররা নিজেদেরকে কোম্পানি যে দেশে অবস্থিত সে দেশের নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করে এবং নিজেদেরকে সে দেশের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দেয়; যাতে ক্রেতা মনে করে যে, তারা আমাদের দেশে বসে ব্যাবসা করছে। এভাবে মিথ্যা কথা বলে কল সেন্টারের কাজ করা জায়েয নয়।[৩৫]

---

[৩৫]. সুরা হজ, আয়াত ৩০, রদ্দুল মুহতার ৯/৭৮, ১০৭, আদ্দুররুল মুখতার ৭/৯৩, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৪০৩১০০৬৭০

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

سورة الحج، الآية: ٣٠.

وَأَمَّا الدَّلَّالُ فَإِنْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَأُجْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ سَعَى بَيْنَهُمَا وَبَاعَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ.

الدر المختار ٩٣/٧ كتاب البيوع، مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن.

وراجع "رد المحتار" ٧٨/٩ كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة. ١٠٧/٩ كتاب الإجارة، مطلب في أجرة الدلال.

کال سینٹر میں کام کرنااور غلط بیانی کرنا

سوال- کسی بھی کال سینٹر کے اندر کام کرنا کیسا ہے؟ کیوں کہ یہاں کام کرنے کے لیے اپنانام اور پتہ غلط بتاناپڑتا ہے جو کہ جھوٹ کہ زمرے میں آتا ہے توبراہِ کرم راہ نمائی فرمادیں، نیز ایسی کمائی کا کیا حکم ہے؟

جواب- کال سینٹر کسی ادارے کے ایسے انتظام وبندوبست کو کہا جاتا ہے جہاں کسٹمر اپنی شکایات کے حل یا معلومات کے حصول کے لیے فون کرے اور نمائندہ اس کو سہولت فراہم کرے؛ لہذا جو کال سینٹر ز کسی ادارے اور کمپنی میں شکایت سننے یا معلومات وغیرہ فراہم کرنے کے لیے قائم ہیں، تو اس میں ملازمت جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا مدار وہاں کے کام پر ہو گا، اگر اس ادارے یا کمپنی کا کام جائز کام ہو تو ملازمت کرنا جائز ہو گا، ورنہ نہیں۔

موجودہ زمانے میں جو کال سینٹر ز مستقل قائم ہیں ان کا عام طور پر کمیشن ایجنٹ والا کام ہے، بیرون ملک مختلف کمپنیوں کی اشیاء کی تشہیر کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں، اور وہ اشیاء کمپنی گاہک کو پہنچا دیتی ہے، اگر یہ کام جائز اشیاء کا ہو، اور اس کام میں کوئی اور شرعی خرابی نہ پائی جائے تو کمیشن پر اس طرح کام کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس کام میں جھوٹ بولنا پڑتا ہو، کال سینٹر والے اپنے آپ کو اسی ملک کا ظاہر کرتے ہوں جس ملک میں کمپنی ہوتی ہے، اور اپنا نام بھی ان ہی ملکوں کے رہائشیوں کی طرح بتائے جاتے ہوں؛ تاکہ خریدار یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ملک میں ہی بیٹھ کر ہم سے سودا کر رہے ہیں، تو اس طرح جھوٹ بول کر کال سینٹر کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔

فتوی نمبر: 144403100670 -دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

মসজিদে মোবাইল নেটওয়ার্কের জ্যামার ব্যবহার

৩৫. **প্রশ্ন :** মসজিদে নেটওয়ার্ক জ্যামার লাগানো হয়; এটা ব্যবহার দ্বারা আশপাশের সকল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যায়। মুসল্লিগণ মোবাইল ফোন বন্ধ না করে দাঁড়ালে কল এলে নামাযের ক্ষতি হয়; বিধায় মসজিদে নেটওয়ার্ক জ্যামার লাগানো হয়। কিন্তু এতে কিছু ক্ষতিও রয়েছে; অনেক মুসল্লি নামায শেষ করে মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত, যিকির আযকারে ব্যস্ত থাকেন; ফোন এলে তার কাজে চলে যান; অথচ নেটওয়ার্ক জ্যামার লাগানো হলে গুরুত্বপূর্ণ কলও আসে না। অনেক সময় মসজিদের পাশের ঘরেও নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়ে যায়। কেননা জ্যামারের জন্য তাদের ফোনে কাজ করে না। আর মসজিদে তাফসীর, তাবলীগের মজলিস দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হলে সেখানে নেটওয়ার্কও বন্ধ থাকে। এখন দীনি মজলিসে স্বশরীরে উপস্থিত থাকলেও ফোনে নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকায় শ্রবণশক্তি ও মন অনুপস্থিত থাকে; কেউ কি ফোন করছে? কি করছে না? নেটওয়ার্ক জ্যামারে কিছু উপকারও আছে; কিছু ক্ষতিও আছে। এখন এ মেশিনটি ব্যবহার বৈধ হবে কি না? বৈধ হলে তার সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি কি? আর অবৈধ হলে নামাযী ব্যক্তিদের ফোন বাজানো থেকে বিরত রাখা যায় কিভাবে?

উত্তর : বর্তমানে মানুষদেরকে মোবাইল ফোন বন্ধের ঘোষণা শোনানো এবং এলান দেয়ার পরও তারা মানে না। ফলে সাধারণত জামাতে ফরয নামাযের সময়ও মোবাইল ফোন বাজতে থাকে; এবং মানুষের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে। আর অনেক মানুষের রিংটোনও মিউজিক থাকে; ফলে মসজিদের পরিবেশও অত্যন্ত খারাপ হয়। এজন্য মসজিদকে এ ধরণের জিনিস থেকে হেফাযত রাখতে মসজিদের সীমানার মধ্যে নেটওয়ার্ক জ্যামার ব্যবহার করা জায়েয। তবে এর পরিধি শুধু মসজিদের সীমানা পর্যন্ত হতে হবে। আশপাশের দোকান বা বাড়িগুলো যেন এর পরিধির মধ্যে না আসে; যাতে মসজিদের নেটওয়ার্ক জ্যামারের কারণে বহিরাগতদের কোন অসুবিধা না হয়। আর কোন মসজিদের মুসল্লিরা মসজিদে পৌঁছানোর পর শুধু ঘোষণা দেয়ার পর সতর্ক থাকেন এবং তাদের মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে দেন; তবে মসজিদে পৌঁছে নিজের মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করলে মসজিদে নেটওয়ার্ক জ্যামার

লাগানোর প্রয়োজন নেই। অন্যথায় প্রয়োজনে মসজিদের সীমানার মধ্যে নেটওয়ার্ক জ্যামার লাগানো ছাড়া আর কোন সমাধান নেই। আর নেটওয়ার্ক জ্যামার লাগানোর পদ্ধতিতে মানুষের সমস্যাগুলি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ যখন নামায থেকে ফারেগ হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়; তখন ম্যাসেজের মাধ্যমে মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আর এখন এমন সফটওয়ারও এসেছে যে, নতুন নাম্বার ধারকের নাম এবং যে জায়গা থেকে ফোন করছে; সে শহরের নামও জানা যায়। অতএব যারা নামাযের সময় বা খুতবার সময় তাদের মোবাইল ফোনের দিকে মনোযোগ দেয়; তারা ইবাদাত, ওয়ায-নসীহতের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। তাদের স্বভাবের মধ্যে সমত ও সংযম আনতে হবে। আপনার কলের প্রয়োজন হলে; কাজ থেকে ফারেগ হয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। আর কল দাতার প্রয়োজন হলে; তবে কিছু ব্যবধানের পরে তিনি নিজেই পুণরায় যোগাযোগ করবেন। এগুলো নিয়ে বেশি ভাবনার প্রয়োজন নেই।[৩৬]

---

[৩৬]. দারুল ইফতা, দেওবন্দ, ফাতওয়া: ৫৬-৮৪/এন=২/১৪৩৯

سوال نمبر: 155197

عنوان: مساجد میں موبائل نیٹ ورک جامر کا استعمال

سوال: کیا فرماتے ہیں اہل الذکر کہ مساجد میں آج کل "نیٹ ورک جامر" لگایا جارہا ہے۔ Network jammer اس کے استعمال سے اطراف کے سبھی موبائل فون کا نیٹ ورک بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ مساجد والے اسکا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ جو مصلی اپنا فون بند کئے بغیر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز میں میوزک والی ٹون (آواز) سے نماز میں خلل ہوتا ہے تو اس کو روکا جاسکے۔ لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ عام طور پو بعض مصلی نماز کے بعد بھی مسجد میں تلاوت واذکار میں مشغول رہتے ہیں پھر جب کسی کا ضروری فون آتا ہے تو مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ لیکن اب اس مشین کی استعمال سے نیٹ ورک نہ ہونے کی صورت میں نماز کے فورا بعد بھاگنا پڑتا ہے۔ تا کہ پتہ نہیں کوئی اہم کام سے متعلق فون کر رہا ہو اور یہاں جناب نے نیٹ ورک کو بلاک کرنے والی مشین لگائی ہے۔ اور اکثر مساجد گھروں کے درمیان ہوتی ہیں مسجد کی دیوار سے لگے گھر بھی ہیں اس مشین کے استعمال سے گھروں کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مسجد سے لگے آفس بھی ہوتی ہیں جہاں انٹرنٹ سے کام چلتا ہے پتا چلا کہ جناب وہاں بھی کام رکا ہوا ہے مسجد میں اس مشین کے استعمال سے۔ اور مساجد میں تفسیر و تبلیغ کی مجالس جس میں لمبا وقت بیٹھنا پڑتا ہے اس وقت بھی نٹورک بند کر دیا جاتا ہے اب دینی مجالس میں جسم تو حاضر ہے مگر فون کا نٹورک بند کر دینے کی وجہ سے قوت سماعت ودماغ غیر حاضر رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہمیں فون تو نہیں کر رہا اور ہمارا فون کا نٹورک بند کیا گیا ہے۔ کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصانات بھی اب آپ اہل الذکر ہی اس مشین کے متعلق بتائیں کہ اس مشین کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو اس کی صحیح شکل کیا

মোবাইলে কুরআনের এ্যাপ রাখা

৩৬. **প্রশ্ন :** মোবাইলে কুরআনের এ্যাপ রাখতে পারবেন? মোবাইল খুললে সব রকমের খারাপ ও অপপ্রচারও চলে আসে। মোবাইলে কুরআনের এ্যাপ রাখা কি উচিত?

উত্তর : মোবাইলে কুরআনের এ্যাপ রাখা এবং এতে তেলাওয়াত করা জায়েয। তবে যখন কুরআন স্ক্রীনে খোলা হবে; তখন অযু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয নয়। আর মোবাইলকে সর্বপ্রকার খারাপ জিনিস থেকে পরিস্কার রাখা আবশ্যক। তাতে কুরআন থাক বা না থাক।[৩৭]

ہے اور اگر ناجائز ہو تو لوگوں کے فون بجنے سے کس طرح نمازیوں کو روکا جائے۔ اللہ تعالی کے یہاں صحیح رہبری کرنے والوں کے لئے بہترین اجر ہے۔ اللہ قبول فرمائے

Fatwa:56-84/N=2/1439

آج کل لوگ کہنے سننے اور اعلانات آویزاں کرنے کے باوجود مانتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں عام طور پر مساجد میں فرض نماز باجماعت کے دوران بھی موبائل فون بجنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ اپنے موبائلس میں میوزک والی رنگ ٹون رکھتے ہیں، جس سے مساجد کا ماحول بڑا عجیب ہو جاتا ہے؛ اس لیے مساجد کو اس طرح کی چیزوں سے پاک وصاف رکھنے کے لیے مسجد کی حدود میں نیٹ ورک جامر کا استعمال جائز ہے؛ البتہ اس کا دائرہ صرف مسجد کی حد تک رکھا جائے، آس پاس کی دکانیں یا مکانات اس کے دائرہ میں نہیں آنی چاہیے؛ تاکہ مسجد کے نیٹ ورک جامر کی وجہ سے باہر کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اگر کسی مسجد کے نمازی محض کہنے سننے اور اعلانات آویزاں کرنے کی بنا پر احتیاط کریں اور مسجد پہنچ کر اپنا موبائل فون سائلنٹ کر لیا کریں تو اس مسجد میں نیٹ ورک جامر لگانے کی ضرورت نہیں ورنہ مجبوری کی صورت میں مسجد کی حدود میں نیٹ ورک جامر لگانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور نیٹ ورک جامر لگانے کی صورت میں سوال میں لوگوں کی جس پریشانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ قابل توجہ نہیں، آدمی جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے گا تو میسیج کی بنا پر لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے اور اب تو اس طرح کے سافٹ ویئر بھی آچکے ہیں کہ نئے نمبر کے حامل کا نام اور جہاں سے اس نے فون کیا ہے، اس شہر یا بستی کا نام بھی معلوم ہو جاتا ہے؛ اس لیے جو لوگ نماز کے دوران یا کسی وعظ وبیان میں بھی موبائل فون کی طرف دھیان رکھتے ہیں، وہ نماز اور دینی بیانات کی اہمیت سے ناواقف ہیں، انھیں اپنے مزاج میں یکسوئی اور اعتدال لانا چاہیے، آنے والا فون اگر آپ کی ضرورت ہو تو آپ فارغ ہو کر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر فون کرنے والے کی ضرورت ہو تو وہ شخص خود کچھ وقفہ سے رابطہ کرے گا، ان سب چیزوں کو ذہن ودماغ پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دار الافتاء، دار العلوم دیوبند

[৩৭]. আদ্দুররুল মুখতার ১/৫৩৪, কিতাবুল ফাতাওয়া ৭/১৭৭, কিতাবুন নাওয়াযেল ৩/১০৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৪১১১০০৬৬৩

(وَ) يَمْنَعُ حِلَّ (دُخُولِ مَسْجِدٍ وَ) حِلَّ (الطَّوَافُ) وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ وَشُرُوعِهَا فِيهِ (وَقُرْبَانُ مَا تَحْتَ إِزَارٍ) يَعْنِي مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ، وَحَلَّ مَا عَدَاهُ مُطْلَقًا. وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ وَمُبَاشَرَتُهَا لَهُ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ. (وَقِرَاءَةُ قُرْآنٍ) بِقَصْدِهِ (وَمَسُّهُ) وَلَوْ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ (وَإِلَّا بِغِلَافِهِ).

মোবাইলে তেলাওয়াত, বয়ান শুনার সওয়াব

৩৭. **প্রশ্ন :** মোবাইল ফোনে কুরআন, কবিতা ও বয়ান শুনলে কি সওয়াব পাব?

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে তেলাওয়াত, কবিতা ও বয়ান শুনলে যেমন সওয়াব পাওয়া যায়; তেমনি মোবাইলে বা এ্যাপের মাধ্যমে রেকর্ড করা আবৃত্তি, কবিতা ও বয়ান শুনলে সওয়াব পাওয়া যায়।

ফাতওয়া বায়্যিনাতে আছে:-

الدر المختار ٥٣٤/١ كتاب الطهارة، مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء.

قرآن مجید اصل میں حروف و نقوش سے عبارت ہے موبائل ڈیجیٹل قرآن میں وہ حروف بنی ہوئی حالت میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ جب بٹن دبایا جاتا ہے تو مخصوص شعاعیں حرکت میں آتی ہیں اور وہ حروف کے سانچہ میں ڈھلنے لگتی ہیں۔اس لئے اس حقیر کی رائے یہ ہے کہ جس وقت اس کے اسکرین پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے حالت میں موجود ہوں۔وہ قرآن کے حکم میں ہے۔ان کو بغیر وضو کے چھونا درست نہیں۔البتہ اگر کوئی بیرونی غلاف موبائل کے اوپر موجود ہو جیسا کہ آج کل پلاسٹک غلاف موبائل کی حفاظت کے لئے اوپر سے لگایا جاتا ہے اور اسے کھول کر بہ آسانی الگ بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر اس غلاف کے اوپر سے چھونا جائز ہوگا۔کیوں کہ وہ ایسے بیرونی غلاف کے حکم میں ہے جو قرآن مجید کے ساتھ سلا ہوا نہیں ہوتا۔جب تک اسکرین پر حروف سنے نہیں ہیں موبائل کے اندر موجود شعاعوں کی مثال اس روشنائی کی سی ہے۔جس سے قرآن مجید لکھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو روشنائی ابھی قرآنی حروف کے سانچہ میں ڈھل نہ ہوا اس کو بغیر وضو کے چھونے میں کوئی قباحت نہیں۔

وراجع أيضا "کتاب الفتاوی" ١٧٧/٧ قرآن مجید کے متعلق مسائل۔ڈیجیٹل قرآن کو بے وضو چھونا. و "کتاب النوازل" ٣/١٦. کتاب الطهارة، وضو کے مسائل، ڈیجیٹل قرآن کریم کی اسکرین کو بغیر وضو کے چھونا۔

موبائل میں قرآن کریم کی ایپ رکھنا

سوال- موبائل میں قرآن کا ایپ رکھ سکتے ہیں؟ موبائل کو کھولتے ہیں تو ہر قسم کے پرچار بھی آتے ہیں۔کیا موبائل میں قرآن کا ایپ رکھنا درست ہے؟

جواب- موبائل میں قرآن کریم کی ایپ رکھنا اور اس میں تلاوت کرنا درست ہے، البتہ جب قرآن کریم اسکرین پر کھلا ہو تو اس (قرآن والے صفحہ) کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔نیز موبائل کو ہر قسم کی خرافات سے پاک رکھنا لازم ہے۔(چاہے اس میں قرآن کریم کی ایپ موجود ہو یا نہیں)۔فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144411100663-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত শুনার উপর সওয়াব অবশ্যই পাবে। এজন্য রেকর্ডকৃত তেলাওয়াতেও সেই আদব রয়েছে; যা আসল তেলাওয়ার শুনার জন্যও রয়েছে।[৩৮]

কুরআন কপি ও মোবাইলে কুরআন পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

৩৮. **প্রশ্ন :** পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা এবং মোবাইল ফোনে তেলাওয়াতের সওয়াবের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : কুরআনের কপিতে কুরআন পড়া উত্তম। কেননা কপি দেখা, স্পর্শ করা, এবং হাতে তুলে নেওয়া কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন। এতে অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগও রয়েছে। এটাতে আদবও সম্মানও অধিক হয়। এগুলো সবই সওয়াবের মাধ্যম। অথচ এগুলো মোবাইল ফোনে পাওয়া যায় না। তাই যথাসম্ভব কুরআন কপি থেকে

---

৩৮. বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৪০, ফাতাওয়া বায়্যিনাত ৪/৪২২, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০৩১০১৫৪৮

بِخِلَافِ السَّمَاعِ من الْبَبْغَاءِ وَالصَّدَى فإن ذلك ليس بِتِلَاوَةٍ وَكَذَا إذَا سمع من الْمَجْنُونِ لِأَنَّ ذلك ليس بِتِلَاوَةٍ صَحِيحَةٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِانْعِدَامِ التَّمْيِيزِ.

بدائع الصنائع ٤٤٠/١ كتاب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة.

وراجع أيضا "فتاوی بینات" ٤٤٠/٤ کتاب الحظر والإباحة، ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت اور موسیقی سننے کا حکم.

موبائل پر تلاوت اور بیانات وغیرہ سننے سے ثواب کا حکم

سوال- کیا موبائل میں قرآن اور نظم اور بیانات سننے کی وجہ سے ثواب ملے گا؟

جواب- جس طرح براہ راست تلاوت، نظم اور بیانات سننے سے ثواب ملتا ہے اسی طرح موبائل میں بھی ریکارڈ شدہ یا بذریعہ کسی ایپ تلاوت، نظم اور بیانات سننے کا ثواب ملتا ہے۔

فتاوی بینات میں ہے:

"ریکارڈ شدہ تلاوت سننے پر ثواب ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ ریکارڈ شدہ تلاوت کے بھی وہی آداب ہیں جو اصل تلاوت سننے کے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (رحمہ اللہ) "جدید آلات" میں تحریر فرماتے ہیں:

"یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم جب اس میں (ٹیپ ریکارڈ میں) پڑھنا جائز ہے تو اس کا سننا بھی جائز ہے، شرط یہ کہ ایسی مجلسوں میں نہ سنا جائے جہاں لوگ اپنے کاروبار یا دوسرے مشاغل میں لگے ہوں، یا سننے کی طرف متوجہ نہ ہوں، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا"۔

(کتاب الحظر والاباحۃ، ج4، ص422، ط: مکتبہ بینات) فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144503101548- دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

পড়ার চেষ্টা করবে। আর কখনও প্রয়োজন হলে মোবাইল থেকে পড়ে নিবে। এতেও কুরআন পাঠের সওয়াব পাবে। তুলনামূলক কুরআন কপিতে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে; ইন শা আল্লাহ।[৩৯]

মোবাইলে তেলাওয়াত ও অযু করা

৩৯. **প্রশ্ন :** মোবাইল ফোনে কুরআন তেলাওয়াত করা কেমন? আর মোবাইলে তেলাওয়াত করার জন্য অযু করা আবশ্যক?

উত্তর : মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকলে অযু ছাড়া মোবাইলের বিভিন্ন পাশে স্পর্শ করা এবং ধরাও বৈধ। তবে যখন কুরআন স্ক্রীনে খোলা থাকে এবং স্ক্রীনে কুরআনের আয়াত প্রদর্শিত হয়; তখন অযু ছাড়া স্পর্শ করা নাজায়েয।[৪০]

---

[৩৯]. আলমু'জামুল কাবীর হা. ৬০১, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৫২০০৩০৪

"قال رسول الله ﷺ : " «قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة، وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى ألفي درجة."

المجعم الكبير رقم ٦٠١_ ، باب الألف، أوس بن حذيفة الثقفي ﷺ، باب في فضل قراءة القرآن.

کیاقرآنِ مجید کو موبائل اور مصحف میں پڑھنے کے ثواب میں فرق ہے؟

سوال-قرآنِ پاک کی کتاب میں تلاوت اور موبائل میں محفوظ قرآن پاک میں تلاوت کرنے کے ثواب میں کوئی فرق ہے؟

جواب-قرآنِ مجید مصحف میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے،اس لیے کہ مصحف کو دیکھنا،اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا یہ اس کا احترام ہے، اور اس میں معانی میں زیادہ تدبر کا موقع ملتا ہے، نیز اس میں ادب بھی زیادہ ہے،اور یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں موبائل میں حاصل نہیں ہوتیں،اس لیے جہاں تک ہوسکے مصحف ہی سے پڑھا جائے،اگر کبھی ضرورت ہو تو موبائل سے پڑھ لیں،اللہ کی ذات سے امید ہے اس پر بھی قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔

فتوی نمبر : 144105200304-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪০]. সুরা ওয়াকিয়া ৭৯, আলমুহিতুল বুরহানী ১/২১৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৪৭-৩৪৮, হাশিয়াতুল শিলবী.../..., জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০২১০১৪০৬

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ.

سورة الواقعة الآية: ٧٩.

"(و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف: أي ما فيه آية كدرهم وجدار، وهل مس نحو التوراة كذلك؟ ظاهر كلامهم لا (إلا بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرة به يفتى، وحل قلبه بعود."

মোবাইলে কুরআন ডাউনলোড ও তেলাওয়াত

৪০. প্রশ্ন : মোবাইলে কুরআন রাখা যাবে?

উত্তর : মোবাইলে কুরআন ডাউনলোড করা এবং মোবাইল থেকে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। তবে যখন মোবাইল স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকলে তখন স্পর্শ করার জন্য অযু থাকা আবশ্যক। স্ক্রীন ব্যতিত মোবাইলের অন্যান্য অংশে অযু ছাড়া স্পর্শ করতে পারে।[৪১]

الدر المختار ١/٣٤٧-٣٤٨ كتاب الطهارة، مطلب: يطلب الدعاء على ما يشمل الثناء.

وراجع أيضا "المحيط البرهاني" ١/٢١٩ كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب.

موبائل پر قرآن پاک پڑھنااوراس کے لیے وضو کرنا

سوال-موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟اور آیاموبائل میں تلاوت کرنے کیلئے وضو کرناضروری ہے یانہیں؟

جواب-موبائل فون میں دیکھ کر قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے،اورا گراسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو موبائل کو بے وضو مختلف اطراف سے چھونااور پکڑنا بھی جائز ہے،البتہجس وقت قرآنِ کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہواور اسکرین پر قرآنی آیات نمودار ہوں تو ایسی صورت میں اسا سکرین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔

فتوی نمبر: 144502101406-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪১]. সুরা ওয়াকিয়া ৭৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৪৭-৩৪৮, ৫৩৩-৫৩৬, রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৮, আলবাহরুর রায়েক ১/৩৩৮, কিতাবুল ফাতাওয়া ৭/১৭৭, কিতাবুন নাওয়াযেল ৩/১০৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৯২০০২৯৬

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ.

سورة الواقعة، الآية ٧٩.

قوله يَمْنَعُ صَلَاةً وَصَوْمًا شروع في بيان أحكامه فذكر بعضها ولا بأس ببيانها... قوله فَتَقْضِيهِ دُونَهَا أي فتقضي الصوم لزوما ... قوله وَدُخُولُ مَسْجِدٍ أي يمنع الحيض دخول المسجد... وقوله وَالطَّوَافَ أي يمنع الحيض الطواف بالبيت... قوله وَقُرْبَانَ ما تَحْتَ الأزار أي يمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزاره... قوله وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ أي يمنع الحيض قراءن القرآن... قوله وَمَسُّهُ إِلَّا بِغِلَافِهِ أي تمنع الحائض مس القرآن.

البحر الرائق ١/٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٤٨ كتاب الطهارة، باب الحيض.

وراجع أيضا "الدر المختار" ١/٣٤٧-٣٤٨ كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء. ١/٥٣٣-٥٣٦ كتاب الطهارة، باب الحيض. و"كتاب الفتاوى" ٧/١٧٧ قرآن مجید کے متعلق مسائل۔ڈیجیٹل قرآن کو بے وضو چھونا. و"كتاب النوازل" ٣/١٠٦ كتاب الطهارة، وضو کے مسائل،ڈیجیٹل قرآن کریم کی اسکرین کو بغیر وضو کے چھونا۔

موبائل میں قرآنِ مجید ڈاؤن لوڈ کرنااور موبائل سے قرآن کی تلاوت کرنا

سوال- کیاقرآن پاک کوموبائل میں رکھ سکتے ہیں؟

মোবাইল ও ল্যাপটপে তেলাওয়াত

৪১. প্রশ্ন : মোবাইল ও ল্যাপটপে তেলাওয়াত করা কি জায়েয?

উত্তর : মোবাইল ও ল্যাপটপে তেলাওয়াত করতে পারেন। এটা নিষেধ নয়। তবে অযু ছাড়া স্ক্রীন স্পর্শ করবেন না। স্ক্রীন ছাড়া মোবাইলের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করতে পারবেন।[৪২]

جواب- موبائل میں قرآنِ مجید ڈاؤن لوڈ کرنا اور موبائل سے قرآن کی تلاوت کرنا دونوں جائز ہے، البتہ جب موبائل اسکرین پر قرآنِ مجید کھلا ہو تو اسے چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اسکرین کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو بلاوضو چھو سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144109200296-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪২]. সুরা ওয়াকিয়া ৭৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৪৭-৩৪৮, ৫৩৩-৫৩৬, রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৮, আলবাহরুর রায়েক ১/৩৩৮, কিতাবুল ফাতাওয়া ৭/১৭৭, কিতাবুন নাওয়াযেল ৩/১০৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৩৯০৯২০০৬০১

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ.

سورة الواقعة، الآية ٧٩.

(وَ) يَحْرُمُ بِهِ (طَوَافٌ) لِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ فِيهِ (وَ) يَحْرُمُ (بِهِ) أَيْ بِالْأَكْبَرِ (وَبِالْأَصْغَرِ) مَسُّ مُصْحَفٍ: أَيْ مَا فِيهِ آيَةٌ كَدِرْهَمٍ وَجِدَارٍ.

(وَ) يَمْنَعُ حِلَّ (دُخُولِ مَسْجِدٍ وَ) حِلَّ (الطَّوَافُ) وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ وَشُرُوعِهَا فِيهِ (وَقُرْبَانُ مَا تَحْتَ إزَارٍ) يَعْنِي مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ، وَحَلَّ مَا عَدَاهُ مُطْلَقًا. وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ وَمُبَاشَرَتُهَا لَهُ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ. (وَقِرَاءَةُ قُرْآنٍ) بِقَصْدِهِ (وَمَسُّهُ) وَلَوْ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ (وَإِلَّا بِغِلَافِهِ).

الدر المختار ٣٤٧/١-٣٤٨ كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء. ٥٣٣/١-٥٣٦ كتاب الطهارة، باب الحيض.

وراجع أيضا "البحر الرائق" ٣٣٥/١، ٣٣٨، ٣٤٥، ٣٤٨ كتاب الطهارة، باب الحيض. و"کتاب الفتاوی" ١٧٧/٧ قرآن مجید کے متعلق مسائل۔ ڈیجیٹل قرآن کو بے وضو چھونا۔

موبائیل اور لیپ ٹاپ پر تلاوت کرنا

سوال- موبائیل اور لیپ ٹاپ پر تلاوت جائز ہے؟

جواب- موبائل اور لیپ ٹاپ میں تلاوت کرسکتے ہیں، منع نہیں ہے، البتہ بے وضو اسکرین کو ہاتھ نہ لگائیں، اسکرین کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو چھو سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 143909200601-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

মটরসাইকেল চালাতে কুরআন তেলাওয়াত

৪২. **প্রশ্ন :** আমি মটরসাইকেল চালাতে গান শুনে থাকি। কিন্তু এখন কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে চাই। মৃত্যু এলেও তো তেলাওয়াত শুনব। আর আমি বাইক চালানোর সময় কিছু শুনতে পছন্দও করি। তাহলে গানের অভ্যাস ছেড়ে মটরসাইকেল চালাতে কুরআন শুনতে পারব কি? এটা বেআদবী হবে না তো?

উত্তর : মটরসাইকেল চালানোর সময় পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে পারেন। এতে কোন বেআদবী নেই।[৪৩]

ফিল্ম দেখা মোবাইলে কুরআন রাখা ও পড়া

৪৩. **প্রশ্ন :** একই মোবাইলে মুভি বা অশ্লীল ভিডিও রেখেও কুরআনের সফটওয়ার রাখা ও পড়া যায় কি না? এটা জনসাধারণের প্রশ্ন।

উত্তর : জীব-জন্তুর ছবি, ভিডিও, মুভি দেখা শরীয়াতে অবৈধ এবং মারাত্মক গুণাহ। তাই মোবাইলকে এসব খারাপ জিনিস থেকে দূরে রাখা আবশ্যক। আর কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আদবের দিকে লক্ষ রেখে মাসহাফে কুরআন পাঠ করা অধিকতার আদব। কিন্তু মোবাইল ফোন দেখে কুরআন পড়াও জায়েয আছে। এটাকে মাসহাফ দেখে পড়ার মত গণ্য করা হবে। কিন্তু মোবাইল ফোনে ভিডিও, ফিল্ম, গেম থাকলে তার পরিশুদ্ধি আবশ্যক। তবে ভিডিও, ফিল্ম, গেম থাকার কারণে কুরআন তেলাওয়াত ছাড়বে না। কেননা সাধারণত সব জায়গায় মাসহাফ পাওয়া যায় না; আর হাতে নিয়ে কুরআন পড়া সম্ভবও হয় না। মানুষ এটা ভাবে যে, যে মোবাইলে আমরা তেলাওয়া করি; সেখানে ভিডিও কেন দেখি?

---

[৪৩]. জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া-১৪৪৩০৭১০০৯১৬

موٹر سائیکل چلاتے ہوئے قرآن کریم سننا کیسا ہے ؟

سوال-میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گانے سنتا تھا۔ مگر اب میں چاہتا ہوں میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ موت آئے تو تلاوت سنتے ---اور مجھے شوق بھی ہے موٹر سائیکل چلاتے کچھ نہ کچھ سننے کا-۔ لہذا گانے کی عادت چھوڑ کر کیا میں قرآن سن سکتا ہوں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں ؟

جواب-جی ہاں ! آپ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سن سکتے ہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر : 144307100916-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

সিনেমা দেখা ছেড়ে দিলে গুনাহ থেকেও বাঁচবে। বরং মোবাইলে তেলাওয়াত কল্যাণেরও কারণ হবে। নতুবা তেলাওয়াতও থেকে যাবে; এবং সিনেমা দেখে সময় নষ্ট হওয়ার গুণাহও নিজের জায়গায় থেকে যাবে।

অতএব মোবাইলে কুরআন রাখা, তেলাওয়াত করা বৈধ। এমন মোবাইল ফোন ছবি, ভিডিও থেকে পরিস্কার করা উচিত। তেলাওয়াত পরিত্যাগ করা উচিত নয়।[৪৪]

অশ্লীল জিনিস মোবাইলে রেখে কুরআন রাখা কি বেআদবী

৪৪. **প্রশ্ন** : বর্তমান সময়ে অনেক দীনদার মুসলিমের মোবাইলে কুরআনও থাকে; আবার তারা তেলাওয়াতও করেন; অথচ তাদের

---

[৪৪]. কিতাবুন নাওয়াজিল ১৫/৭৩, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০৩১০১৮৪৪

وراجع "کتاب النوازل" ۱۵/۷۳ کتاب الحظر والاباحة، قران کریم اور کتب دینیہ وغیرہ کے آداب.

جس موبائل میں فلمیں دیکھی جاتی ہوں اس میں قرآن رکھنا اور پڑھنا

سوال- کیا موبائل میں قرآن مجید رکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جبکہ اسی موبائل میں فلمیں یا فحش فلمیں بھی دیکھی جارہی ہیں یا اس میں اس طرح کی چیزیں موجود ہے؟ عوام کا یہ سوال ہے۔ جواب مدلل مرحمت فرمائیں۔

جواب- جان دار کی تصاویر، ویڈیوز اور فلمیں دیکھنا شرعاناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے، لہذا موبائل میں مذکورہ تمام کاموں کو ترک کرنا ضروری ہے، موبائل کو ان خرافات سے پاک کرنا چاہیے۔

جہاں تک تلاوتِ کلام پاک کی بات ہے تو قرآنِ مجید کو آداب کی رعایت کے ساتھ باقاعدہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ ادب ہے، لیکن موبائل میں دیکھ کر قرآنِ مجید پڑھنا بھی درست ہے، اس میں بھی مصحف میں دیکھ کر ہی پڑھنا شمار ہوگا۔

سوال میں ذکر کردہ شبہ کی اس پہلو سے اصلاح کی ضرورت ہے کہ موبائل میں ویڈیوز اور فلمیں نہ دیکھی جائیں، اور گیمز نہ کھیلے جائیں، نہ یہ کہ ویڈیوز، فلمیں اور گیمز تو نہ چھوڑیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت ترک کردیں! کیوں کہ عموماً ہر جگہ مصحف دست یاب ہونا، اور قرآنِ مجید کا نسخہ ہاتھ میں لے کر پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اگر لوگ یہ سوچ کر کہ جس موبائل میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں ویڈیوز کیوں دیکھیں؟ فلم بینی ترک کردیں تو نہ صرف گناہ سے بچ جائیں گے، بلکہ موبائل میں تلاوت کرنا باعثِ خیر بھی ہو جائے گا۔ ورنہ تلاوت بھی رہ جائے گی اور فلم بینی اور عبث میں ضیاعِ وقت کا گناہ بھی اپنی جگہ رہے گا۔

حاصل یہ ہے کہ قرآنِ کریم موبائل میں محفوظ کرنا اور تلاوت کرنا درست ہے، ایسے موبائل کو تصاویر اور ویڈیوز سے پاک کردینا چاہیے، تلاوت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144503101844 -دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

মোবাইলে ছবি, ভিডিওও থাকে। এমতাবস্থায় মোবাইলে কুরআন রাখা বেআদবী ও অসম্মানী হবে কি না?

উত্তর : জীব-জন্তুর ছবি, ভিডিও, মুভি দেখা, ছবিযুক্ত গেম খেলা অবৈধ। আর ছবি ছাড়া গেমও লাহু ও লা'ব হওয়ার কারণে কারাহাত থেকে খালি নয়। তাই মোবাইলে এসব কাজ ছেড়ে দেয়া আবশ্যক। আর মোবাইলকে এসব খারাপ জিনিস থেকে পরিস্কার করা উচিত। আর কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আদবের দিকে লক্ষ্য রেখে মাসহাফে কুরআন পাঠ করা অধিকতর আদব। কিন্তু মোবাইল ফোন দেখে কুরআন পড়াও জায়েয আছে। এতে মাসহাফ দেখে পড়ার মত গণ্য করা হবে। তবে মোবাইল ফোনে ভিডিও, ফিল্ম, গেম থাকলে তার পরিশুদ্ধি আবশ্যক। তবে ভিডিও, ফিল্ম, গেম থাকার কারণে কুরআন তেলাওয়াত ছাড়বে না। কেননা সাধারণত সব জায়গায় মাসহাফ পাওয়া যায় না; আর হাতে নিয়ে কুরআন পড়া সম্ভবও হয় না। মানুষ এটা ভাবে যে, যে মোবাইলে আমরা তেলাওয়া করি; সেখানে ভিডিও কেন দেখে? সিনেমা দেখা ছেড়ে দিলে গুনাহ থেকেও বাঁচবে। বরং মোবাইলে তেলাওয়াত দ্বারা কল্যানেরও কারণ হবে। নতুবা তেলাওয়াতও থেকে যাবে; এবং সিনেমা দেখে সময় নষ্ট হওয়ারও গুণাহও নিজের জায়গায় থেকে যাবে। অতএব মোবাইলে কুরআন রাখা, তেলাওয়াত করা বৈধ। এমন মোবাইল ফোন ছবি, ভিডিও থেকে পরিস্কার করা উচিত। তেলাওয়াত পরিত্যাগ করা উচিত নয়।[৪৫]

---

[৪৫]. জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া-১৪৪১০৮২০১৯২২

ناجائز امور موبائل میں ہوں تو قرآن رکھنا بے ادبی ہے؟

سوال-آج کل اکثر دین دار مسلمانوں کے موبائل میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور وہ اس سے تلاوت بھی کرتے ہیں، جب کہ اس موبائل میں تصاویر اور ویڈیوز بھی محفوظ ہوتی ہیں، ایسی صورت میں قرآن مجید کو موبائل میں محفوظ کرنا قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی میں شمار ہوگا یا نہیں؟

মোবাইলে অযু ছাড়া তেলাওয়াত

৪৫. **প্রশ্ন :** স্মার্ট ফোনে কুরআনের এ্যাপ ডাউনলোড করা হয়। অযু করে রুমে বসে তেলাওয়াত করতে গিয়ে অযু ভেঙ্গে যায়। অযু ছাড়া মোবাইলে কুরআনের তেলাওয়াত চালিয়ে যেতে পারব?

উত্তর : মোবাইল দেখে কুরআন পড়া জায়েয। যেহেতু কুরআন স্পর্শ না করে তেলাওয়াত করা জায়েয; সেহেতু মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে অযু ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকলে অযু ছাড়া মোবাইলকে বিভিন্ন দিক থেকে স্পর্শ করা ও ধরে রাখাও জায়েয। তবে অযু ছাড়া স্ক্রীন স্পর্শ করা নাজায়েয। কারণ স্ক্রীনে যখন কুরআন খোলা থাকে; তখন স্ক্রীন স্পর্শে কুরআন স্পর্শ করার বিধান আবর্তিত হয়। আর উত্তম হল, অযু সহ কুরআন তেলাওয়াত করা।[৪৬]

جواب- جان دار کی تصاویر، ویڈیوز اور فلمیں دیکھنا اور تصاویر والے گیمز کھیلنا ناجائز ہے، اور بغیر تصاویر والے گیم بھی لہو ولعب ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی نہیں، لہذا موبائل میں مذکورہ تمام کاموں کو ترک کرنا ضروری ہے، موبائل کو ان خرافات سے پاک کرنا چاہیے۔

جہاں تک تلاوتِ کلام پاک کی بات ہے تو قرآنِ مجید کو آداب کی رعایت کے ساتھ باقاعدہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ ادب ہے، لیکن موبائل میں دیکھ کر قرآنِ مجید پڑھنا بھی درست ہے، اس میں بھی مصحف میں دیکھ کر ہی پڑھنا شمار ہوگا۔

سوال میں ذکر کردہ شبہ کی اس پہلو سے اصلاح کی ضرورت ہے کہ موبائل میں ویڈیوز اور فلمیں نہ دیکھی جائیں، اور گیمز نہ کھیلے جائیں، نہ یہ کہ ویڈیوز، فلمیں اور گیمز تو نہ چھوڑیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت ترک کردیں! کیوں کہ عموماً ہر جگہ مصحف دست یاب ہونا، اور قرآنِ مجید کا نسخہ ہاتھ میں لے کر پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اگر لوگ یہ سوچ کر کہ جس موبائل میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں ویڈیوز کیوں دیکھیں؟ فلم بینی ترک کردیں تو نہ صرف گناہ سے بچ جائیں گے، بلکہ موبائل میں تلاوت کرنا باعثِ خیر بھی ہوجائے گا۔ ورنہ تلاوت بھی رہ جائے گی اور فلم بینی اور عبث میں ضیاعِ وقت کا گناہ بھی اپنی جگہ رہے گا۔

حاصل یہ ہے کہ قرآنِ کریم موبائل میں محفوظ کرنا اور تلاوت کرنا درست ہے، ایسے موبائل کو تصاویر اور ویڈیوز سے پاک کردینا چاہیے، تلاوت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144108201922-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪৬]. সুরা ওয়াকিয়া ৭৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৪৭-৩৪৮, ৫৩৩-৫৩৬, রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৮, আলবাহরুর রায়েক ১/৩৩৭, কিতাবুল ফাতাওয়া ৭/১৭৭, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০৮১০১০৮৪

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ.

سورة الواقعة، الآية ٧٩.

মোবাইলে অযুহীন কুরআন তেলাওয়াত ও দীনি বই পড়া

৪৬. **প্রশ্ন :** মোবাইল ফোনে এমন এ্যাপ রয়েছে; যেখানে কুরআন, হাদীস, সিরাত, ইত্যাদি বিষয় আছে। আমার জন্য অযু ছাড়া মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য মাসআলা অধ্যয়ন করা কি জায়েয হবে?

উত্তর : অযু ছাড়া মোবাইল ফোনে তেলাওয়াত ও অন্যান্য দীনি বই পড়া জায়েয। তবে স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকলে; অযু ছাড়া স্ক্রীন স্পর্শ করা নাজায়েয। তা ছাড়া মোবাইলের অন্যান্য অংশে স্পর্শ করা জায়েয। তেমনিভাবে কোন কিতাব এমনভাবে খোলা থাকল; যাতে কুরআনের আয়াত রয়েছে; উক্ত আয়াতকে অযু ছাড়া স্পর্শ করা নাজায়েয।[৪৭]

وراجع أيضا "الدر المختار" ٣٤٧/١-٣٤٨ كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء. ٥٣٣/١-٥٣٦ كتاب الطهارة، باب الحيض. و"البحر الرائق" ٣٣٥/١، ٣٣٨، ٣٤٥، ٣٤٨ كتاب الطهارة، باب الحيض.

و"کتاب الفتاوی" ١٧٧/٧ علم سے متعلق مسائل۔ڈیجیٹل قرآن کو بے وضو چھونا.

موبائل پر بغیر وضو تلاوت کرنا

سوال-اسمارٹ فون میں قرآن مجید کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔وضو کر کے اپنے روم میں تلاوت کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیابغیر وضو کے موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں۔

جواب-موبائل میں دیکھ کر قرآنِ مجید پڑھنا جائز ہے۔چوں کہ قرآنِ کریم کو دیکھ کر ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کرنا جائز ہے،اس لیے موبائل فون میں دیکھ کر بغیر وضو قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے،اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو موبائل کو مختلف اطراف سے چھونااور پکڑنا بھی جائز ہے،البتہ اسکرین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے،کیوں کہ جس وقت قرآنِ کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کریم کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے،اور افضل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت با وضو ہو کر کی جائے۔

فتوی نمبر: 144408101084-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪৭]. জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া-১৪৪০১২২০১৮২১

موبائل فون پر بغیر وضو کے قرآنِ پاک کی تلاوت اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے کا حکم

سوال-میں نے " اسلام ون" کی ایپ موبائل فون میں کی ہوئی ہے،جس میں قرآنِ پاک اور احادیث وسیرت النبی موجود ہیں۔کیا موبائل فون پر بغیر وضو کے تلاوت ودیگر مسائل کے مطالعہ کی شرعی طور پر اجازت ہے کیا؟

جواب-موبائل فون پر بغیر وضو کے تلاوت اور دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرنا جائز ہے،البتہ اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اسکرین کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں ہے،اس کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو مختلف اطراف سے چھونا جائز ہے،اسی طرح اگر کسی کتاب کاایسا صفحہ کھلا ہوا ہو جس میں قرآنِ مجید کی آیت موجود ہو تو آیتِ قرآنی کو اسکرین پر بلاوضو چھونا جائز نہیں ہوگا۔

অযুহীন টাচ মোবাইলে তেলাওয়াতে স্ক্রীন স্পর্শ নাজায়েয

৪৭. **প্রশ্ন :** টাচ মোবাইলে অযু ছাড়া কুরআর স্পর্শ করা কেমন?

উত্তর : যেভাবে কুরআনের দিকে তাকিয়ে স্পর্শ না করে তেলাওয়াত করা জায়েয। তেমনিভাবে মোবাইলে দেখে অযু ছাড়া কুরআনের তেলাওয়াতও জায়েয। স্ক্রীনে কুরআন খোলা হলে অযু ছাড়া মোবাইলকে বিভিন্ন পাশ দিয়ে স্পর্শ করা এবং ধরাও জায়েয। তবে স্ক্রীনে কুরআনের লেখা দৃশ্যমান হলে সেখানে স্পর্শ করা নাজায়েয। কেননা যখন স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকে; তখন স্ক্রীন স্পর্শ করা কুরআন স্পর্শের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।[৪৮]

لیکن قرآنِ مجید مصحف میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ مصحف کو دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا یہ اس کا احترام ہے، اور اس میں معانی میں زیادہ تدبر کا موقع ملتا ہے، اور یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں موبائل میں حاصل نہیں ہوتیں، اور زیادہ ثواب والے کام کو چھوڑ کر کم ثواب والے کام کو اختیار کرنا خلافِ اولی اور خلافِ تقوی ہے؛ اس لیے جہاں تک ہوسکے مصحف ہی سے پڑھا جائے، اگر کبھی ضرورت ہو تو موبائل سے پڑھ لیں، ورنہ عام حالات خصوصاً مسجد میں جہاں سہولت سے قرآن میسر بھی ہیں وہاں موبائل کے بجائے مصحف سے قرآنِ مجید پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاہم ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نیز قرآنِ کریم کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ موبائل میں غیر شرعی اشیاء (جان دار کی تصاویر اور ویڈیوز، موسیقی وغیرہ) محفوظ نہ رکھی جائیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144012201821 - دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪৮]. সুরা ওয়াকিয়া ৭৯, মুআত্তায়ে মালেক হা. ৪৬৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৪৭-৩৪৮, রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া-১৪৪৫০৩১০০১৯৮

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم :أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر.

الموطا للامام مالك رقم الحديث ٤٦٩.

وراجع أيضا "سورة الواقعة"، الآية ٧٩. و"الدر المختار" ٣٤٧/١-٣٤٨ كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء. و"رد المحتار" ٣٤٨/١ كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء.

بغیر وضو ٹچ موبائل پر قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اسکرین کو چھونا درست نہیں

سوال- ٹچ موبائل پر بغیر وضوء قرآن مجید کا چھونا کیسا ہے؟

جواب- واضح رہے کہ جس طرح قرآنِ کریم کو دیکھ کر ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، اسی طرح موبائل فون میں دیکھ کر بے وضو قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو موبائل کو مختلف اطراف سے چھونا اور پکڑنا بھی جائز ہے، البتہ اسکرین کو جہاں قرآن کریم کی تحریر نظر آ رہی ہو اسے بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جس وقت قرآنِ کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے۔

অযু ছাড়া মোবাইল স্ক্রীনে কুরআন স্পর্শ করা

৪৮. **প্রশ্ন :** টাচ ফোনে অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা কেমন?

উত্তর : মোবাইলের স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকলে অযু ছাড়া মোবাইলের আশপাশ স্পর্শ করা, ধরা জায়েয। তবে স্ক্রীনে অযু ছাড়া স্পর্শ করা নাজায়েয। কেননা যে সময় কুরআন স্ক্রীনে খোলা থাকবে; সে সময় স্ক্রীন স্পর্শ করা কুরআন স্পর্শ করার বিধান হবে।[৪৯]

মোবাইল স্ক্রীনে কুরআন খোলাবস্থায় অযুহীন স্পর্শ

৪৯. **প্রশ্ন :** অযু ছাড়া মোবাইলে কুরআন পড়া অর্থাৎ কুরআন ওপেন করে অযু ছাড়া স্ক্রীন স্পর্শ করা কি জায়েয?

উত্তর : স্ক্রীনে কুরআনের আয়াত প্রদর্শিত হলে স্ক্রীন অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না।[৫০]

فتوی نمبر: 144503100198-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৪৯]. আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৪৭-৩৪৮, রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০৪১০১৬১৫

(قوله: أي ما فيه آية إلخ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا، من إطلاق اسم الكل على الجزء، أو من باب الإطلاق والتقييد. قال ح: لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب: أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر، وقيد بالآية؛ لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني. وينبغي أن يجري هنا ما جرى في قراءة ما دون آية من الخلاف، والتفصيل المارين هناك بالأولى؛ لأن المس يحرم بالحدث ولو أصغر، بخلاف القراءة فكانت دونه تأمل."

رد المحتار ٣٤٨/١ كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء.

وراجع أيضا "الدر المختار" ٣٤٧/١-٣٤٨ كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء.

بغیر وضو موبائل کی اسکرین میں قرآن کو چھونا

سوال- ٹچ فون پر بغیر وضوء قرآن مجید کا چھونا کیسا ہے؟

جواب- اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو موبائل کو مختلف اطراف سے چھونا اور پکڑنا تو جائز ہے، البتہ اسکرین کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جس وقت قرآنِ کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے۔

فتوی نمبر: 144404101615-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৫০]. সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৭৯, রদ্দুল মুহতার ১/৫৩৬, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৯৩, আলজাওহারাতুন নায়্যারাহ ১/৪৮, আললুবাব ফি শরহিল কিতাব ২/৮৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৬২০১০৪১

মোবাইল প্রটেক্টরের উপরে অযুহীন কুরআন স্পর্শ

৫০. **প্রশ্ন :** মোবাইল ফোনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গে ফাতওয়ায় বলা হয়েছে, অযু ছাড়া মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে খুলে পড়তে পারবে। কিন্তু মোবাইল ফোনের স্ক্রীনে হাত দ্বারা স্পর্শ করার জন্য অযু আবশ্যক। আর পৃষ্ঠা পরিবর্তন করার সময় স্ক্রীন স্পর্শ করা আবশ্যক হয়।

এখন প্রশ্ন হল, মোবাইল ফোনের স্ক্রীন রক্ষা করার জন্য স্ক্রীনে একটি প্রটেক্টর গ্লাস কয়েক মিলিমিটার মোটা। এমতাবস্থায় মোবাইলের স্ক্রীনে কুরআন খোলা অবস্থায় অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে?

উত্তর : মোবাইল ফোনের স্ক্রীনে যে প্রটেক্টর লাগানো হয়; সেটিও স্ক্রীনের অংশ হয়ে যায়। আর প্রটেক্টর ছাড়া স্ক্রীন টাচ করে যে কাজ করা যায়; সেই একই কাজ প্রটেক্টরের উপর থেকে করা যায়। অতএব প্রটেক্টর মোবাইল ফোনের স্ক্রীনের অংশ হওয়ায়; প্রটেক্টরের উপর থেকে মোবাইল ফোন খুলে কুরআনকে অযু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয হবে না।[৫১]

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

سورة الواقعة، الآية: ٧٩.

(قَوْلُهُ وَمَسُّهُ) أَيْ الْقُرْآنِ وَلَوْ فِي لَوْحٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ حَائِطٍ........ (قَوْلُهُ إلَّا بِغِلَافِهِ الْمُنْفَصِلِ) أَيْ كَالْجِرَابِ وَالْخَرِيطَةِ دُونَ الْمُتَّصِلِ كَالْجِلْدِ الْمُشْرِزِ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ تَبَعٌ لَهُ.

"رد المحتار" ٥٣٦/١ كتاب الطهارة، باب الحيض.

وراجع أيضا "الفتاوى الهندية" ٩٣/١ كتاب الطهارة، الباب السادس: في الدماء المختصة بالنساء. والجوهرة النيرة ٤٨/١ كتاب الطهارة، باب الحيض. و"اللباب في شرح الكتاب ٨٨/٢ كتاب الطهارة، باب الحيض.

موبائل کی اسکرین بے وضو چھونا جب کہ قرآنِ پاک کھلا ہو

سوال- کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآنِ مجید پڑھنا یعنی قرآن کو اوپن کر کے بغیر وضو کے سکرین کو چھونا یہ جائز ہے؟

جواب- اسکرین پر جب قرآنِ کریم کی آیات نظر آ رہی ہوں تو اسکرین کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144106201041- دار الافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৫১]. সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৭৯, রদ্দুল মুহতার ১/৫৩৬, আললুবাব ফি শরহিল কিতাব ২/৮৮, আলজাওহারাতুন নায়্যারা ১/৪৮, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৯৩, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৫২০০৯৯৮

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

سورة الواقعة، الآية: ٧٩.

وكذا لا يجوز له وضع الأصابع على الورق الكتوب فيه؛ لأنه تبع له، وكذا مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو درهم أو غير ذلك، إذا كان آية تامة، إلا بصرته.

ডিজিটাল ডিভাইসে অযুহীন কুরআন স্পর্শে প্রাধান্য মতামত

৫১. **প্রশ্ন :** কেউ বলেন, অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। আবার কেউ বলেন, অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে। এ দু'মতের মধ্যে প্রাধান্য মত কোনটি?

উত্তর : মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপে কুরআন তেলাওয়াত করার ক্ষেত্রে অযু ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ কি অবৈধ; এ বিষয়ে সমসাময়িক আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

১. কতিপয় আলেম বলেন, ডিজিটাল স্ক্রীনে প্রদর্শিত কুরআনকে অযু ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ। তাদের মতে স্ক্রীনে পদর্শিত নকশা কুরআনের বিধানে নয়।

২. আবার কেউ বলেন, মোবাইল ফোনের স্ক্রীনে কুরআন প্রদর্শিত হলে সে সময় অযু ছাড়া মোবাইলে হাত দেয়া নাজায়েয।

اللباب في شرح الكتاب ٨٨/٢ كتاب الطهارة، باب الحيض.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٥٣٦/١ كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة. و"الفتاوى الهندية" ٩٣/١ كتاب الطهارة، الباب السادس: في الدماء المختصة بالنساء. و"الجوهرة النيرة" ٤٨/١ كتاب الطهارة، باب الحيض.

موبائل پر لگے پروٹیکٹر کے اوپر سے قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا

سوال-موبائل فون میں موجود قرآنِ مجید کو پڑھنے کے حوالہ سے فتویٰ میں یہ آتا ہے کہ بے وضو موبائل کو ہاتھ میں لے کر اس میں قرآن کھول کر پڑھا جاسکتا ہے، مگر موبائل فون کی اسکرین کو ہاتھ سے چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے،(اسکرین کو چھونے کی ضرورت صفحہ تبدیل کرنے کے وقت پڑتی ہے)۔

سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل فون کی اسکرین کی حفاظت کے لیے پروٹیکٹر کو اسکرین پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، یہ پروٹیکٹر شفاف اور چند ملی میٹر موٹے ہوتے ہیں؟ کیا ایسی صورت میں موبائل کی اسکرین کو قرآن کھلے ہونے کی حالت میں بے وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟

جواب-واضح رہے کہ جو پروٹیکٹر موبائل فون کی اسکرین پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، وہ بھی اسکرین کا حصہ بن جاتا ہے اور جو کام پروٹیکٹر کے بغیر اسکرین پر ہاتھ لگانے سے موبائل فون سے لیا جاتا ہے وہی کام پروٹیکٹر کے اوپر سے بھی لیا جاتا ہے، لہذا جب پروٹیکٹر موبائل فون کی اسکرین ہی کا حصہ اور جزء ہے تو پروٹیکٹر کے اوپر سے بھی موبائل پر کھلے قرآنِ کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

فتویٰ نمبر: 144105200998-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

৩. আর কিছু আলেম বলেন, মোবাইলের স্ক্রীনে কুরআন খোলা থাকলে অযু ছাড়া স্ক্রীনে হাত লাগানো বৈধ নয়। তাছাড়া বিভিন্ন দিক থেকে মোবাইলের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করা জায়েয।

আমাদের নিকট তৃতীয় মতটি সবচে প্রাধান্য। কুরআনের আদব, সম্মান এবং আল্লাহ তা'আলার শি'আর হওয়ার কারণে কাগজে লেখা কুরআন এবং মোবাইলের স্ক্রীনে প্রদর্শিত কুরআনের আয়াতে কোন পার্থক্য নেয়। অতএব কুরআনের আদব, সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে অযু ছাড়া মোবাইলের স্ক্রীনে কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। এর মধ্যে অধিক সতর্কতা রয়েছে।

এছাড়াও অযু ছাড়া স্পর্শ করলে অনেক আলেমের মতানুযায়ী বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করে একটি নাজায়েয কাজ করেছে।

আর অযু সহ কুরআন স্পর্শ করলে সকলের ঐক্যমতে বৈধ কাজ করেছে। আর অযু ছাড়া স্পর্শের বৈধতার প্রবক্তাগণের নিকটও এটা উত্তম।[৫২]

---

[৫২]. সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৭৯, রদ্দুল মুহতার ১/৫৩৬, আললুবাব ফি শরহিল কিতাব ২/৮৮, আলজাওহারাতুন নায়্যারা...., আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ১/৯৩, মারাকিল ফালাহ ...., জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০০৪২০১৫৪৪

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

سورة الواقعة، الآية: ٧٩.

وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ شَيْءٍ مَكْتُوبٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ لَوْحٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إذَا كَانَ آيَةً تَامَّةً

الجوهرة النيرة ٤٨/١ كتاب الطهارة، باب الحيض.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٥٣٦/١ كتاب الطهارة، باب الحيض. و"الفتاوى الهندية" ٩٣/١ كتاب الطهارة، الباب السادس: في الدماء المختصة بالنساء. و"اللباب في شرح الكتاب" ٨٨/٢ كتاب الطهارة، باب الحيض.

ڈیجیٹل ڈیوائس میں قرآن مجید کو بغیر وضو چھونے کے بارے میں راجح قول

سوال-میں نے سنا ہے کہ بنوری ٹاؤن کا فتوی آیا ہے کہ قرآنِ پاک کو موبائل میں بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اگر کوئی بندہ دار العلوم کے فتوے کے مطابق بغیر وضو موبائل میں قرآن پاک کو چھو لیتا ہے اور پڑھ لے تو کیا اسے سمجھانا چاہیے کہ بھائی بنوری ٹاون کے فتوے کے مطابق چلو؟

جواب-موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی صورت میں اسے بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں معاصرین اہلِ علم کی آراء مختلف ہیں:

1۔ بعض اہلِ علم فرماتے ہیں: ڈیجیٹل اسکرین پر ظاہر ہونے والے قرآنِ مجید کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، ان کے بقول اسکرین پر ظاہر ہونے والا نقوش قرآنِ مجید کے حکم میں نہیں ہیں۔

2۔ بعض علماءِ کرام فرماتے ہیں: جب موبائل کی اسکرین پر قرآن ظاہر ہو تو اس وقت اس پورے موبائل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔

মোবাইল রিপিয়ারিং বা মেরামতের বিধান

৫২. প্রশ্ন : মোবাইল রিপিয়ারিং তথা মোবাইল ফোনের মেরামতের কাজ কি বৈধ? আর তার থেকে অর্জিত সম্পদ কি বৈধ?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত কাজের ধরণ এবং পারিশ্রমিক প্রথম থেকেই নির্ধারিত হলে মোবাইল রিপিয়ারিং তথা মোবাইল ফোনের মেরামতের কাজ করা বৈধ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে সমস্যা নেই। আর তা থেকে অর্জিত সম্পদও বৈধ বলে গণ্য হবে।[৫৩]

3۔جب کہ بعض اہلِ علم فرماتے ہیں: موبائل کی اسکرین پر جب قرآنِ مجید کھلا ہوا تو اسکرین کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے،اس کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو مختلف اطراف سے چھونا جائز ہے۔

ہمارے نزدیک یہی تیسرا مؤقف راجح ہے،قرآنِ مجید کے ادب واحترام اور اس کے شعائر اللہ ہونے کی وجہ سے اوراق پر لکھے قرآن اور موبائل اسکرین پر ظاہر ہونے والی قرآنی آیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔لہذا آپ مذکورہ شخص کو مسئلے کے رو سے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ قرآنِ مجید کے ادب واحترام کے پیشِ نظر بغیر وضو موبائل کی اسکرین پر موجود قرآنِ مجید کو نہ چھوئے،اس میں احتیاط زیادہ ہے۔

نیز اگر بغیر وضو کے ہاتھ لگایا تو بہت سے علماء کے قول کے مطابق قرآنِ مجید کو وضو کے بغیر ہاتھ لگا کر ایک ناجائز عمل کے مرتکب ہوئے،

جب کہ اگر وضو کے ساتھ قرآنِ مجید کو چھوا تو اس میں بالاتفاق سب کے نزدیک ایک جائز کام کیا،اور وضو کے بغیر چھونے کے جواز کے قائلین کے نزدیک بھی یہی افضل ہے۔

نوٹ: مسئلہ سمجھاتے ہوئے مذکورہ طریقہ اختیار کیا جائے،جو مدلل ہونے کے ساتھ معقول بھی ہے،یہ نہ کہا جائے کہ دارالعلوم کا فتویٰ چھوڑ دو اور بنوری ٹاؤن کے فتوے کے مطابق چلو۔فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144004201544-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৫৩]. দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম ১/৪৫৭, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪২১২২০১৯০৫

الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل. أي لايستحق الأجرة إلا بعمل ما استؤجر لعمله؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل، أو أثره على ما بينا؛ فلا بد من العمل.(زيلعي. رد المحتار) .فمتى، أوفى العامل العمل استحقت الأجرة".

درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤٥٧/١ الباب الأول في بيان الضوابط العمومية.

موبائل ریپیرنگ کا کام

سوال-کیا موبائل ریپئرنگ یعنی موبائل فون کی مرمت کا کام جائز اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جائز ہے؟

অর্থ প্রদানের জন্য মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যবহার

৫৩. **প্রশ্ন :** বর্তমানে অনলাইন স্টোরের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রবণতা বেড়েছে, এটিতে বিল পরিশোধের একটি পদ্ধতি হল, গ্রাহক তাদের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তাদের বিল পরিশোধ করতে পারেন। এ প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক দোকানে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের পরিসেবা দেয়। আর এর বিনিময়ে দোকান থেকে কিছু শতাংশ এবং বিলের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গ্রাহকের কাছ থেকে কিছু শতাংশ চার্জ করে, এই অর্থ প্রদানের পদ্ধতি কি সঠিক? সঠিক না হলে শরীয়তের আলোকে সঠিক পদ্ধতি কি হবে?

উত্তর : মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট হল এক ধরণের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থপ্রদান গ্রহণ করে। আর ব্যাংক এই পরিসেবা প্রদানের জন্য কিছু টাকা নিলে টাকা প্রদানের জন্য মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেয়া যায়। আর সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে টাকা দেয়াও বৈধ। তবে এটি পরিস্কার হওয়া উচিত যে, ক্রেডিট কার্ড যেহেতু সুদি চুক্তির আওতাভুক্ত; তাই এর ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে লেনদেন না জায়েয। তবে ডেবিট কার্ড ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।[৫৪]

جواب-بصورتِ مسئولہ کام کی نوعیت اور اجرت کا پہلے سے تعین کر لیا جائے تو موبائل رپیئر نگ (موبائل کی مرمت کا کام) کرنا جائز ہے، شرعاً اس میں قباحت نہیں۔

فتوی نمبر: 144212201905-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৫৪]. আদ্দুররুল মুখতার ৯/৬-৭, রদ্দুল মুহতার ৭/৪১৩, আলমাবসুত ৫/২১২, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৫৪, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৭/৩৪১, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০০৩২০০২৪৫

(وَكُلُّ مَا صَلُحَ ثَمَنًا) أَيْ بَدَلًا فِي الْبَيْعِ (صَلُحَ أُجْرَةً) لِأَنَّهَا ثَمَنُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَنْعَكِسُ كُلِّيًّا، فَلَا يُقَالُ مَا لَا يَجُوزُ ثَمَنًا لَا يَجُوزُ أُجْرَةً لِجَوَازِ إجَارَةِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ إذَا اخْتَلَفَا كَمَا سَيَجِيءُ .... وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ؛ لِأَنَّ جَهَالَتَهُمَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ.

الدر المختار ٩/٦-٧ كتاب الإجارة.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٤١٣/٧ كتاب البيوع، مطلب كل قرض جر نفعا حرام. و"المبسوط للسرخسي" ٢١٢/٥ كتاب الاجارات. و"فتاوى عثماني" ٣٥٤/٣ كتاب الربوا والقمار والتأمين، فصل في النطاقات وأحكامها. و"آپ کے مسائل اور ان کا حل ٣٤١/٧ بینک وغیرہ سے سود لینا دینا، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا شرعا کیسا ہے؟.

رقم کی ادائیگی کے لیے مرچنٹ اکاؤنٹ کا استعمال

মানি ট্রান্সফার, পণ্য ক্রয়ে পয়েন্টস এর বিধান

৫৪. **প্রশ্ন :** ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে মানি ট্রান্সফার, দারাজে পণ্য ক্রয় করার সময় অনলাইনে পেমেন্ট করতে বা ক্রয় করতে কিছু পয়েন্ট দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা বিল প্রদান বা রিচার্জ করা যায়। এ পয়েন্টগুলো নেয়া কি হালাল হবে না কি হারাম? এটা সুদের আওতাভুক্ত কি?

উত্তর : ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে মানি ট্রান্সফার, বিল পরিশোধ, অন্যান্য জিনিস ক্রয়ের সময় বিভিন্ন নামে যে পয়েন্টস পাওয়া যায়; আর তা মোবাইল রিচার্জে ব্যবহার করা যায়; সেগুলো প্রতিযোগিতা, উৎসাহী করতে পুরস্কার বা হাদিয়া দেয়া হয়; এটা সুদ নয়। যদিও তা কোম্পানির পক্ষ থেকে হোক; বা এ্যাপসের পক্ষ থেকে; বা নেট ব্যাংকিংয়ের পক্ষ থেকে। একারণে এ পয়েন্ট দিয়ে উপকার গ্রহণ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নেই।[৫৫]

سوال-آج کل آن لائن اسٹور کے ذریعے خرید وفروخت کا رجحان بڑھ رہا ہے،اس میں بل کی ادئیگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اپنے بل کی ادائیگی کر سکتا ہے،اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے بینک،اسٹور کو مرچنّٹ اکاؤنٹ کی سروس دیتا ہے اور اس کے بدلے میں بل میں موجود رقم کی بنیاد پر کچھ فی صد اسٹور سے اور کچھ فی صد کسٹمر سے سروس چارجز لیتا ہے،کیاادائیگی کا یہ طریقہ ہر اعتبار سے درست ہے؟اگر درست نہیں تو شریعت کی روشنی میں صحیح طریقہ وضع فرمادیں!

جواب-مرچنّٹ اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کی ایک قسم ہے،جس سے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی طرف سے ادائیگی کو قبول کیا جاسکتا ہے،اور بینک اس خدمت فراہم کرنے کے عوض کچھ رقم سروس چارجز کی مد میں لیتا ہے تو رقم کی ادائیگی مرچنّٹ اکاؤنٹ کے ذریعے کی جاسکتی ہے،اور اس کے عوض سروس چارجز کی مد میں رقم دینا بھی جائز ہے،البتہ یہ واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ چوں کہ سودی معاہدہ پر مشتمل ہوتا ہے؛اس لیے اس کا استعمال اور اس کے ذریعے لین دین جائز نہیں ہے۔تاہم ڈیبٹ کارڈ کے استعمال گنجائش ہے۔

فتوی نمبر: 144003200245-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৫৫]. দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ১৯৪-১৯৪/এন=৪/১৪৪১

عنوان: نیٹ بینکنگ میں منی ٹرانسفر نگ وغیرہ پر ملنے والے پوائنٹس کا حکم

سوال: میرا بنک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے میں اس اکاؤنٹ کو نیٹ بینکنگ کے لئے استعمال کرتا ہوں جس کے استعمال پر یعنی آن لائن پیسے بھیجنے پر بل کے ادئیگی پر یا خریداری پر کچھ پوائنٹس ملتے ہیں مختلف ناموں سے چُج پوائنٹس اور آر بیٹس نام سے وہ ملتے ہیں اس پوائنٹس سے آپ اپنے بل اور موبائل کو ریچارج کر سکتے ہیں کیا یہ پوائنٹس لینا حلال ہے یا حرام؟اور کیا سود میں آتا ہے کہ نہیں؟

جواب نمبر: 175502

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa:194-194/N=4/1441

সার্ভিস ট্যাক্স সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুদ থেকে প্রদান

৫৫. **প্রশ্ন :** শরীয়তহীন সেল ট্যাক্স, ভ্যাট ট্যাক্স, সার্ভিস ট্যাক্স সেভিংসের সুদের টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে?

উত্তর : ইনকাম ট্যাক্সের মত সেল ট্যাক্স, ভ্যাট ট্যাক্স, সার্ভিস ট্যাক্স আদায় করা সরকারের পক্ষ থেকে আবশ্যক করা হয়েছে। অথচ এটা এমন কোন বিষয় নয়; যার বিনিময় নেয়া যেতে পারে। অতএব এ জাতীয় ট্যাক্সগুলো পরিশোধ করতে সেভিংসের সুদ প্রদান করতে পারবে।[৫৬]

نیٹ بینکنگ میں منی ٹرانسفر نگ، بل کی ادائیگی اور اشیا کی خریداری پر مختلف ناموں سے جو پوائنٹس ملتے ہیں اور وہ موبائل ریچارج وغیرہ میں استعمال کیے جاسکتے ہیں، وہ از قبیل ترغیبی وتشجیعی انعام وعطیہ ہیں، سود نہیں ہیں خواہ اُس کمپنی کی طرف سے ملیں، جس کا ایپ، نیٹ بینکنگ میں استعمال کیا گیا یا بینک وغیرہ کی طرف سے؛ لہٰذا ان پوائنٹس سے استفادے میں شرعاً کچھ مضائقہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

[৫৬]. আদ্দুররুল মুখতার ৯/৩০৬-৩০৭, রদ্দুল মুহতার ৯/৬৩৫, মাআরিফুস সুনান ১/৩৪, দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ৯০০-৯০৭/এন=৯/১৪৩৭

(وَيَبْرَأُ بِرَدِّهَا وَلَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَالِكِ) فِي الْبَزَّازِيَّةِ غَصَبَ دَرَاهِمَ إنْسَانٍ مِنْ كِيسِهِ ثُمَّ رَدَّهَا فِيهِ بِلَا عِلْمِهِ بَرِئَ وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ بِجِهَةٍ أُخْرَى كَهِبَةٍ أَوْ إيدَاعٍ أَوْ شِرَاءٍ وَكَذَا لَوْ أَطْعَمَهُ فَأَكَلَهُ.

الدر المختار ٩/٣٠٦-٣٠٧ كتاب الغصب، مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله.

وَيَرُدُّونَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ.

رد المحتار ٩/٦٣٥ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

قال شيخنا: ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها: أن من ملك بملك خبيث، ولم يمكنه الرد إلى المالك، فسبيله التصدقُ على الفقراء...... قال: والظاهر إن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته، ولا يرجو به المثوبة.

معارف السنن ١/٣٤ أبواب الطهارة، باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور، قوله: ولا صدقة من غلول.

عنوان: کیا سروس ٹیکس سیونگ اکاؤنٹ کی سودی رقم سے بھر سکتے ہیں؟

سوال:(۱) جیسا آپ نے کافی سوالات میں بتایا ہے کہ انکم ٹیکس سیونگ اکاؤنٹ کی سودی رقم سے بھر سکتے ہیں تو کیا الگ الگ ٹیکس جیسے سیل ٹیکس، ویٹ ٹیکس، سروس ٹیکس بھی سیونگ اکاؤنٹ کی سودی رقم سے بھر سکتے ہیں؟(۲) سیل ٹیکس وقت پر نہ بھر سکے تو اس پر سود کا جرمانہ لگ کے اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو جتنا سود اس پر لگا ہے کیا اسے سیونگ اکاؤنٹ کے سود سے بھر سکتے ہیں؟ ویسے ہم سیونگ اکاؤنٹ کی رقم کو غریب کو بنا ثواب کی نیت سے دیدیتے ہیں۔ براہ کرم، جواب دیں۔

جواب نمبر: 65602

অনলাইন গেম থেকে আয়ের বিধান

৫৬. প্রশ্ন : অনলাইন গেম থেকে উপার্জন হালাল নাকি হারাম?

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে গেম মিউজিক, জীব-জন্তুর ছবিযুক্ত হয়। আর যদি মিউজিক, জীব-জন্তুর ছবি না থাকে; তারপরও সময় নষ্ট, নিরর্থক, এবং অর্থহীন কাজ। আর মুসলিমের কাজ হল; অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজকর্ম পরিহার করা। একারণে অনলাইন গেম খেললে তা থেকে অর্থ উপার্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। আর তার উপার্জন হালাল নয়।[৫৭]

بسم اللہ الرحمن الرحیم Fatwa ID: 900-907/N=9/1437

(۱) : (انکم ٹیکس کی طرح سیل ٹیکس، ویٹ ٹیکس اور سروس ٹیکس بھی غیر شرعی ٹیکس ہیں؛ کیوں کہ ان سب ٹیکس میں ٹیکس ادا کرنے والے کو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی منفعت حاصل نہیں ہوتی جسے ان ٹیکس کا عوض قرار دیا جاسکے؛ اس لیے انکم ٹیکس کی طرح درج بالا غیر شرعی ٹیکس میں بھی سرکاری بینک کا سود بھر سکتے ہیں، گنجائش ہے؛ کیوں کہ ان سب صورتوں میں ردالی رب المال پایا جاتا ہے،

(۲) : (سیل ٹیکس یا کوئی بھی ٹیکس وقت پر نہ بھرنے کی صورت میں سود یا جرمانہ کے نام سے جو اضافہ لاگو کیا جاتا ہے، از روئے شرع وہ بھی ناجائز ہے؛ اس لیے سرکاری بینک کا سود اس سود یا جرمانے میں بھر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اور اگر کوئی شخص بینک کا سود بلانیت ثواب غربا و مساکین ہی کو دیدیا کرے اور اوپر ذکر کردہ ٹیکس یا ان کے جرمانے میں نہ بھرے تو یہ اعلی درجہ کی بات ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

৫৭. আলবাহরুর রায়েক ২/৪৮, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা ১/২৯০, নং- ১০৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০৩১০০৮০৬

الإجارة على المنافع المحرمة كالزني والنوح والغناء والملاهي محرمة وعقدها باطل لا يستحق به أجرة، ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحًا، لأنه انتفاع بمحرم. وقال أبو حنيفة : يجوز، ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل الخنزير".

الموسوعة الفقهية الكويتية (كتاب الاجارة،الإجارة على المعاصي،ج:١ ،ص: ٢٩٠، رقم ١٠٨.

وراجع أيضا "البحر الرائق" ٤٨/٢ كتاب الصلاة، با ما يفسد الصلاة وما يكره فيها.

آن لائن گیمز کی ارننگ کا حکم

سوال-آن لائن گیمز سے حاصل ہونے والی ارننگ (کمائی) حلال ہے یا حرام؟

جواب-واضح رہے کہ عام طور سے گیمز میوزک اور جان دار اشیاء کی تصاویر پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر میوزک اور جاندار کی تصاویر نہ بھی ہوں، تب بھی اس میں وقت کا ضیاع ہے، عبث اور لایعنی کام ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ لایعنی اور فضول کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے"۔

ইন্টারনেট ক্যাবলের উপার্জনের বিধান

৫৭. **প্রশ্ন :** আমি ইন্টারনেট ক্যাবল চালাই। এ থেকে উপার্জিত টাকা বৈধ?

উত্তর : ইন্টারনেট সঠিক ও ভুল উভয় কাজেই ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেকে বৈধ কাজ করেন। এ জন্য ইন্টারনেট ক্যাবল সাপ্লাই (সরবরাহ) করা বৈধ। আর তার উপার্জন হালাল। কেউ অপব্যবহার করলে অপব্যবহারকারির উপর গুণাহ হবে। তবে কারো সম্পর্কে ইন্টারনেট সংযোগের অপব্যবহার করবে বলে জানা গেলে; তাকে সংযোগ দেওয়া উচিত নয়।[৫৮]

অনির্মিত ফ্লাট বিক্রি করার বিধান

৫৮. **প্রশ্ন :** আমাদের বিভিন্ন জায়গায় প্লট ছিল; সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করা হবে। তবে এখনও কোন বিল্ডিং নির্মাণ হয়নি। এখন অ্যাপার্টমেন্ট তৈরীর আগে প্রজেক্টের মালিকরা বিনিয়োগকারী এবং দালালদের জন্য প্রি-বুকিং করে থাকেন। প্রজেক্টের মালিকদের এমন

اس لیے آن لائن گیمز کھیل کر اس سے ارننگ کرنا شرعاً جائز نہیں اور اس کی کمائی حلال نہیں۔

فتوی نمبر: 144503100806-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৫৮]. আলবাহরুর রায়েক ৫/২৪০, রদ্দুল মুহতার ৬/৪০৮-৪০৯, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৪০৮১০১৩৬০

"وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اهـ"

البحر الرائق ٢٤٠/٥ كتاب السير، باب البغاة.

وراجع أيضا "رد المحتار" ٤٠٨/٦-٤٠٩ كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب: في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه.

انٹرنیٹ کیبل کی کمائی کا حکم

سوال-میں انٹرنیٹ کیبل چلاتاہوں، تو پتہ یہ کرنا تھا کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟

جواب-واضح رہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال صحیح اور غلط دونوں مقاصد کے لیے ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے جائز کام بھی کیے جا سکتے ہیں، اس لیے انٹرنیٹ کیبل کی سپلائی کرنا جائز اور اس کی کمائی حلال ہے۔ اگر اس کا کوئی ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ اسی غلط استعمال کرنے والے پر ہوگا۔ البتہ اگر کسی کے بارے میں علم ہو کہ وہ انٹرنیٹ کنیکشن لے کر غلط استعمال کرے گا تو اسے کنکشن فراہم نہیں کرنا چاہیے۔

فتوی نمبر: 144408101360-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

বিনিয়োগকারীদের নিকট অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট বিক্রি করা এবং বিনিয়োগকারীদের অন্যদের নিকট বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কি বৈধ? আর দালালদের জন্য ৫%, ১০% কমিশন রেখে তৃতীয় পার্টির নিকট বিক্রি করা কি সহীহ হবে?

উত্তর : প্রজেক্টের ভবনটি যেহেতু এখনও নির্মাণ করা হয়নি, তাই তার ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে না। কারণ এটি একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের বিক্রয়; আর বিলুপ্ত জিনিসের বিক্রয় শরীয়ত কর্তৃক অবৈধ। তবে যদি ফ্ল্যাটগুলি বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি হিসেবে বুকিং করা হয়। আর বুকিংয়ের উদ্দেশ্যে টাকা জমা হিসেবে জমা করা হয়; এবং তারপর অন্তত ফ্ল্যাটের কাঠামো (স্ট্রাকচার) তৈরি করার পরে, সেগুলি ক্রয় বিক্রয় করা হয়; তবে এর সুযোগ রয়েছে।

যেহেতু বিক্রির প্রতিশ্রুতিতে বাস্তব বিক্রির বিধান প্রযোজ্য হয় না; অর্থাৎ কোন কিছু কেনার প্রতিশ্রুতি দিলে, সেই জিনিসটি কারও মালিকানায় হয় না। বিশেষ করে যেহেতু অ্যাপার্টমেন্ট এখনও অস্তিত্বে আসেনি; এ জন্য বিক্রির প্রতিশ্রুতি হিসেবে ফ্ল্যাট বুক করার পর স্ট্রাকচার (কাঠামো) নির্মাণের পূর্বে সেগুলি অন্যত্রে বিক্রি করা নাজায়েয। তবে যদি কোন বিনিয়োগকারী অথবা দালাল প্রজেক্টের আসল মালিকদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরিবর্তে ক্রেতা এবং মূল মালিকদের মধ্যে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে এবং তাদের কাজ এবং প্রচেষ্টার জন্য মালিক বা ক্রেতা বা উভয়ের কাছ থেকে কমিশন নেয়; তবে সেটা জায়েয হবে।[৫৯]

---

[৫৯]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/৩২৬, রদ্দুল মুহতার ৯/১০৭, তাকমিলাতু রদ্দিল মুহতার ১২/৩৯২, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৩০৪১০০৫৫৮

"وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه الخ."

رد المحتار ١٠٧/٩ كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب في أجرة الدلال.

وراجع أيضا "بدائع الصنائع" ٣٢٦/٤ كتاب البيوع، فصل وأما الذي يرجع إلى المفقود عليه فأنواع. و"تكملة رد المحتار" ٣٩٢/١٢ كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، قبيل مطلب حكم حادثة الفتوى.

غیر تعمیر شدہ فلیٹ فروخت کرنا

سوال- نیاناظم آباد میں چھ ہزار پلاٹ تھے جو کہ بِک چکے ہیں، اب وہاں پر اپارٹمنٹ بننے جارہے ہیں، فی الحال جہاں اپارٹمنٹ بنیں گے وہ جگہ تو متعین ہے یعنی اس کی حدود اربعہ متعین کردی گئی ہیں، لیکن وہاں ابھی تک کوئی تعمیرات نہیں ہوئی ہیں، تعمیراتی کام تقریباچار ساڑھے چار سال کے بعد شروع ہوگا۔اب اپارٹمنٹ بننے سے پہلے پراجیکٹ کے مالکان انویسٹروں اور بروکروں

কোম্পানির নির্ধারিত মূল্য থেকে অধিক মূল্যে বিক্রি করা

৫৯. **প্রশ্ন :** একটি কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি। সেখান থেকে মাসিক বেতন পেয়ে থাকি। আমি কি কোম্পানির নির্ধারিত মূল্য থেকে অধিক মূল্যে বিক্রি করে অতিরিক্ত টাকা নিজে রাখতে পারব?

উত্তর : আপনি কোম্পানির কর্মচারী হলে কোম্পানির নির্ধারিত মূল্য থেকে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে অতিরিক্ত টাকা অর্জন করা বৈধ হবে না।[৬০]

کے لیے پری بکنگ (Pre booking) کرتے ہیں تو کیا پراجیکٹ کے مالکان کا ایسے اپارٹمنٹ کے فلیٹوں کو انویسٹر کو فروخت کرنا اور انویسٹر کا اسے آگے فروخت کرنا شرعا جائز ہے؟ نیز بروکر کا اپنا 5 فیصد یا 10 فیصد کمیشن رکھ کر آگے کسی تیسری پارٹی کو بیچنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟

جواب- صورت مسئولہ میں جب مذکورہ مقام پر اب تک بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی تو اس کے فلیٹوں کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک معدوم چیز کی بیع ہے اور معدوم چیز کی بیع شرعا باطل ہے، البتہ اگر ابھی وعدہ بیع کے طور پر فلیٹوں کی بکنگ کرلی جائے اور بکنگ کی مد میں بطور بیعانہ رقم جمع کرائی جائے اور پھر کم از کم فلیٹ کا ڈھانچا (اسٹرکچر) بننے کے بعد ان کی خرید وفروخت کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

چوں کہ وعدہ بیع پر حقیقی بیع کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، یعنی کسی چیز کی خریداری کا وعدہ کرنے سے وہ چیز کسی کی ملکیت میں نہیں آتی خصوصا جبکہ صورتِ مسئولہ میں اپارٹمنٹ اب تک موجود بھی نہیں ہیں، اس لئے بطور وعدہ بیع فلیٹ بک کروانے کے بعد اسٹرکچر کی تعمیر سے پہلے ان کو خریدے بغیر آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی انویسٹر یا بروکر پراجیکٹ کے اصل مالکان سے خود وعدہ بیع کرنے کے بجائے خریداروں اور اصل مالکان کے درمیان معاہدہ کرادے اور اپنے اس کام اور محنت پر مالکان کی جانب سے یا خریداروں کی جانب سے یا دونوں جانب سے کمیشن لے تو اسکی اجازت ہو گی۔

فتوی نمبر : 144304100558- دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৬০]. আলমাজাল্লাহ ২৮৪, নং ১৪৬৩, আলমাবসুত সারাখসী ৪/১৬৮, আদ্দুররুল মুখতার ৯/৩৩৪, কিতাবুন নাওয়ায়েল ১২/৩৪, দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ৭৮০-৫৩০/এসডি=১০/১৪৪২

الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ وَقَبْضِ الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ هو فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ.

مجلة الأحكام العدلية ٢٨٤، رقم المادة: ١٤٦٣.

وراجع أيضا "المبسوط للسرخسي" ١٦٨/٤ كتاب الوديعة. و"الدر المختار" ٣٣٤/٢ كتاب الغصب. و"كتاب النوازل" ٣٤/١٢ كتاب الوكالة.

টেলিভিশন ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

৬০. **প্রশ্ন :** আমাদের বাসায় পূর্ব থেকেই টেলিভিশন রয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ দীনের বুঝ এসেছে। এখন চাচ্ছি; এ গুণাহ থেকে পরিত্রান পেতে। তাই টেলিভিশন কি বিক্রি করা বৈধ হবে?

উত্তর : টেলিভিশন যেহেতু অধিকাংশ সময় নাজায়েয পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর তাতে দীন ও দুনিয়ার সকল খারাপী রয়েছে। এজন্য টেলিভিশন ঘরে রাখা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ। কিন্তু বর্তমান সময়ে তার বৈধ ব্যবহারও সম্ভব। যেমন; বিল্ডিং, পার্ক, সমুদ্র, সূর্য উদয়, অস্তের দৃশ্য দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একারণে কেউ বৈধ উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে তা বৈধ হবে এবং তার মূল্যও নিঃসন্দেহে হালাল। আর কেউ এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করল; যে নাজায়েয কাজের জন্য ব্যবহার করবে; তবে তার কাছে বিক্রি করা নাজায়েয। কেননা তাতে গুণাহ কাজের সহযোগিতা মাত্র। আর এমতাবস্থায় বিক্রিত মূল্য মাকরুহ সহকারে হালাল।[৬১]

کمپنی کی بتائی ہوئی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرنا؟

سوال: میں ایک کمپنی میں بطور منیجر کام کرتاہوں جس کی مجھے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے کیامیں کمپنی کے بتائے ہوئے قیمت سے زیادہ میں مال فروخت کرکے زیادہ رقم اپنے لئے لے سکتاہوں؟

جواب نمبر: 604595

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa:780-530/sd=10/1442

اگر آپ کمپنی کے تنخواہ دار ملازم ہیں تو کمپنی کی متعین کردہ قیمت سے زیادہ میں مال فروخت کرکے نفع کمانا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

[৬১]. সুরা মায়েদা, আয়াত: ২, আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়্যা ১৫/১৩১, আদ্দুররুল মুখতার ৯/৬৪৫, রদ্দুল মুহতার ৯/৬৪৬, আলহিদায়া ৩/৩৭২, ফিকহুল মুআমালাত জাদীদ মাসায়েল কি শরয়ী আহকাম ১/৭৬।

وفي فتاوى أهل سمرقند: إذا استأجر رجلا لينحت له طنبورا أو بربطا، ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية.

الفتاوى التاتارخانية ١٣١/١٥ كتاب الإجارة، الاستيجار على المعاصي.

وراجع أيضا "سورة المائدة"، الآية: ٢. و"رد المحتار" ٦٤٥/٩، ٦٤٦ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع. و"الهداية" ٣٧٢/٣ كتاب الغصب.

পণ্য ক্রয়ে কমিশন নেয়া

৬১. **প্রশ্ন :** কেউ আপনাকে কোন পণ্য ক্রয় করতে পাঠায় এবং আপনি পরিশ্রম করে একটি ভাল জিনিস ক্রয় করেন, তবে কি তার থেকে কমিশন নেওয়া জায়েয হবে?

উত্তর : কোন ব্যক্তি অন্যকে বলল; আপনি আমার জন্য বাজার থেকে অমুক জিনিস আনেন; তাহলে এটা তাওকীল বা প্রতিনিধিত্বের মু'আমালা। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিজের জন্য ক্রয়ের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আর প্রতিনিধি যেভাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হয়; তেমনিভাবে তা অনুদানের আকারেও হয়। আর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করলে পারিশ্রমিকের অধিকারী হয়; যখন প্রতিনিধি বানানোর সময় স্পষ্টভাবে পারিশ্রমিকের শর্ত করে। অথবা সে লোকটি টাকার বিনিময়ে কাজ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হয়। অর্থাৎ তার পেশা এটা যে, সে নির্ধারিত পারিশ্রমিকে কাজ করেন। কিন্তু এ দু'টির কোনটি পাওয়া না গেলে প্রতিনিধিকে মক্কেলের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেয়ার কোন অধিকার নেই।

آج کل لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں، لیکن اب اگر کسی کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کو دوسرے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہوگا اور اس کی قیمت اس کے لیے حلال ہوگی؟

اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ٹی وی کا غالب استعمال چونکہ نا جائز طریقوں سے ہو رہا ہے اور وہ اس وقت بے شمار دینی اور دنیاوی خرابیوں اور مفاسد پر مشتمل ہے اس لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ ٹی وی نہ گھر میں رکھنا جائز ہے اور نہ اس کی خرید وفروخت جائز ہے۔

تاہم موجودہ دور میں اس کا جائز استعمال بھی ممکن ہے مثلا یہ کہ اس کو غیر جاندار اشیاء، جیسے عمارتوں، مقامات، پارکوں، سمندروں وغیرہ کی نقل وحرکت یا طلوع وغروب وغیرہ کے مناظر اور تصاویر دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے یا سامان وغیرہ کی چیکنگ اور ہوائی جہاز وغیرہ کے نظام الاوقات بتلانے اور اعلانات کے لیے استعمال کیا جائے یا دیگر سیکورٹی وغیرہ کے انتظامات میں استعمال کیا جائے، لہذا اگر مذکورہ بالا جائز مقاصد کے لیے خریدنے والے شخص کو ٹی وی فروخت کیا جائے تو بیع جائز ہے اور اس کی قیمت بھی بلاشبہ حلال ہے۔

البتہ ٹی وی اگر ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جائے جس کے متعلق غالب گمان یہ ہوکہ خریدنے والا اسے ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا تو اس کو اس کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں گناہ ہے، کیونکہ اس میں گناہ کے کاموں میں اعانت ہے اور اس صورت میں فروخت شدہ قیمت کراہت کے ساتھ حلال ہے۔
فقه المعاملات یعنی جدید معاملات کے شرعي احکام ۷٦/۱ گناہ سے بچنے کے لیے ٹی وی فروخت کرنا.

অতএব আপনি পণ্য ক্রয়ের পূর্বে প্রেরকের সাথে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেন যে, আপনার জন্য বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে আনলে এত টাকা পারিশ্রমিক অথবা প্রতিদান নিব। তাহলে শরীয়ত কর্তৃক আপনার জন্য পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ হবে। কিন্তু আপনি প্রথমে পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করলে আর তার অনুমতি ব্যতিরেকে পণ্য ক্রয় করলে এর মধ্যে থেকে নিজেই নিজে কমিশন নিলে তা বৈধ হবে না।[৬২]

ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কমিশন গ্রহণ

৬২. **প্রশ্ন :** কিছু লোক এটা করে, উভয়পক্ষ যখন আলোচনা করে চুক্তিতে সম্মত হয়; কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইজাব, কবুল হয়নি। সে সময়ে একপক্ষ লেনদেন থেকে সরে গেলে; প্রপার্টি এজেন্ট উভয় পক্ষ

---

[৬২]. জামিউল ফাতাওয়া ৬/৭৫, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১২২০০৯৬২

اگراس منگانے والے نے وکیل نہیں بنایاہے اوراس سے خرید نامنظور ہے تب یہ شخص اپنا نفع لگا سکتاہے اور اگراسکو وکیل بنایاہے کہ خرید کر بھیجے تو نفع نہیں لے سکتا.

جامع الفتاوی٦/٧٥ کتاب البیوع باب شرائط البیع وارکانہ. کمیشن کامسئلہ.

سامان خریدنے پر کمیشن لینا

سوال-اگرکوئی آپ کوسامان خریدنے بھیجے اور آپ نے بہت محنت کر کے اچھی چیز خریدی تواس پر کمیشن لینا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب-واضح رہے کہ اگرکوئی شخص دوسرے کو یہ کہتاہے کہ آپ میرے لیے بازار سے فلاں چیز لے آؤ تو یہ "توکیل" (وکیل بنانے) کا معاملہ ہے، یعنی پہلے شخص نے دوسرے کو اپنا "وکیل بالشراء" (خریداری کا وکیل) بنایاہے، اور وکالت جس طرح اجرت کے بدلے ہوتی ہے، اسی طرح بطورِ تبرع بھی ہوتی ہے، اور بطورِ وکیل کوئی کام کرنے پر وکیل کواجرت لینے کا حق اس وقت ہوتاہے جب وکالت کے وقت صراحتًا اجرت کی شرط لگالی گئی ہو یا پھر یہ دوسرا آدمی (وکیل) معروف اجرت کے بدلے ہی کام کرنے میں مشہور ہو، یعنی اس کا پیشہ ہی یہ ہو کہ وہ معروف اجرت کے بدلہ کام کر کے دیتا ہو، لیکن اگران دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر وکیل کو مؤکل سے اجرت لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں اگرآپ سامان لینے جانے سے پہلے اپنے بھیجنے والے سے اجرت طے کرلیں کہ میں آپ کے لیے بازار سے سامان خریدوں گا اور اس پر اتنی اجرت یا معاوضہ لوں گا تب تو شرعًا آپ کے لیے اجرت لینا درست ہے، لیکن اگرپہلے سے اجرت طے نہ کی ہو اور سامان خرید کر بغیر اس کی اجازت کے اس میں سے آپ اپنا کمیشن نکال لیتے ہیں تو شرعًا یہ جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144112200962-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

থেকে যে কমিশন গ্রহণ করত; সে এখন এ সরে যাওয়া পক্ষ থেকে যে কমিশন গ্রহণ করে; তার জন্য কি এটা করা বৈধ?

উত্তর : প্রপার্টি ডিলার (দালাল) এর জন্য উভয় পক্ষ থেকে নির্ধারিত কমিশন গ্রহণ করা শরীয়ত কর্তৃক বৈধ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইজাব কবুল তথা ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে না; ততক্ষণ পর্যন্ত এজেন্ট কমিশনের অধিকারী হবে না। একারণে আলোচনার পর কোন একটি পক্ষ রাযি না হওয়ায় একই পক্ষের কাছ থেকে নির্ধারিত সম্পূর্ণ কমিশন নেওয়া এজেন্টের জন্য বৈধ নয়।

তবে আঞ্চলিকভাবে শুধুমাত্র আলোচনা এবং নির্দেশনার প্রচেষ্টার কারণে দালালকে কিছু কমিশন দেয়ার প্রচলন থাকলে; এবং উভয় পক্ষের কাছে পূর্বে আলোচনা করে তারা সম্মত থাকলে; উভয় পক্ষ থেকে নির্ধারিত কমিশন গ্রহণ করা বৈধ হবে। আর বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরে কমিশন দেয়ার প্রচলন থাকলে; তবে দালাল বিক্রয়ের পূর্বে কোন পক্ষের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করতে পারবে না।[৬৩]

---

[৬৩]. রদ্দুল মুহতার ৭/৯৩-৯৪, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪০১০২০০৮৫৬

"(قوله : يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين."

رد المحتار ٧/٩٣-٩٤ كتاب البيوع، فَصْلٌ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَمَا لَا يَدْخُلُ، مَطْلَبٌ : فَسَادُ الْمُتَضَمِّنِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُتَضَمَّنِ .

خرید وفروخت مکمل ہونے سے قبل کمیشن کا حکم

سوال- بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ متعاقدین جب بات چیت کر لیتے ہیں اور معاملہ کرنے پر رضا مند ہو جاتے ہیں، لیکن اب تک ایجاب و قبول نہیں ہوا ہوتا، اس وقت اگر کوئی ایک فریق معاملہ کرنے سے پیچھے ہٹ جائے تو سارا کمیشن جو پراپرٹی والے (ایجنٹ) نے دونوں سے لینا تھا وہ اسی ایک فریق پیچھے ہٹنے والے سے لیتا ہے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب- پراپرٹی ڈیلر (دلال) کے لیے جانبین سے مقررہ کمیشن لینے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن جب تک ایجاب و قبول مکمل نہ ہو یعنی بیع نہ ہو جائے اس وقت تک ایجنٹ کمیشن کا مستحق نہیں بنتا، اس لیے صورتِ مسئولہ میں محض بات چیت کے بعد کسی ایک فریق کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ایجنٹ کا اسی ایک فریق سے سارا طے شدہ کمیشن لینا درست نہیں ہے۔

البتہ اگر عرف یہ ہو کہ محض بات چیت اور رہنمائی کی محنت کی وجہ سے بھی کچھ کمیشن دلال کو دیا جاتا ہو تو اس صورت میں دلال کے لیے دونوں فریقین سے مقرر شدہ کمیشن لینا درست ہوگا، بشرطیکہ دونوں فریقین سے پہلے ہی یہ بات طے شدہ ہو۔ اور اگر عرف میں بیع مکمل ہونے کے بعد کمیشن دیا جاتا ہو تو اس صورت میں کسی ایک فریق سے بھی بیع سے قبل دلال کمیشن وصول نہیں کر سکتا۔ (فتاوی دار العلوم دیوبند 420/14)

فتوی نمبر : 144010200856 -دار الافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

গ্রাহক তৈরীতে চেইনভিত্তিক কমিশন গ্রহণ ও প্রদান

৬৩. **প্রশ্ন :** এইম গ্লোবাল কোম্পানিতে অনলাইনে কাজ করা যায়। তার পদ্ধতি হল; আপনাকে এ কোম্পানির পণ্য ক্রয় করতে হবে; তারপর আপনাকে আরো দু'জন কর্মী আনতে হবে। দু'জন কর্মী বানাতে পারলে আপনিও কিছু বোনাস পাবেন। আপনি এ পণ্যগুলি বিক্রি করার জন্য ৩০% অথবা ২৫% পাবেন। এটা কি বৈধ?

উত্তর : শরীয়ত পরিশ্রম ছাড়া উপার্জনকে নিরুৎসাহিত করেন। আর নিজের শ্রমের উপার্জনকে উৎসাহিত করেছেন। নিজের হাতের উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে গণ্য করেছেন। ইসলামি অর্থনীতির নীতিমালা অনুযায়ী কমিশনের বিনিময়কে স্থায়ী বাণিজ্যিক মর্যাদা দেয়া হয়নি। বরং ফকীহগণ কমিশনকে ইজারা নীতি থেকে বিচ্যুত এবং শারীরিক শ্রমের প্রধান উপাদান থেকে বঞ্চিত হওয়ায় নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু জনগণের চাহিদা এবং বহুবিধ মু'আমালার ভিত্তিতে কমিশনের মু'আমালাকে সীমিত আকারে অনুমতি দিলেও অধিকাংশ পদ্ধতিকে নাজায়েয হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে।

একারণে যে মু'আমালায় নিজের শ্রম ও কর্ম জড়িত; তার কমিশন গ্রহণ বৈধ। কিন্তু এভাবে কোন সাইটে ঘোষণা দেয়া; এখানে চেইন টু চেইন কমিশন উপার্জন করা হয়। অথচ এটি পরবর্তী ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি কাজ করেননি; এবং এতে ঊর্ধ্বতন সদস্যের কোন বিশেষ শ্রম জড়িত ছিল না; তবে অধস্তন সদস্যদের শ্রমের ফসল। আর অন্যের শ্রমের সুযোগ নেয়া এক প্রকারের জুলুম। সুতরাং এটা অবৈধ।

অতএব যে ব্যক্তি গ্রাহক নিয়ে এসেছে; তার জন্য প্রথম গ্রাহক আনার জন্য কমিশনের লেনদেন করা বৈধ। তবে এরপরে পরবর্তী প্রতিটি গ্রাহকের কমিশনও প্রথম ব্যক্তিকে দেয়া শরীয়ত অনুমোদিত নয়। যে কোম্পানিতে এই মৌলিক ত্রুটি রয়েছে; তার কোম্পানির সদস্য হওয়া জায়েয নয়।[৬৪]

---

[৬৪]. মুসনাদে আহমাদ হা. ৩৭৮৩, শুআবুল ঈমান বাইহাকী হা. ১১৭১, রদ্দুল মুহতার ১৯/১৭৪, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৩০৭১০২৪৫৪

"قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لايقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز؛ لما كان للناس به حاجة، ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل، وذكر أصلاً يستخرج منه كثير من المسائل، فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي".

ক্রয়ের প্রতিনিধি হয়ে নিজের জন্য কমিশন রাখা

৬৪. **প্রশ্ন :** দু'টি পদ্ধতির বিধান জানার প্রয়োজন:
এক. ইহসান সাহেব চীন দেশে থাকেন; আর তিনি মানুষের জন্য কমিশনের ভিত্তিতে পণ্য ক্রয় করেন। অর্থাৎ ইহসান সাহেব রনির জন্য দশ গজ কাপড় কিনলেন; আর তার নিজের জন্য পারিশ্রমিক বা কমিশন বাবদ এক টাকা গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রে ইহসান সাহেবের জন্য রনিকে "দশ গজে এক টাকা গ্রহণ" বিষয় জানানো আবশ্যক কি?
দু. কখনও রনি সাহেব বললেন, ইহসান সাহেব আমার জন্য পঞ্চাশ গজ সুতির কাপড় ক্রয় করুন। ইহসান সাহেব রনি সাহেবের জন্য পঞ্চাশ গজ সুতির কাপড় প্রতিটি গজ দশ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলেন। কিন্তু

رد المحتار ١٧٤/١٩ كتاب الاجارة، باب الإجارة الفاسدة.

وراجع أيضا "مسند الامام أحمد" رقم الحديث:٣٧٨٣. و"شعب الايمان للبيهقى" رقم الحديث:١١٧١.

کسٹمر لانے پر چین در چین کمیشن کا لینا دینا

سوال-میرا سوال یہ ہے کہ Aim globalایک کمپنی ہے جس میں آن لائن کام کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کمپنی کے پراڈکٹس کو خریدنا ہے پھر دو اور بندوں کو لے کے آنا ہے ان دو بندوں کے آنے سے آپ کو کچھ بونس بھی ملتا ہے ان پراڈکٹس کو فروخت کرنے کا آپ کو30%یا25%ملتا ہے اور پاکستان میں رجسٹرڈ بھی ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب-واضح رہے کہ شریعت میں بلا محنت کی کمائی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اپنی محنت کی کمائی حاصل کرنے کی ترغیب ہے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو افضل کمائی قرار دیا ہے،اسلامی معیشت کے اصولوں کی رو سے کمیشن کو مستقل تجارتی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے کمیشن کے معاوضہ کو اجارہ کے اصولوں سے منحرف ہونے اور جسمانی محنت کے غالب عنصر سے خالی ہونے کی بنا پر ناجائز قرار دیا ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت اور کثرت تعامل کی بنا پر کمیشن کے معاملہ کی محدود اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی اکثر صورتوں کے ناجائز ہونے کی صراحت کی ہے۔

لہذا جس معاملہ میں خود اپنی محنت اور عمل شامل ہو اس کا کمیشن لینا تو جائز ہے، لیکن اس طرح کسی سائٹ کی پبلسٹی کرنا کہ جس میں چین در چین کمیشن ملتا رہے جب کہ اس نے بعد والوں کی خریداری میں کوئی عمل نہیں کیا،اور اس میں بالائی(اوپر والے) ممبر کی کوئی خاص محنت شامل نہیں ہوتی، بلکہ ماتحت ممبران کی محنت کا ثمرہ ہوتا ہے اور یہ دوسرے کی محنت سے فائدہ اٹھانا جو کہ استحصال کی ایک شکل ہے،اور یہ جائز نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ کسٹمر کو لانے والے شخص کا اس پہلے کسٹمر کے لانے پر کمیشن کا لین دین تو جائز ہے، لیکن اس کے بعد چین در چین یہ سلسلہ چلنا کہ ہر بعد والے کسٹمر کا کمیشن بھی پہلے والے شخص کو ملتا رہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس بھی کمپنی یہ بنیادی خرابی ہو اس کمپنی کا ممبر بننا جائز نہیں ہو گا۔

فتوی نمبر : 144307102454-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

রনি সাহেবকে প্রতিটি গজ বার টাকা পড়েছে বললেন। অর্থাৎ আমার জন্য প্রতিটি গজে দু' টাকা করে কমিশন। ইহসান সাহেবের জন্য এ অতিরিক্ত দু' টাকা কি বৈধ?

উত্তর :

এক. ইহসান সাহেব রনি সাহেবের প্রতিনিধি হয়ে তার জন্য ক্রয় করলে তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত কমিশনের চুক্তি থাকলে সেটা গ্রহণ করা জায়েয হবে। নতুবা কমিশন গ্রহণ নাজায়েয হবে।

দু. ইহসান সাহেব প্রতি গজ দশ টাকা করে কিনে বার টাকা করে কিনেছি বললে তা নাজায়েয হবে। কেননা তা মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা। আর ইহসান সাহেব রনি সাহেবের প্রতিনিধি বা আমানতদার হওয়ায় বিশ্বাসঘাতকতা বা খেয়ানত করা নাজায়েয। অতএব তার জন্য অতিরিক্ত দু' টাকা গ্রহণ করা নাজায়েয। তবে রনি সাহেবকে বলে নিজের জন্য কমিশন নির্ধারণ করতে পারেন।[৬৫]

---

[৬৫]. আদ্দুররুল মুখতার ১১/৪০৯, মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ ২৮৪-২৮৫, নং ১৪৬৩, দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম ৩/৫৭৩-৫৭৪, কিতাবুন নাওয়াযেল ১২/৩৪, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৩০৮১০০৩৭৫

(وَ) لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ) الْأَلْفَ (فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ) فَقَالَ الْآمِرُ (اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ) بَلْ (بِكُلِّهِ صُدِّقَ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

الدر المختار ٤٠٩/١١ كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، مطلب حادثة الفتوى.

وراجع أيضا "مجلة الاحكام العدلية" ٢٨٤-٢٨٥ المادة : ١٤٦٣، الكتاب الحادي عشر في الوكالة، الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة، الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية.و"درر الحكام" ٥٧٣/٣-٥٧٤ المادة: ١٤٦٧الكتاب الحادي عشر الوكالة، الباب الثالث: الفصل الأول.و"كتاب النوازل" ٣٤/١٢ كتاب الوكالة

کیاسوروپئے رومال۱۹۶روپئے میں خرید کر ۲۰۰روپئے وکیل بالشراء استعمال کر سکتا ہے

وکیل بالشراء کا اپنے لئے کمیشن رکھنا

سوال-دو صورتوں کا حکم درکار ہے:

1: زید چائنہ میں ہے اور لوگوں کے لیے کمیشن کے طور پر مال خرید تا ہے یعنی زید اگر عمر کے لیے دس گز کپڑا خریدے تو زید اس دس گز کپڑے پر اپنے لیے ایک روپیہ اجرت یا کمیشن منتخب کرتا ہے، تو کیا زید کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمر کو یہ بتادے کہ میں آپ سے دس گز کپڑے پر ایک روپیہ لیتا ہوں یا یہ بتانا ضروری نہیں ہے؟

2: کبھی عمر زید کو بولتا ہے کہ میرے لیے پچاس گز کاٹن کا کپڑا خرید لو، جب زید عمر کے لیے پچاس گز کاٹن خرید تا ہے تو کاٹن کا ایک گز 10 روپے کا پڑتا ہے، لیکن زید عمر کو بولتا ہے کہ کاٹن کا ایک گز 12 روپے کا پڑا ہے، اس کے علاوہ ایک روپیہ میرا کمیشن ہے۔ کیا زید کے لئے یہ منافع جائز ہے یا نہیں؟ خصوصاً وہ 2 روپے جو زید نے کپڑا 10 کا خریدا اور عمر کو 12 کا بولا۔

কোম্পানির কাজ করে কর্মচারী কমিশন নেয়ার বিধান

৬৫. **প্রশ্ন :** কোম্পানীতে মাসিক বেতন নির্ধারিত কর্মচার কে কোম্পানির প্রজেক্টের জন্য তাকে ভাড়া জানতে চাইলে সে কি নিজের কমিশন সহ কোম্পানীকে বলতে পারবে? আর তার জন্য কমিশন গ্রহণ কি বৈধ?

উত্তর : কোম্পানির বেতন নির্ধারিত কর্মচারী কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে প্রজেক্টের জন্য যা ভাড়া হবে তাই বলা তার দ্বায়িত্ব। এর থেকে কমিশন গ্রহণ বৈধ হবে না।[৬৬]

جواب-1:صورتِ مسئولہ میں اگر زید،عمر کا نمائندہ بن کر اس کے لیے خریداری کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے طے کر کے کمیشن لینا جائز ہوگا اس کے بغیر کمیشن لینا جائز نہیں۔

2:دوسری صورت میں زید کا ایک گز 10 روپے میں پڑنے کی صورت میں عمر کو یہ بتانا کہ ایک گز 12 کا پڑا ہے جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ جھوٹ اور خیانت ہے اور زید عمر کا نمائندہ (وکیل) ہے اور وکیل امین ہوتا ہے،اس کے لیے خیانت جائز نہیں ہوتی،لہذا یہ دو روپے مزید لینا اس کے لیے جائز نہیں،البتہ عمر کو بتا کر اپنی متعین کردہ کمیشن لے سکتا ہے۔

فتوی نمبر : 144308100375-دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৬৬]. আলবাহরুল মুহিত ১৩/৪৩৫, দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম ৩/৫৭৩-৫৭৪, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০২১০০৩০৫

"وقال ابن عطية:هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله، أو فعل ما يجب عليه تركه".

البحر المحيط ٤٣٥/١٣ سورة النحل، الآيات ١٢٨-١٣٠.

وراجع أيضا "درر الحكام" ٥٧٣/٣-٥٧٤ الكتاب الحادى عشر الوكالة، الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية، العقود التي يلزم فيها على الوكيل المعين من المالك له.

کمپنی کا کام کرتے ہوئے ملازم کا کمیشن لینا

سوال-ایک آدمی کسی کمپنی میں ماہانہ تنخواہ پر کام کرتا ہے، کمپنی کسی پراجیکٹ کے لیے اس آدمی کو رینٹ اے کار کے ریٹ معلوم کرنے کا کہتی ہے، کیا اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اصلی ریٹ کے ساتھ اپنا بھی کچھ کمیشن رکھ کے کمپنی کو بتائیں؟ مہربانی فرما کر تفصیلی جواب سے آگاہ کرے، نیز کمیشن کس صورت میں جائز ہے؟ اس سے بھی آگاہ کریں۔

جواب-صورتِ مسئولہ میں مذکورہ آدمی کمپنی کا ملازم ہے اور کمپنی سے اس کی تنخواہ بھی متعین ہے،اور ریٹ اے کار کا ریٹ معلوم کرنے میں کمپنی کی طرف سے وکیل ہے،اور وکیل امین (امانت دار) ہوتا ہے جس کے ذمے تمام معاملات کی آگاہی اپنے مؤکل کو دینا ہوتی ہے، نیز ملازم اپنے عمل کا معاوضہ اپنی اجرت کی صورت میں بھی لیتا ہے؛ لہذا کمپنی کے لیے کام کرتے ہوئے جتنی رقم میں بات طے ہو جائے اتنی ہی رقم لینا کمپنی سے جائز ہے،اس کے علاوہ اپنے لیے کمیشن رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

فتوی نمبر : 144502100305-دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

টিকিট করে দিয়ে অতিরিক্ত টাকা রাখা

৬৬. **প্রশ্ন :** কোন ব্যক্তি বিমানের টিকিট কেটে দিয়ে অতিরিক্ত টাকা রাখা কি তার জন্য বৈধ হবে?

উত্তর : কোন ব্যক্তি কাউকে টিকিট কাটার জন্য নির্দেশ দিলে সে প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে। আর এর বিধান হল; নির্দেশ দেয়ার পর প্রতিনিধি প্রথমেই বলবে যে, আমি টিকিট কেটে দিলে এর পারিশ্রমিক দিতে হবে। আর নির্দেশদাতা তাতে সন্তুষ্ট থাকলে তার পারিশ্রমিক হালাল হিসেবে গণ্য হবে।

আর প্রতিনিধি প্রথমেই পারিশ্রমিকের কথা না বললে; আর প্রতিনিধি এ পেশায় প্রসিদ্ধ হলে কাজ করে তার বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। আর তিনি এ পেশায় পারিশ্রমিক নেয়ার জন্য প্রসিদ্ধ না হলে অর্থাৎ এ কাজ তার পেশা না হলে এ পদ্ধতিতে নির্দেশদাতার অনুমতি ব্যতিত প্রতিনিধি তার পারিশ্রমিক নিতে পারবে না।

অতএব উল্লেখিত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি টিকিট কাটার পূর্বে তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত করে নিলে; অথবা এটা তার পেশা হলে টিকিট বুকিং করার জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারবে। তবে এটা তার পেশা না হলে; এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করলে নির্দেশদাতার সন্তুষ্টি ব্যতিত টিকিট কাটার অতিরিক্ত কমিশন হিসেবে নিতে পারবে না।[৬৭]

---

[৬৭]. আলবাহরুল মুহিত ১৩/৪৫৩, দুরারুল হুক্কাম ৩/৫৭৩-৫৭৪, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১০২০০৯৩

"وقال ابن عطية:هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله، أو فعل ما يجب عليه تركه".

البحر المحيط ٤٥٣/١٣ سورة النحل، الآيات: ١٢٨-١٣٠.

وراجع أيضا "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ٥٧٤-٥٧٣/٣ فهرس الكتاب الحادي عشر الوكالة، الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية، العقود التي يلزم فيها على الوكيل المعين من المملك له.

ٹکٹ کرواکر دینے پر زائد رقم رکھنا

سوال-اگر کوئی بندہ کسی کو جہاز کی ٹکٹ کرواکے دے اور اس میں کچھ زیادہ پیسے لے اور اپنے پاس رکھ لے تو ایسا کرنا جائز ہے بطورِ کمیشن؟

جواب-واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بازار سے فلاں چیز خرید لاؤ یا میرا فلاں کام کر دو تو پہلا شخص دوسرے کو اپنا وکیل بنا رہا ہے،اور وکیل بنانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ دوسرا شخص جو وکیل ہے یہ اپنے مؤکل کو پہلے سے بتا

টিকিট ক্যান্সেল হলে এজেন্সী কমিশন রাখতে পারবে?

৬৭. **প্রশ্ন :** আমি ট্রাভেল এজেন্ট। আমি কাস্টমারের নির্দেশনা মোতাবেক বিমানের টিকিট করেছি। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষের দুর্ঘটনার জন্য তা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা করছি তারা টাকা ফেরত দিলে কাস্টমারকে ফেরত দিয়ে দিব। তবে টিকিট ক্রয় করতে যে কমিশন রেখেছিলাম সেটা কি রাখতে পারব? না কি পূর্ণ টাকা ফেরত দিতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে আপনি এয়ারলাইন কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে আপনার গ্রাহককে টিকিট দিয়ে থাকলে আপনাকে টিকিট ফেরত দেয়ার সময় আপনার কমিশনও ফেরত দিতে হবে। আর আপনি এয়ারলাইন কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাহককে টিকিট না দিয়ে থাকলে আপনি আপনার কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। আর সে কমিশন আপনার ফেরত দেয়া আবশ্যক নয়।[৬৮]

دے کہ میں اس کام پر یہ اجرت اور معاوضہ وصول کروں گا،اور کام کروانے والا اس پر راضی ہو جائے تو اس وکیل کے لیے یہ اجرت حلال ہے۔

اور اگر وکیل نے پہلے سے اجرت کا نہیں بتایا لیکن وہ وکیل اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہ اجرت کے عوض ہی کام کرتا ہے تب بھی وکیل کے لیے اس خدمت پر اجرت و معاوضہ لینا درست ہو گا، لیکن اگر وہ وکیل اس خدمت کے عوض اجرت لینے کے لیے مشہور نہ ہو یعنی یہ کام اس کا مستقل پیشہ نہ ہو تو اس صورت میں پہلے شخص (مؤکل) کی اجازت کے بغیر یہ وکیل اپنی اضافی اجرت لینے کا حق دار نہیں ہو گا۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر یہ دوسرا شخص اس ٹکٹ کرانے سے پہلے اپنی اجرت طے کرالے، یا وہ اس کاروبار سے وابستہ ہے تب تو اس کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کرانے پر اجرت لینا درست ہے، لیکن اگر وہ اس کاروبار سے منسلک نہیں ہے اور اجرت پہلے سے طے بھی نہیں کی تو پہلے شخص کی رضامندی کے بغیر اس سے ٹکٹ کی اصل رقم سے زائد بطور کمیشن اپنے پاس رکھ لینا جائز نہیں ہے۔

فتوی نمبر: 144110200993-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৬৮]. জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া-১৪৪১১০৮২০১৯০৮

کیا ٹکٹ کینسل ہونے کی صورت میں ٹریول ایجنٹ کمیشن رکھ سکتا ہے؟

سوال-میں ٹریول ایجنٹ ہوں اور ہم نے کسٹمر کے کہنے پر جہاز اور ہوٹل کے ٹکٹ کرائے اور اب اس کرونا کی وجہ سے سب ختم ہو گیا، اب ہم انتظار میں ہیں کہ پیسے مل جائیں تو کسٹمر کو واپس کر دیں۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو کمیشن ہم نے ٹکٹ بیچنے میں رکھا تھا، وہ رکھ سکتے ہیں یا پوری رقم واپس کرنی ہو گی؟

প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও পেনশন নেয়ার বিধান

৬৮. **প্রশ্ন :** আমার বাবা সরকারী চাকুরীজিবী ছিলেন; তার চাকুরী শেষে পেনশনের টাকা আমার আম্মা পান। আমার ছোট বোন প্রতিবন্ধী। আমার আম্মা মারা যাবার পর আমার ছোট বোন সে পেনশন পাবেন। এখন আমাদের ব্যবসা মোটামুটি ভাল চলে। যার ফলে আমার আম্মারও সে পেনশন প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও কি আমার আম্মা সে টাকা গ্রহণ করতে পারবেন? এবং পরবর্তীতে আমার বোন কি নিতে পারবে?

উত্তর : সরকারী নিয়ম মোতাবেক পেশননের হকদার হলে সে টাকা গ্রহণ করা বৈধ। যদিও আপনার ব্যবসা ভাল চলে। আর আপনার আম্মা সে টাকা নিয়ে নিজের কাজে বা তার ইচ্ছা মোতাবেক দান ও কল্যাণ ক্ষাতে ব্যবহার করতে পারেন। এতে সমস্যা নেই।[৬৯]

جواب- صورتِ مسئولہ میں اگر آپ نے ہوائی جہاز کی کمپنی کے نمائندے کے طور پر اپنے کسٹمر کو ٹکٹ دلائی تھی تو اس ٹکٹ کی واپسی پر آپ کو اپنا کمیشن بھی واپس کرنا ہوگا، اور اگر ہوائی جہاز کمپنی کے نمائندہ کے طور پر آپ نے کسٹمر کو ٹکٹ نہیں دلائی تھی، بلکہ آپ نے کسٹمر کی طرف سے ہوائی جہاز کمپنی سے ٹکٹ خریدا تھا تو اس صورت میں آپ اپنے عمل کی اجرت کے مستحق ہیں اور وہ کمیشن آپ پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144108201908-دار الافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

৬৯. দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ। ফাতওয়া নং:- ৭০০-৫৩৬/এন=৯/১৪৪১

ضرورت نہ ہونے کے باوجود گورنمنٹ سے پنشن لینے کا حکم

سوال: حضرت، میری نانی اماں کا انتقال ہوا ہے، میرے نانا ابو سرکاری ملازم تھے اور نانی اماں بیوہ تھیں اور تقریباً انہوں نے 20 سال تک پینشن لی ہے، اب کچھ عرصے سے حکومت کا یہ قانون پاس ہوا ہے کہ بیوہ عورت جو کہ پینشن لے رہی ہے اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ بیٹی پینشن لے سکتی ہے، میری امی بیوہ ہیں اور بہت سے لوگ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ تم بیوہ ہو اور پینشن لے سکتی ہو تو لے لو جبکہ ہمارا موقف ہے کہ امی پینشن نہ لیں کیونکہ ہمارے حالات اچھے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے جبکہ کچھ اس وجہ سے ناراض ہیں. امی لوگ 5 بہنیں ہیں صرف میری امی ہی بیوہ ہیں تو کیا میری امی وہ پینشن لے سکتی ہیں جبکہ الحمدللہ میرے دونوں بھائی کماتے ہیں۔

جواب نمبر: 178057

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Fatwa:700-536/N=9/1441

এ্যাডভান্সের টাকা অধিক দিয়ে ভাড়া কম করার বিধান

৬৯. **প্রশ্ন :** এ্যাডভান্সের টাকা অধিক দিয়ে ভাড়া কী পরিমাণ কম করা যেতে পারে?

উত্তর : ভাড়া চুক্তির সময় এ্যাডভান্সের টাকা অধিক নেয়া বা দেয়ার শর্তে মার্কেট ভ্যালু থেকে কম করার চুক্তি অবৈধ। কেননা এটা ঋণের পরিবর্তে উপকার সুদের অন্তর্ভূক্ত। তেমনিভাবে চুক্তিতে এ শর্ত উল্লেখ না থাকলেও সে সব এলাকায় এ্যাডভান্স অধিক দিয়ে ভাড়া কম করার প্রচলন থাকলে সেটাও অবৈধ বলে গণ্য হবে।[৭০]

صورت مسئولہ میں اگر آپ کی بیوہ والدہ، سرکاری قانون کی روسے جائز طور پر پنشن کی حق دار ہیں تو وہ حسب شرائط پنشن لے سکتی ہیں اگرچہ آپ کے دونوں بھائی اچھی کمائی کماتے ہیں؛ کیوں کہ جب آپ کی والدہ کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوں گے تو وہ حسب منشا جس ضرورت میں چاہیں گی، خرچ کریں گی اور اعزہ واقارب اور غربا ومساکین میں جسے دینا چاہیں گی، دیں گی۔ اور اگر وہ قانون کی روسے پنشن کی حقدار نہیں ہیں؛ بلکہ ضروریات اور آمدنی کے سلسلہ میں اُنھیں جھوٹ بول کر پنشن لینا ہوگا تو یہ جائز نہیں، اس صورت میں وہ ہرگز پنشن کی درخواست نہ دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

৭০. আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া ২৯৫-২৯৬, রদ্দুল মুহতার ৯/১০৭, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪২২০৪২০০৮৩৬

أنواع الربا: وأما الربا فهو على ثلاثة أوجه: أحدها في القروض، والثاني في الديون، والثالث في الرهون. الربا في القروض: فأما في القروض فهو على وجهين: أحدهما أن يقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهماً أو باثني عشر ونحوها. والآخر أن يجر إلى نفسه منفعةً بذلك القرض، أو تجر إليه وهو أن يبيعه المستقرض شيئا بأرخص مما يباع أو يؤجره أو يهبه ... ولو لم يكن ذلك (هذا) القرض لما كان (ذلك) الفعل، فإن ذلك رباً، وعلى ذلك قول إبراهيم النخعي: كل دين جر منفعةً لا خير فيه".

النتف في الفتاوى ٢٩٥-٢٩٦ كتاب الولاء، أنواع الربا.

وراجع أيضا "رد المحتار" ١٠٧/٩ كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير.

پیشگی رقم زیادہ دے کر کرایہ کم کرنے کا حکم

سوال- پیشگی رقم زیادہ دے کر کرایہ کم سے کم کتنا دے سکتے ہیں؟

جواب- کرائے داری کا معاملہ کرتے وقت پیشگی رقم (ایڈوانس) کی مد میں زیادہ رقم لینے یا دینے کی شرط پر کرایہ مارکیٹ ویلیو سے کم طے کرنا جائز نہیں ہے، یہ قرض پر نفع کی صورت ہے جو کہ سود ہے۔ اسی طرح اگر عقد میں یہ شرط نہ ہو، لیکن اس علاقہ کا عرف ہو تو بھی یہ مشروط سمجھا جائے گا اور معاملہ ناجائز ہوگا۔

فتوی نمبر: 144204200836- دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

ফার্মেসী লাইসেন্স ভাড়া দেয়ার বিধান

৭০. **প্রশ্ন :** নিজের সার্টিফিকেট অন্যকে দিয়ে দোকান খুলে দিয়ে সেখানে শরীক না হয়ে সার্টিফিকেটের বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা কি বৈধ? অর্থাৎ সার্টিফিকেট ভাড়া দিয়ে টাকা গ্রহণ কি বৈধ?

উত্তর : সরকার বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে ডিগ্রি বা লাইসেন্স দেয়া হলে সেটা তার জন্য গ্রহণ করার অনুমতিনামা। আর সেটা অন্যের জন্য ব্যবহার করা আইনগত বৈধ নয়। আর সরকারের পক্ষ থেকে এমন অনুমতিনামা এটা এমন কোন জিনিস নয়; যা ভাড়া কিংবা বিক্রি করা যায়। এজন্য এটা অন্য কাউকে ভাড়া দেয়া বা নেয়া এবং তার আয়ও বৈধ নয়।[৭১]

খেলার মাঠের ভাড়া বৈধ কি?

৭১. **প্রশ্ন :** আর কোন ব্যক্তি টুর্ণামেন্ট আয়োজনের জন্য তার জমি ভাড়া দিলে এবং প্রতি বছর সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হলে জমির মালিকের জন্য এ টাকা নেয়া জায়েয হবে কি না?

---

[৭১]. আদ্দুররুল মুখতার ৪/৫১৯, রদ্দুল মুহতার ৪/৫২০, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১১২২০১৩৯১

فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْقَاطِ لِلْحَقِّ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْفَارِغَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْزُولَ عَنْهُ اسْتِحْقَاقًا خَاصًّا بِالتَّقْرِيرِ.

رد المحتار ٥٢٠/٤ كتاب البيوع، مطلب في النزول عن الوظائف بمال.

وراجع أيضا " الدر المختار" ٥١٩/٤ مطلب في النزول عن الوظائف بمال.

فارمیسی لائسنس یا انجینئرنگ ڈگری کرایہ پر دینا

سوال-اگر کوئی شخص اپنا سرٹیفیکیٹ دوسرے کو دے دے اور وہ اس سے کوئی دکان کھول دے اور خود اس کاروباری میں شریک نہ ہو، بلکہ اس سے فکس پیسے وصول کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب انجینئرنگ ڈگری یا فارمیسی کی ڈگری دے دے؟

جواب-کسی بھی شعبے کا لائسنس یا ڈگری جو کسی شخص یا کمپنی کو حکومت کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے وہ خاص اس شخص یا کمپنی کے لیے اس شعبہ کو اختیار کرنے کا اجازت نامہ ہوتا ہے، کسی اور کے لیے اس لائسنس کو استعمال کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی اور حکومت کی ایسی جائز پابندیاں جو مفادِ عامہ کی مصلحت میں ہوں ان کی پاس داری شرعاً بھی لازم ہوتی ہے۔

لہذا فارمیسی لائسنس یا انجینئرنگ ڈگری جس کے لیے گورنمنٹ نے جاری کی ہے، اس کے علاوہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نیز یہ اجازت نامہ کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کو کرایہ پر دیا جاسکے یا فروخت کیا جاسکے، اس لیے اس کو کرایہ پر دینا اور لینا اور اس کی آمدنی دونوں ناجائز ہیں۔ فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144112201391-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

উত্তর : বৈধ ক্রীড়া টুর্ণামেন্টের জন্য মাঠ ভাড়া দেয়া বৈধ। তবে শর্ত হল; এ খেলার ম্যাচে শরয়ী লঙ্ঘন কোন বিষয় থাকতে পারবে না। যেমন; জুয়া ইত্যাদির লেনদেন।[৭২]

টুর্ণামেন্টে এন্ট্রি ফি নেয়ার বিধান

৭২. **প্রশ্ন :** টুর্ণামেন্টে বিভিন্ন দল থেকে এন্ট্রি ফি নেয়া হয়; এটা কি বৈধ? আর এ ফি দিয়েই মাঠের ভাড়া, বিজয়ী দল এবং ভালো

---

[৭২]. সুরা মায়েদা, আয়াত: ২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৩৮১-৩৮২, হা. ৫৮৫৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০২১০০৪৩৭

"وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." ﴿المائدة: ٢﴾

فالضابط في هذا....أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرام أو مكروه تحريماً،...وما كان فيه غرض ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنة...كان حراماً أو مكروهاً تحريماً،...وأما ما لم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي علي نوعين، الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده أغلب من منافعه، وأنه من اشتغل به ألهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروهاً، والثاني ما ليس كذلك فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح، بل قد يرتقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه...وعلى هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها ما لم تشتمل على معصية أخري، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه ودنياه".

تكملة فتح الملهم ٤/٣٨١-٣٨٢ رقم ٥٨٥٦ كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير.

ٹورنامنٹ کے لیے انٹری فیس لینے کا حکم

سوال-(1) ٹورنامنٹ میں مختلف ٹیموں سے انٹری فیس لی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟(اس انٹری فیس سے میدان کا کرایہ، جیتنے والی ٹیم اور اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے لیے انعام وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔)

(2) اگر کوئی شخص اپنی زمین ٹورنامنٹ منعقد کرانے کے لیے دے دے اور ہر سال اس بندے کو اس کے عوض مخصوص رقم دی جاتی ہے، کیا ان پیسوں کو لینا زمین مالک کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

جواب- (1) جائز کھیل کے لیے کھیل کی جگہ کا کرایہ کا لینا اور جیتنے والوں کے لیے انعام وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں جائز کھیل کے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں سے انٹری فیس لینا جائز ہے، البتہ ناجائز کھیل کے لیے لینا درست نہیں۔

(2)صورتِ مسئولہ میں جائز کھیل کے ٹورنامنٹ کے لیے جگہ کرائے پر دینا جائز ہے، بشرط کہ اس میں کھیلے جانے والے میچز میں شرعاً کوئی خرابی نہ ہو، جیسے جوے کا لین دین وغیرہ۔

فتوی نمبر: 144502100437-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

পারফর্ম করা খেলোয়াড়দের জন্য পুরস্কার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তর : বৈধ খেলার জন্য খেলার মাঠ ভাড়া করা এবং বিজয়ীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা বৈধ। অতএব বৈধ খেলার জন্য টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর কাছ থেকে এন্ট্রি ফি আদায় করা বৈধ। তবে অবৈধ খেলার জন্য বৈধ নয়; বরং নাজায়েয।[৭৩]

ভর্তি ফি গ্রহণের বিধান

৭৩. প্রশ্ন : ভর্তির ফি এর বিধান কি?

উত্তর : শুধুমাত্র ভর্তি ফি নেয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। এ জন্য এটা কোন জিনিসের বিনিময়ে হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি ভর্তির কার্যক্রম, পরিক্ষা, ফর্ম এবং পরিষেবা দেয়ার বিনিময় হলে সে পরিমাণ নিতে পারবে।[৭৪]

---

[৭৩]. সুরা মায়েদা, আয়াত: ২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৩৮১-৩৮২, হা. ৫৮৫৬, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০২১০০৪৩৭

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." ﴿المائدة: ٢﴾

وراجع أيضا "تكملة فتح الملهم" ٤/٣٨١-٣٨٢ رقم ٥٨٥٦ كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير.

ٹورنامنٹ کے لیے انٹری فیس لینے کا حکم

سوال-(1) ٹورنامنٹ میں مختلف ٹیموں سے انٹری فیس لی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟(اس انٹری فیس سے میدان کا کرایہ، جیتنے والی ٹیم اور اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے لیے انعام وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔)

(2) اگر کوئی شخص اپنی زمین ٹورنامنٹ منعقد کرانے کے لیے دے دے اور ہر سال اس بندے کو اس کے عوض مخصوص رقم دی جاتی ہے، کیا ان پیسوں کو لینا زمین مالک کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

جواب- (1) جائز کھیل کے لیے کھیل کی جگہ کا کرایہ کا لینا اور جیتنے والوں کے لیے انعام وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں جائز کھیل کے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں سے انٹری فیس لینا جائز ہے، البتہ ناجائز کھیل کے لیے لینا درست نہیں۔

(2)صورتِ مسئولہ میں جائز کھیل کے ٹورنامنٹ کے لیے جگہ کرائے پر دینا جائز ہے، بشرط کہ اس میں کھیلے جانے والے میچز میں شرعاً کوئی خرابی نہ ہو، جیسے جوے کا لین دین وغیرہ۔

فتوی نمبر: 144502100437-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৭৪]. কিফায়াতুল মুফতি ৭/৩১৩, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪১০৭২০০৭৯০

داخلہ کی فیس تو کوئی معقول نہیں، ماہوار فیس لی جاسکتی ہے۔" (کتاب المعاش، ج:۷، ص:۳۱۳)

মাদরাসায় এ্যাডভ্যান্স ফি গ্রহণের বিধান

৭৪. **প্রশ্ন :** যেভাবে প্রাইভেট স্কুলে মাসিক ফি এ্যাডভ্যান্স নিয়ে নেয়। তেমনিভাবে আমাদের মাসরাসাতেও ভর্তির সময় ভর্তির টাকা সহ মাসিক ফি এ্যাডভ্যান্স নিয়ে নেয়। এখন প্রশ্ন হল, যখন বাচ্চা তার শিক্ষা পূর্ণ করছে বা অন্য কোন কারণে মাদরাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে; তখন কি সে মাসের মাসিক ফি নেয়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ্যাডভান্স ফি নেয়ার নিয়ম থাকলে; তারা এ্যাডভান্স ফি গ্রহণ করতে পারবে। আর তারা মাসিক ফি বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে থাকলে বাচ্চা নেয়ার সময় মাসের শুরু, মধ্যম, শেষ যাই হোক না কেন; মাসিফ ফি দিতে হবে। আর এর প্রচলন থাকলে তারা ছাত্রদের থেকে সেটা গ্রহণ করতে পারবে। আর এটা প্রকাশ্য ঘোষনা না থাকলে তাদের জন্য মাসের শুরুতে বাচ্চা নিয়ে গেলে মাসিক ফি গ্রহণ করা উচিত হবে না।[৭৫]

كفايت المفتى ٣١٣/٧ كتاب المعاش، داخله اور ماهواري فيس كا حكم.

داخلہ فیس کا حکم

سوال-داخلہ فیس کا حکم کیا ہے؟

جواب- محض داخلہ فیس لینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے، ہاں اگر داخلہ کی کار روائی، امتحان، فارم اور عملہ کی خدمات کے عوض اس کام کی جتنی عموماً اجرت بنتی ہے اتنی ہی لے جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

کفایت المفتی میں ہے:

داخلہ کی فیس تو کوئی معقول نہیں، ماہوار فیس لی جاسکتی ہے۔" (کتاب المعاش، ج:۷، ص:۳۱۳) فقط واللہ اعلم

فتوی نمبر: 144107200790-دار الافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৭৫]. ফাতহুল কাদীর ৯/৭৫, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া 8/৫৪৩, আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ের ২৬৮, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪৫০১১০১৭১৪

"قالوا الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضي المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر وبعضهم قالوا الأجير المشترك من يتقبل العمل من غير واحد والأجير الخاص من يتقبل العمل من واحد... والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان عمله والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة. كذا في التبيين."

الفتاوى الهندية ٥٤٣/٤-٥٤٤. كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك.

সিভিতে মিথ্যা লিখে চাকরী করা

৭৫. **প্রশ্ন :** কোন ব্যক্তি চাকরীতে অভিজ্ঞতা বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চাকরীতে যোগদান করেন; কিন্তু বর্তমানে সে তার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনা করে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি যে অর্থ উপার্জন করেন তাকি বৈধ হিসেবে গণ্য হবে না কি অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে সিভিতে মিথ্যা লেখার কারণেই চাকরী পেয়েছিলেন।

উত্তর : সিভিতে মিথ্যা লেখা মহাপাপ। তবে সে তার চাকরীর সমস্ত কাজে দক্ষ হলে এবং সঠিকভাবে তা সম্পাদন করে থাকলে তার জন্য বেতন নেয়া বৈধ হবে। আর মিথ্যার জন্য তার তওবা ইস্তেগফার করা উচিত।[৭৬]

وراجع أيضا "فتح القدير" ٧٥/٩ كتاب الإجارات، باب متى يستحق. و"الأشباه والنظائر" ٢٦٨ الفن الأول في القواعد الكلية، النوع الأول، القاعدة السادسة العادة محكمة.

اسکول میں ایڈوانس فیس لینے کا حکم

سوال- جس طرح ہر پرائیوٹ اسکول ماہانہ فیس ایڈوانس میں لیتا ہے، اسی طرح ہماراا سکول بھی داخلے کے وقت داخلہ فیس کے ساتھ ماہانہ فیس پیشگی لیتا ہے، اب دو سوالات ہیں؟ جب بچہ تعلیم مکمل کرلے یا کسی اور وجہ سے اسکول چھوڑے، تو کیا جس ماہ اسکول چھوڑ رہا ہے اس مہینے کی فیس لینی چاہئے یا نہیں؟

دوسری بات: اگر مہینے کے شروع ہونے سے پہلے بتائے تو پھر اگلے مہینے کی فیس نہیں لگائی جاتی، لیکن یکم کے بعد اگر مطلع کیا جائے تو فیس لگائی جاتی ہے، کیونکہ بچوں کی تعداد کے پیش نظر ہی اسکول کی عمارت اور اساتذہ کی تعداد ہائر (بھرتی) کی جاتی ہے، اور عام اسکولوں میں متوسط طبقے کے بچے پڑھتے ہیں جن کے والدین بروقت فیس ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارہ سارا سال مالی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، اور جب کئی ماہ کے بعد ادائیگی کے لیے آئیں تو یا تو قسط کرواتے ہیں یا رعایت کرنے پر بضد ہوتے ہیں (جن اسکولوں کی من مانی اور گراں فیسوں کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں، وہ برانڈ کے مہنگے اسکول امیر طبقے کے لیے ہوتے ہیں) تو کیا یہ ایڈوانس فیس لینا جائز ہے؟ اور اخراج کے وقت کی فیس کا بھی بتائیں۔

جواب- صورتِ مسئولہ میں اگر ادارے کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ ایڈوانس فیس لیتا ہے، تو ادارے والوں کے لیے ایڈوانس فیس لینے کی گنجائش ہوگی، اور اسی طرح اگر اسکول والوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ بچے کے اخراج کے وقت خواہ مہینے کا درمیان ہو یا آخر میں پوری فیس بہر صورت لی جائے گی، اور اس کا رواج بھی ہو کہ مہینے کے درمیان یا آخر میں اسکول سے چلے جانے والے بچے سے پورے مہینے کی فیس لی جاتی ہو تو مہینے کے درمیان یا آخر میں بچے کے اسکول چھوڑ دینے سے فیس لینا درست ہوگا، اور اگر اسکول والوں نے نہ وضاحت کی ہو نہ ہی اس کا رواج ہو تو اسکول چھوڑنے پر اس مہینے کی فیس لینا درست نہیں ہوگا، البتہ جتنے دن بچہ سکول آیا ہے، اسی کی بقدر فیس لی جاسکتی ہے۔

فتوی نمبر : 144501101714-دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

[৭৬]. বাদায়েউস সানায়ে ৪/৫৯, জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান, ফাতওয়া- ১৪৪২০৩২০০৬৩৯

"فهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وثبوت الملك في الأجرة المسماة للآجر؛ لأنها عقد معاوضة إذ هي بيع المنفعة، والبيع عقد معاوضة، فيقتضي ثبوت الملك في العوضين".
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٤/٥٩ كتاب الإجارة، باب صفة وحكم الإجارة.

سی وی میں جھوٹ لکھ کر ملازمت حاصل کرنا

سوال-ایک شخص نے امریکا میں تعلیم حاصل کی اور وہیں پر کام کے سلسلے میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی فیلڈ میں ڈگری لی ہوئی ہے اور ڈگری کے دوران پریکٹس بھی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈپلوما بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے اگر سی وی میں مشہور اداروں میں کام کا تجربہ نہ لکھا جائے تو وہاں نوکری ملنا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر تجربہ کیے جھوٹ لکھ بھی دے اس کو نوکری ملنے کے بہت زیادہ چانس پیدا ہو جاتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ سائل اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی فیلڈ کا کوئی بھی کام دے دیا جائے میں اسے بھرپور طریقے سے کر سکتا ہوں اور ان کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہوں۔ بغیر تجربہ لکھے کئی بار کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر تجربہ جھوٹ لکھ دیا جائے اور ان مشہور کمپنیوں سے کسی طرح جھوٹا ایکسپیر ئینس لیٹر بنوالیا جائے تو آیا اس ملنے والی نوکری سے حاصل شدہ رقم حلال ہو گی یا نہیں؟ اور صورت مذکورہ میں ایسا کرنے (جھوٹ بولنے) کی گنجائش موجود ہے؟
جواب-صورتِ مسئولہ میں سی وی میں جھوٹ لکھ کر ملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ "مؤمن ہر خصلت پر ڈھل سکتا ہے، لیکن جھوٹ پر نہیں ڈھل سکتا" ؛ لہذا جب اللہ تعالی کی توفیق سے آپ ابھی تک اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو ہر گز اس گناہ کے مرتکب نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیے، وہ اپنے مستقل مزاج، ثابت قدم اور متوکل بندوں کو ان کی امید سے زیادہ دیتا ہے، اور ہر مشکل کے لیے راہ نکال دیتا ہے۔ حلال رزق کے حصول کے بے شمار راستے ہیں، اہلِ تجربہ مخلصین سے مشورہ کرکے آپ دوسری فیلڈ بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورۂ "والضحیٰ" اور "یاوَدُوْدُ" کثرت سے پڑھیں۔
البتہ اگر کوئی شخص اس طرح ملازمت حاصل کر چکا ہو اور واقعتًا وہ اس کام کا اہل بھی ہو اور دیانت داری کے ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہو تو اپنے عمل کے عوض حاصل ہونے والی آمدن حلال ہو گی، لیکن اس نے سخت گناہ کا ارتکاب کیا، اس لیے اسے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ جھوٹ سے مکمل پرہیز لازم ہے۔
فتویٰ نمبر: 144203200639-دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

مركز النهضة الإسلامية جسر

ইফতা সমাপনকারী ছাত্রদের পরিচিতি

২০২৪-২০২৫ ঈ, ১৪৪৫-১৪৪৬ হি. শিক্ষাবর্ষ (ব্যাচ-৫)

১। মোঃ আসলাম শেখ
পিতা: মোঃ অজিয়ার শেখ
ফরম নং- ০৫২
গ্রাম: দক্ষিণ নলতা, ডাকঘর: গোণালী নলতা
থানা: তালা, জেলা: সাতক্ষীরা।
মোবা: ০১৯২০-৮৩৩৫৭৭

২। মোঃ রাকিবুল ইসলাম
পিতা: মোঃ হাফিজুর রহমান
ফরম নং- ০৫৩
গ্রাম: সবুজবাগ, ডাকঘর: নওয়াপাড়া
থানা: অভয়নগর, জেলা: যশোর
মোবা: ০১৯৭৭-২১৭০১৯, ০১৯৩১-৬২৬৫২৪

৩। মোঃ আল-আমিন
পিতা: মোঃ তোতা মিয়া
ফরম নং- ০৫৪
গ্রাম: গদখালী সরদার পাড়া, ডাকঘর: গদখালী
থানা: ঝিকরগাছা, জেলা: যশোর।
মোবা: ০১৯০৯-৮২৪৭৯০

৪। মোঃ মাহমুদুল হাসান
পিতা: মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ফরম নং- ০৫৫
গ্রাম: আর, এন, রোড পন্ডিতপুকুর, ডাকঘর: যশোর সদর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর
মোবা: ০১৭৬৫-২৫০৯৭৫

৫। মোঃ আবু হুরায়রা
পিতা: মোঃ ইসলম
ফরম নং- ০৫৭
গ্রাম: মকম তলা খানপুর, ডাকঘর: খানপুর
থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
মোবা: ০১৬৪৫-৬৪৫৬৯৫, ০১৯৫৬-৩২৫১৩২

৬। মোঃ শাহাদাত হুসাইন
পিতা: মোঃ আমির আলী সরদার
ফরম নং- ০৫৯
গ্রাম: ঘোপ সেন্ট্রাল রোড, ডাকঘর: যশোর সদর
থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর।
মোবা: ০১৬৪৭-১৮৫২১৭

৭। মোঃ ওবাইদুর রহমান
পিতা: মোঃ লিয়াকত আলী
ফরম নং- ০৬০
গ্রাম: কাঞ্চনপুর, ডাকঘর: মাগুরাঘোনা
থানা: ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা।
মোবা: ০১৫৬৮-০৬১৯৫৩

৮। মোঃ হাদিউজ্জামান
পিতা: মোঃ শাহ আলম
ফরম নং- ০৬১
গ্রাম: সিরাজ সিংগা, ডাকঘর: কুয়াদা বাজার
থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর।
মোবা: ০১৯৪৭-৫৮১৭১৯, ০১৩০৯-

৯। মোঃ মাহফুজুর রহমান
পিতা: মোঃ আবুল কালাম
ফরম নং- ০৬৩
গ্রাম: বালিয়াডাঙ্গা, ডাকঘর: যশোর সদর
থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর।
মোবা: ০১৯৮৪-৯৯৮৪৮৪

১০। মোঃ রুহুল আমীন
পিতা: মোঃ আব্দুল কাদের
ফরম নং- ০৬৪
গ্রাম: মাছনা, ডাকঘর: খানপুর
থানা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর
মোবা: ০১৩০৪-২৬৫২২২

১১। মোঃ মুহসিন আলম খাঁন
পিতা: আব্দুর রাজ্জাক খাঁন
ফরম নং- ০৬৫
গ্রাম: কাজীমুছা, ডাকঘর: রামচন্দ্রনগর
থানা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা।
মোবা: ০১৯২৬-০৮৭৭৮৬

১২। মোঃ মাহদী হাসান
পিতা: মোঃ আমিনুল ইসলাম
ফরম নং- ০৬৬
গ্রাম: পূর্ব বারান্দিপাড়া, ডাকঘর: যশোর সদর
থানা: কোতয়ালী, জেলা: যশোর।
মোবা: ০১৬০৩-৫৪৩৬৮৬

নাহদাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১। কুরআন সুন্নাহ’র চিকিৎসা শরয়ী রুকয়া

২। আয়াতুল আহকাম

৩। বিটকয়েনের বাস্তবতা ও তার শরয়ী বিধান

৪। ফাতাওয়া ও মাসায়েল দলিলভিত্তিক ফিকহী ধাঁধা

৫। আধুনিক মাসায়েল

৬। মাসায়েলে ফেসবুক, ইউটিউব

ইফতা, আদব বিভাগে ভর্তির জন্য যোগাযোগ

মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

যাতায়াত:

যশোর মনিহার থেকে ঢাকা রোডস্থ মোল্লাপাড়া মোড়,
খামারবাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে

মারকাযুন নাহদাহ এর সাথে সংযুক্ত থাকায় আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সমাপ্ত

Filename: facebook, youtiub masayel- short dalil- muftiwakil uddin jassori
Directory: C:\Users\shaha\OneDrive\Documents
Template: C:\Users\shaha\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Rashid Ahmad
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/16/2024 6:02:00 PM
Change Number: 10
Last Saved On: 7/18/2024 3:34:00 PM
Last Saved By: Mf Shahadat Hossain
Total Editing Time: 331 Minutes
Last Printed On: 7/18/2024 3:47:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 96
Number of Words: 9,237 (approx.)
Number of Characters: 52,657 (approx.)